

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে দায়মুক্তি ঘোষণা করা হল.....সুতরাং তোমরা চার মাসকাল ভূমন্ডলে
পরিভ্রমণ কর ।

দশ রজনীর শপথের আযান এবং বোধসম্পন্নদের জন্য শপথ:

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছে.....

কেয়ামতের ভূকম্পনের পূর্বে বিশ্বব্যাপী পুনরুত্থানের ভূকম্পন

ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য । বাবা আদম থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের
উপর শান্তি বর্ষিত হোক । আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী ।

আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম (আ:) এর দু'আর বরকতে আল্লাহ মুহাম্মাদ (স:) কে রাসূল হিসেবে পাঠান । “হে আমাদের
প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াত সমূহ তাহাদের নিকট
তেলাওয়াত করিবে; তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে ।”

অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা:) কে পাঠিয়ে তাঁর দীন পূর্ণ করেন । তাঁর পরে আর কোন নবী নেই । সুতরাং যে ব্যক্তি
মুহাম্মাদ (সা:) এর অনুসরণ করল সে সমস্ত নবীর অনুসরণ করল । নবীদের দীনই হল ইসলাম । ইসলামই আল্লাহর নিকট
একমাত্র দীন । কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না । যারা ‘ধর্মসমূহে’
বিশ্বাস করে তাদের কোন ধর্ম নেই; তারা কাফির, অবিশ্বাসী ।

আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা:) এর উপর কোরআন নাযিল করেছেন সমগ্র মানবজাতির কাছে তা তেলাওয়াত করে শুনানোর জন্য ।
শুধু কুরাইশ বা আরবদের কাছে না । মানুষ বনী আদম । তাদের মধ্যে আরব-অনারব সব সমান, কোন পার্থক্য নেই ।
রক্ত,বর্ণ ও বংশের শ্রেষ্ঠত্ব নেই । তাদের মধ্যকার মুত্তাকীতম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত । এর বাইরে যারা
আহ্বান করবে তারা ইয়াহুদী,নাসারা, অগ্নিপূজক, মোহামেডান ইত্যাদি । আর তাদের মধ্যে রয়েছে সুন্নী,শিয়া এবং
অন্যান্যরা । আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন দলে, উপদলে বিভক্ত করেছেন যাতে তিনি তাদের একদলকে অপর দলের দ্বারা
সংঘর্ষের স্বাদ আশ্বাদন করাতে পারেন । বিশ্ব এখন কঠিন জটিলতায় ভুগছে । তন্মধ্যে আরবদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ ।
তাদের ভাষায় তাদের কাছে কোরআন এসেছে । আর মুহাম্মাদ (সা:) তাদেরকে পড়ে শুনিয়েছেন,“তোমরা ইয়াহুদী ও
খ্রীষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না” । আরবের মুস্তাকবির রাজা-বাদশা ও প্রেসিডেন্টরা ইয়াহুদী- খ্রীষ্টানদেরকে তাদের
দেশে স্বাগতম জানিয়েছে যাতে তারা ইসলামের পবিত্রভূমিগুলো জবরদখল করতে পারে সম্পদসহ । এবং আরব শাসকরা
তাদের মুস্তাদআফ জনগোষ্ঠিকে দাসে পরিণত করেছে । যেরূপ উপনিবেশবাদী আমেরিকা কালো নিগ্রোদের দাস
বানিয়েছে । তারা আফ্রিকা থেকে সেই সমস্ত কালো মানুষদেরকে বন্য প্রাণীর মত শিকার করে এনেছে । আরব
মুস্তাকবিরদের চেয়ে অভিশপ্ত “মালউন” আর কে আছে ???

আরবরা সম্পূর্ণরূপে কুফরী করেছে । বিভিন্ন জাতি গোত্রে বিভক্ত হয়েছে । বিভিন্ন গোত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে । এবং বলেছে
“নেতা শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে ” । এবং এই কথা বলে আরো বিভক্ত করেছে যে,“মিন্নাল উমারা মিন কুমুল
উযারা,” অর্থাৎ নেতা শুধু আমাদের বংশ থেকে হবে আর উযীর বা মন্ত্রী তোমাদের থেকে হতে পারে । এরূপ আরো
অনেক কথা । এমন কি শেষ পর্যন্ত বলেছে “ আরবী ইসলামী উম্মাহ ।” তাদের দেশকে ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভাগ করেছে এবং
বানর, শুকর ও কুকুররূপে সেখানকার কর্তৃত্ব আসীন হয়েছে তাদের চাচাত ভাই ইয়াহুদী নাসারাদের মত । যাদের
ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন “তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও ।” আরো বলেছেন,“তিনি তাদের মধ্যে থেকে বানিয়েছেন বানর,
শুকর ও তাগুতের ইবাদতকারী ।

আলে সউদ্ ফাহদ, আলে ফেরাউন হুসনী মুবারক আলে তিকরিত সাদ্দাম, আলে সাবাহ, আলে নাহিয়ান, আলে মাকতুম
বা তৎসম তাগুতদের চেয়ে ইয়াহুদী-নাসারা দাজ্জালদের অনুগত আর কে আছে? তারা তাগুতের অনুসারী আর আল্লাহ ও
তাঁর রাসূলের সাথে বিরুদ্ধাচারনকারী । জর্ডানে ও মরক্কোতে তারাই হাশেমী, হাসানী, হোসাইনী, মুহাম্মদ, আব্দুল্লাহ
ইত্যাদি । কি উপহাস!

মানুষের ধনে বৃদ্ধিপাবে বলে সুদ খাবার জন্য ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের ব্যাঙ্কে হাজার হাজার মিলিয়ন টাকা কারা “ফিক্সড ডিপোজিট” করেছে ? কারা সেই বাছা বাছা নির্বাচিত ব্যক্তি, যারা দীনার অর্জনের জন্য কাফিরদের দেশে পাড়ি জমিয়েছে? কারা সেই সমস্ত লোক যারা জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের দেশে আগমনকারী অনারবদেরকে বলে ‘মিসকীন’ আর সাদা চামড়া ওয়ালা ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের বলে ‘খাজা’ ?! সে কি গান্ধাফী যে শত্রুদেরকে মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয় অথচ মুস্তাদআফ ক্ষুধার্ত মুসলমানরা না খেয়ে মরে?

সারা বিশ্বে ইসলামের নূরকে প্রস্তুতি, বিকশিত করার জন্য যে অনুগ্রহ ও সম্পদ আল্লাহ মুসলমান দেশগুলোতে দান করেছেন তা চুষে খাবার জন্য ও মুসলিম দেশগুলোতে বুশ ও তার কোয়ালিশন মিত্রদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ করে দিয়েছে কারা? ইবনুল আলকামী কি তার কবর থেকে আবার ফিরে এসেছে ? নাকি বর্তমান আরবের শাসক ও নেতৃস্থানীয়রাই ইবনুল আলকামীর ভূমিকা পালন করছে ? ইবনুল আলকামী কি তার খেল খেলতে পারত যদি আব্বাসী, হাশেমী, মু’তাসিম বিল্লাহরা ক্ষমতার মসনদে বানর শুকর রূপে বসে না থাকত ? যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন যে তারা হল “অভিশপ্ত বিষবৃক্ষ” অর্থাৎ দুষ্ট বংশধর । এরাই তারা যারা রাসূলের চরিত্রে কালীমা লেপন করেছে । এরাই তারা যারা ইসলামের শত্রুদের কে নবীজীর চরিত্র নোংরা করার পথ করে দিয়েছে ।

এরাই কি তারা যারা বাগদাদে বিষাক্ত ফনীনের মত বিষবাস্প ছড়াচ্ছে । সুন্নীর শিয়াদের বিরুদ্ধে, শিয়ারা সুন্নীদের বিরুদ্ধে ? তোমরা কোন শিয়া, কোন দলের ? ইসলামে নুহের শিয়া ছাড়া কোন শিয়া নেই । আর ইব্রাহীম ছিলেন তাঁর অনুসারী শিয়া । এবং তাঁর বংশধররাও ছিল নুহের শিয়া । নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে । আর শিয়া, সুন্নী, আরব, আযম যত দল উপদল রয়েছে তারা পাপাচারী, কাফের, তাগুতের ইবাদতকারী বানর ও শুকরের নাতিপোতা ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব প্রকম্পিত করে এই পত্র তোমাদের নিকট আসছে । হে মানবজাতি! ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও ধর্মত্যাগীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং সৎকর্ম করেছে । যাতে বনী আদমের অন্তরে যা আছে তা বের হয়ে পড়বে । এদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান । যাতে আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করতে পারেন । এবং তারা বলবে, “প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাদের কে ইহার পথ দেখাইয়াছেন । আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না । আমাদের রব আমাদের কে দুনিয়া ও আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন” । তখন সাত আসমানের উপর থেকে তাদেরকে আহ্বান করে বলা হবে, “ তোমরা যাহা করিতে তাহার জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে । আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়” ।

আল্লাহ ফরিদ আল আনসারীর মত আরও মানুষ এই পৃথিবীতে বাড়িয়ে দিন যিনি কোরআনি কর্মপদ্ধতির দিকে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে চমৎকার করে লিখেছেন । “ইসলামই মানুষকে চালাবে , মানুষ ইসলাম চালাবে না ।” কেননা ইসলাম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর দীন, আর আল্লাহই এর রব, লালনপালনকারী । মানুষ আন্দোলন পরিচালনা করবে না । যেমন বলা হয় যে , “ইসলামী আন্দোলন” । যে আন্দোলনগুলোর রব (পরিচালনাকারী) মানুষ । এগুলো হলো আল্লাহর দীনকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্তকারী , ধর্ম ব্যবসায়ীদের খুচরা দোকান । ডাঃ ফরিদ আল আনসারী কী চমৎকার নির্দেশনা দিয়েছেন! আল্লাহ তার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিন । তাকে তাঁর নূরের উপর অধিষ্ঠিত করুন ।

কী চমৎকার ব্যক্তি, মানুষের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তি । “নগরীর প্রাপ্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল, সে বলিল, অনুসরণ কর তাহাদের যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত” । জেনে নাও তিনি আদনান ইবনে জামআন আযযাহরানী যিনি সুদের নাপাকীর ঢাকনা উন্মোচন করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, “যাওয়ায়েদ” আর “ফাওয়ায়েদ” এক নয় । অর্থাৎ লাভ ও সুদ এক নয় । আর সুদ মানুষের মাল নিয়েই বৃদ্ধি পায় । আর এই সুদই পতিতাবৃত্তির পথ খুলে দেয়, দাস ব্যবসার পথ করে দেয় এবং চক্রবৃদ্ধির সুদের শিকলে মানুষকে আবদ্ধ করে ফেলে । হ্যাঁ সুদখোর অবশ্যই ব্যভিচারী, যে তার মায়ের সাথে যিনাকারী । আর যারা ইসলামী ব্যঙ্কের নামে সুদ খায় তারা কাবার ছাদে মায়ের সাথে যিনাকারী । ফলে আল্লাহ কাবাকে আমেরিকার হাতে দিয়ে দিয়েছেন যে আমেরিকা আরবদের টাকার মাত্র ১.৫% সুদ দেয় অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ দেয় ।

আরও একজন লেখক আল-হাইসাম লিখেছেন যে আরবদের (ইসলামের নয়) সম্পদ ও মেধা সব নিয়ে তারা পাশ্চাত্য দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে এদের মতো আরো মানুষ দান করুন। তাদের জন্য ইসলামের নূর আরও বাড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ আপনি আব্দুল্লাহ আল খাতির রাহমাতুল্লাহ আলাইহে কে এর সওয়াব দান করুন যিনি একটি বীজ বপন করেছিলেন, যে বীজ থেকে একটি ম্যাগাজিন হয়েছে যার নাম “আল বায়ান”।

আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তার শেষ নবী পাঠিয়ে। কোরআন আমাদের হাতে। কোরআন এমন এক নবুয়তী বোমা যা আমরা মাটির পৃথিবী থেকে শুরু করে সপ্ত আসমানের উপর পর্যন্ত বহন করতে পারি। ঠিক আল্লাহর আরশ পর্যন্ত যাতে তিনি সমাসীন আছেন। যেখানে মুহাম্মাদ (সা:) এর মেরাজ করানো হয়েছে। আর শত্রুদের হাতে রয়েছে শুধু আনবিক বোমা। কোথায় নবুয়তের বোমা আর কোথায় আনবিক বোমা! হে মুসলিমরা! যদি তোমরা সত্যবাদী হও। “তারা এমন পুরুষ যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করেছে”।

আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুরা যে সমস্ত রকেট ও অস্ত্রশস্ত্রের মালিক তা শুধু পৃথিবীর প্রথম আকাশেই উড্ডয়নের ক্ষমতা রাখে। তার উপরে ওঠতে পারে না। আর উপরে ওঠার ক্ষমতা তাদের নেই। “তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।”

যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে বুশ ও এরিয়েল শ্যারন এসেছে ফিলিস্তিনী ও আল-সউদদের কে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতে। যে সৌদী শাসকরা হাজীদেরকে শোষণ করে মুরগীর মত চামড়া ছাড়িয়ে খায়। পবিত্র মক্কা নগরীতে নির্দয়ভাবে আল্লাহর ঘরের ভাড়া খায় এবং হজ্জের সময় হাজীদেরকে উপহাস করে বলে “হুজ্জাজুন দুজ্জাজুন” হাজীদেরকে মুরগী স্বরূপ আল্লাহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কাজেই আমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদের চামড়া তোলে খাব।” অথচ আল্লাহ কাবাকে বানিয়েছেন সমগ্র মানবজাতির আশ্রয়কেন্দ্র। যেখানে স্থানীয় বহিরাগত সকলের সমান অধিকার! আর রাসূল সা: ও আল্লাহর কিতাবের আলোকে মক্কা ও পবিত্র স্থান মাশায়ের সমূহের ভাড়া খাওয়া হারাম করেছেন।

এভাবে ইয়াহুদী, খ্রীস্টান ও তাদের অনুসারী আরব-অনারব শাসকরা আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম সমুল্লত করতে বাধা দিয়েছে ও দিচ্ছে কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার অনুমতি দিচ্ছে এবং আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে ও করছে। আর এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইবনে মাইসুন, “যানীম ইবনে যানীম”, জারজের পুত্র জারজ ইয়াজিদের আমল থেকে। যে ইয়াজিদ পবিত্র কাবাগৃহকে মিনজানিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে পুড়িয়ে ছাই করেছে। এরপর রাসূল (সা:) কর্তক বিতাড়িত হাকামের ছেলে মারওয়ান মসজিদুল আকসার ধ্বংসাবশেষের উপর ‘মসজিদে দেয়ার’ বানিয়েছে। যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আবুল আশিয়া ইব্রাহীম (আ:), সেখানে বিতাড়িত মারওয়ান বেশ বড় করে ‘মুসাল্লায়ে মারওয়ানী’ স্থাপন করে যাতে কুরাইশরা মুসাল্লায়ে মারওয়ানকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা ‘মাকামে ইব্রাহীম’ কে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।”

যদি ইয়াহুদিরা মসজিদে আকসায় স্থাপনা নির্মাণ করে “মুসাল্লায়ে সামেরী” নামে নামকরণ করে, তাকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে তবে তা কেমন হবে? অথবা খ্রীস্টানরা যদি সেখানে বিরাট গীর্জা বানিয়ে ‘মুসাল্লায়ে জুডাস ইস্কারিয়ট’ নামকরণ করে তাকে ইবাদতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তা কেমন হবে? আমরা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী মুসলিমরা কি সেটাকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করবো? না, কখনোও না।

সুলাইমান ইবনে দাউদও আমাদের নবী যেরূপ মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর নবী। তাঁদের সবার উপর সালাম। আমরা তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্য করি না। যদি মুহাম্মাদ (সা:) জীবিত থাকতেন এবং কুদস বিজয় করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি আল্লাহর নবী সুলাইমান আ: এর স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি স্থাপন করতেন এবং তিনি সেখানে মাকামে ইব্রাহীমের নামে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করতেন, হাশেম বা আব্দুল মুত্তালিবের নামে করতেন না। তাহলে সেখানে মুসাল্লায়ে মারওয়ানী কিভাবে হয়?

“তোমাদের হিসাব নেবার পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব করে নাও ।” মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে । যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নূতন উপদেশ আসে তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে । তাদের অন্তর অমনোযোগী ।

আদম ও আদম সন্তান পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি, খলীফা । হয় বাধ্য খলীফা নয় অবাধ্য খলীফা । এই খেলাফত সালাত কায়ম করে না । শুধু ইমামতই সালাত প্রতিষ্ঠা করতে পারে । ইমামত হল তা, যা দিয়ে তিনি হযরত ইব্রাহীম আঃ কে পরীক্ষা করেছিলেন । “আর যখন আল্লাহ ইব্রাহীম কে পরীক্ষা করেছিলেন ।” অতপর আল্লাহ তাকে মানবজাতির ইমাম বানান । “নিশ্চয় আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম নিয়োগ করছি ।” আর এই প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয় । অর্থাৎ জালিমরা এই নিয়োগ পাবে না । যদিও তারা ইব্রাহীমের বংশধর হোক না কেন । তাহলে সেই ইমামত বা নেতৃত্ব কিভাবে শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে পারে? যেই কুরাইশরা ছিল মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নির্মিত কাবা ঘরে মূর্তী স্থাপনকারী ঠাকুর । “নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র । সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় ।” যে কোন নারী বা পুরুষ যে আল্লাহতে, আখেরাতে, কিতাবসমূহে ও নবীগনে বিশ্বাস করে, সে কখনোই তার সে ভাই কে হত্যা করতে পারে না, যাকে তার সাথেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে । যদি তারা দু’জন লড়াই করে তাহলে বুঝতে হবে দু’জনের একজন অথবা উভয়জনই মুমিন নয় । তৃতীয় কোন কিছু হতে পারে না ।

কাউকে এককভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া কোন রাসূলের কাজ নয়, শোভনীয় নয় ।

আর রাসূল সাঃ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াদি জানতেন না । “হে নবী ! বলে দাও, ‘আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মালিক নই । তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া । আর আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে শুধু কল্যাণই নিতাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতো না । আমি শুধু ইমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদানকারী ।”

রাসূল সাঃ কেবল তাদেরকেই সুসংবাদ দিতে পারেন যারা আল্লাহতে ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছে । যেমন আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল সাঃ বদরের শহীদদের সম্পর্কে বলেছেন, “আমি এদের জন্য সাক্ষী হব” । তখন আবু বকর বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন না? আমরাও তো তাদের মতই ঈমান এনেছি, জিহাদ করেছি ।” তখন রাসূল সাঃ বললেন, “আমি জানিনা তোমরা আমার পরে কী ঘটাবে?” তখন আবু বকর বললো, “আপনার মৃত্যুর পরও আমরা জীবিত থাকবো?” (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) ।

যে রাসূল কে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা হিসেবে পাঠিয়েছেন তিনি শুধু বেছে বেছে একটি গোত্রের দশজনকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে পারেন না । যে দশজনের মধ্যে একজন আনসারও নেই, মুস্তাদআফ মুহাজিরও নেই । অথচ তিনি আল্লাহর বাণী মানুষকে শুনিয়েছেন যে, “তোমাদের মধ্যকার মুত্তাকীতম ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত” ।

এ সমস্ত গাল্পিকদের বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী গুলোই মিথ্যাবাদী পাপী কাফিরদেরকে রাসূল (সাঃ) কে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত অর্থাৎ অপমান করার সুযোগ করে দিয়েছে ।

এখান থেকে বনী আদমের ঈমানদার ব্যক্তিদের বের হবার পথ হলো যে, “আমরা এই দুষ্টচক্রের ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যাব” । আর প্রবেশের জায়গা হলো যে, “আমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করবো । এবং মানুষ হোক বা জ্বীন হোক, নারী হোক বা পুরুষ হোক কোন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো না” ।

কোন খলীফাদের ‘চারের চক্র’ নেই, নেই কোন সুসংবাদপ্রাপ্ত (?) দের ‘দেশের চক্র’, কুরাইশ বংশের ‘বার খলীফার চক্র’ অথবা হাশেমীদের ‘বার ইমামের চক্র’ বা হযরত ঈসার বার ‘হাওয়ারীর চক্র’ অথবা হযরত মূসার ‘বার সাহাবীর চক্র’ । এসব চক্রকে আমরা ‘দুষ্টচক্র’ মনে করি ।

আল্লাহর দ্বীন ইসলাম মানুষকে অনুসারী হবার আহ্বান করে, সঙ্গী হবার কথা বলে না । অর্থাৎ ‘আসহাব’ হতে বলে না, ‘আতবা’ হতে বলে । কারণ যারা অনুসারী তারা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অনুসরণ করে । কিন্তু যারা সাহাবী তারা সব সময় সুযোগ সন্ধানী ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে । যেমন মূসা (আঃ) এর সাহাবীরা বলেছিল, “আমরা তো ধরা পড়ে

গেলাম”। যেমন মুহাম্মাদ (সা:) হেরা গুহায় তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, “চিন্তা করো না” অথচ আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা হল, “যদি মুমিন হও তবে হীনবল হয়ো না, নিরাশ হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমরা বিজয়ী হবেই”।

প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। বল, “প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক আবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল”। অনুসরণকারী মান্য ব্যক্তির অনুসরণ করে। তাদের প্রত্যয় এই যে তারা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে। তারা বলে, “আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন”।

আর সাহাবীরা সুযোগসন্ধানী ও দ্বীনের মধ্যে বিদআতকারী। তারা বলে, “আজ জালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নাই”। অথবা বলে, “হে মুসা! তুমি আর তোমার প্রতিপালক গিয়ে লড়াই কর। আমরা এখানে বসেই থাকব”।

এদের উদাহরণ হল তাদের মত যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আগ বেড়েছে, রাসূলের কণ্ঠস্বরের উপর তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছে এবং তারা নিজেদের মধ্যে যেভাবে কথা বলে সেভাবে গলা উচিয়ে রাসূল (সা:) এর সামনে কথা বলেছে।

তাদের মধ্যে কেউ নির্লজ্জের মত ফাসিক্‌ ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে। তাদের কেউ সত্য বলতে গিয়ে দ্বিধা করেছে, তোতলামী করেছে। তাদের ব্যাপারে সূরা নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তার নবীকে সাহাবীদের ব্যাপারে (অনুসারী নয়) জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের কেউ রাসূল সা: এর মৃত্যুকালীন তাকে কাগজ দিতে অস্বীকার করেছে, নিষেধ করেছে। রাসূল (সা:) ইন্তেকাল করেছেন অথচ তাঁর সামনে তারা ঝগড়া বিবাদ করেছে।

রাসূল (সা:) ইন্তেকাল করলেন, যেমন তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণ ইন্তেকাল করেছেন। তখন সাহাবীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম জাহিলিয়াতের পতাকা উত্তোলন করল, বলল, “নেতা শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে”। এটা কি ঠিক ঐ বিষয় নয় যা আমরা কুরআনে তেলাওয়াত করি, “অবশ্যই এভাবে সত্য প্রকাশ হওয়ার পর যারা পিছু হটে, শয়তান তাদের নেপথ্য চালক, সর্বদা তাদের কুমন্ত্রণা দেয়। এ শ্রেণীর লোকদের এ দশার কারণ হল যে এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া তাওহীদের ওহীকে অপছন্দকারী মক্কাবাসীদেরকে বলে এসেছে, ‘আমরা রাসূলের সাথে মক্কা ত্যাগ করলেও কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের অনুসারী রয়েই যাবো’। আল্লাহ তো এদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের গোপন আঁতাতের খোঁজ রাখেন।”

তাদের মধ্যে কেউ অপেক্ষারত ছিল। তার জিবে পানি এসেছিল যাতে নেতৃত্ব তার বাড়িতে অর্থাৎ বনী উমাইয়ার ঘরে থাকে। আর সে রাসূলের বিরুদ্ধচারণ করে ফাসিক্‌দেরকে আশ্রয় দিয়েছিল। সে রাসূল (সা:) এর ফায়সালা মানে নি। বরং নির্লজ্জভাবে রাসূল (সা:) এর বিরোধীতা করেছে। ঐ চার জনের শেষের জনও সত্য সাক্ষ্য দিতে তোতলামী করেছে যাতে নেতৃত্ব তার বংশধরদের মাঝে রয়ে যায়। অতপর রাসূল (সা:) এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত জানাজা সালাত ছাড়াই তারা তাকে দাফন করেছে। “হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ! দুর্যোগ শুরু হয়ে গেল।”

ইসলামের পোষাক পরে পুনরায় জাহেলিয়াত ফেরত এলো। তারপর ইমাম ছাড়াই সালাত প্রতিষ্ঠিত হল। যে সালাতের জন্য আযান দিত রাসূলের মুয়াজ্জিন বিলাল। কিন্তু বিলাল তখন সালাতের আযান দেওয়া বন্ধ করে দেয়। দুর্যোগ ঐ মুসল্লীদের জন্য যারা সালাত সম্পর্কে উদাসীন। তারপর তারা তাদের জন্য মুফাসসীর, মুআওয়িল, মুহাদ্দিস ইত্যাদি বানাল যা আল্লাহর নাযিল করা ওহীর বিরুদ্ধচারণ, “অবশ্য আমি তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এমন, যা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। তাহারা কি শুধু উহার ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে? যেদিন উহার ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইবে, সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল।”

এই চারজনই রাসূল সা: এর প্রিয়ের ছেলে প্রিয় তরুণ উসামাহ বিন যায়েদের নেতৃত্ব কে বাতিল করেছিল। অথচ উসামাহর নেতৃত্বের ব্যপারে রাসূল সা: বলেছেন, “যারা উসামাহর নেতৃত্ব মানবেনা, তাদের উপর লানত, অভিশাপ। যেখানে কোন সাধারণ গোত্রপতিও তার গোত্রের জন্য আমীর নির্বাচন করলে সাময়িকভাবে করে না, তাহলে কিভাবে রাসূল সা: (যাকে দিয়ে আল্লাহ তাঁর দ্বীন পূর্ণ করেছেন) আবু বকর, উমর, উসমান ও আলীদেরকে সাময়িক সময়ের জন্য উসামাহর অধীন করে যান? আর সেটাও পূর্ব দিকে পারস্য বিজয়ের পূর্বে মসজিদুল আকসা ও কুদস বিজয়ের সূচনা হিসেবে তৎকালীন খ্রীস্টানদের রোম সাম্রাজ্যের বিপক্ষে যা কি না আজকের আমেরিকা।

আর ইসলামের পর আরবীয় কায়সার ও খসরুদের রাজত্ব শুরু হল। যারা একসময় কপর্দকহীন ছিল। তারপর চারের, দশের, বারের চক্রের ও তাদের নাতিপোতাদের সবারই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক, কলহের অন্তর্দ্বন্দ্বের মৃত্যু হয়েছে। “এদের অপমৃত্যু হবে। এদের মৃত্যুকালে ফেরেশতারা যখন এদের গালে চড় ও পাছায় লাথি মারবে, তখন কেমন দৃশ্য হবে? এদের এ পরিণামের কারণ হলো, এরা এমন মানসিকতার অনুসারী ছিল যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে। অপরদিকে এরা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ এদের সকল আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।

কিন্তু তারা কিছু মিথ্যা কাহিনী রচনা করে গিয়েছে। যেমন আমার উম্মতের সর্বাদিক দয়ালু ব্যক্তি অমুক। আল্লাহর নির্দেশের ব্যপারে অত্যন্ত কঠোর অমুক। সর্বাধিক লজ্জাশীল অমুক। সর্বাধিক ন্যায়বিচারক অমুক। আর এই কথাগুলো সব মসজিদের মিম্বরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেখানে আল্লাহর নামের সাথে ‘গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে যা আল্লাহর আদেশের বিপরীত। মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য সুতরাং তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ডাকিও না। এবং মসজিদগুলোকে অলঙ্কারমণ্ডিত করেছে, বিশাল বড় বড় মসজিদ বানিয়েছে, কিন্তু তাতে হেদায়াত নেই।

অতপর পৃথিবী ইমাম শূণ্য হয়ে গেল, যে ইমামের নামে কেয়ামতের দিন আমাদের ডাকা হবে। তারপর মক্কায আড্ডা ও তামাশার সালাত আবার ফিরে এল। পবিত্রস্থান সমূহে হজ্জ ও উমরা হয়ে গেল ভ্রমণ, পর্যটন। আর এর রাজস্ব বা আয় দিয়ে মক্কা-মদীনার অধিবাসীরা হয়ে ওঠল চরম ভোগবাদী ও স্ফূর্তিবাজ ও অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হয়ে পড়ল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন।

বনী আদম নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সা: দের ইমামত ভুলে গেল। আর তারা আল্লাহর শরীয়ত বা বিধিবিধান যা তিনি মানবজাতির জন্য দিয়েছিলেন তাও ভুলে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে কুফরী ইমামতের চাবুক দিয়ে কশাঘাত করলেন। সেই শাসকদের উদাহরণ হল কুকুর, শুকর, বানর ও তাগুতের ইবাদতকারীর মত। তাদের ধর্ম হল টাকা পয়সা আর কিবলা হচ্ছে নারী। “তাঁহার পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।

নারীর আহবান শুরু হয়েছিল ঐ দু’কোরেশী ব্যক্তির কণ্যাধ্বয় থেকে যারা বলেছিল, “নেতা শুধু কোরেশ বংশ থেকে হতে হবে”। তাদের কণ্যাধ্বয় কে আল্লাহ নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয়ের সাথে তুলনা করেছেন। যদিও তারা উভয় আমার দু’সুযোগ্য প্রিয়ভাজন দাসের অধীনস্থ ছিলো।

কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দু’নেক বান্দার অধীনস্থতাও তাদের অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষায় আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসেনি। বরং তাদের কিয়ামত ঘটা ও তার বিচারের পূর্বে এই পৃথিবীতেই জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশের আগাম রায় দেওয়া হয়েছে। তাদের উভয়ের পরিণাম থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

কী আফসোস! নিশ্চয় আরবরা (শহরে কিংবা মরুবাসী) কুফর ও মুনাফেকীতে চরম। এবং আল্লাহর রাসূলের উপর অবতীর্ণ দ্বীনের সীমারেখাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতায় প্রথম শ্রেণীর। তারা অনুসরণ করেছে বারোর চক্রের ইয়হুদীদের কে যাহারা তাদের ইলাহ নিজেরাই বানিয়েছে। এবং আল্লাহর নবী মুসা আ: এর উপর অপবাদ দিয়েছে এই বলে যে, “এটাই মুসার ইলাহ”

আর নবী সা: উসামাহকে ভাই হিসেবে পেয়েছিলেন আর তার বাবা যায়দ কে পেয়েছিলেন সুহুদ সঙ্গী হিসেবে। রাসূল (সা:) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সন্তোষ ভাজন, প্রিয় থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন।

এভাবে সাইয়েদুনা হযরত ঈসা আ: এর সঙ্গীরা তাঁকে অমান্য করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীর মধ্যে একজন তাঁকে মাত্র অল্প কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে তাদের হাতে তুলে দিতে গিয়েছিল। এবং তাদের ধারণামতে তাকে শূলীবিদ্ধ করার জন্য রেখে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে তুলে নেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলকারী।

আল্লাহ তাঁর কার্যসাধনে প্রবল। তিনি নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয়কে করেছেন জাহান্নামের আঘাতে নিপতিতদের অন্তর্ভুক্ত আর ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও ইমরান তনয়া মারিয়াম কে করেছেন জাহান্নামে পরিভ্রমণকারিণী ও জাহান্নামে নারীদের মুকুট। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ঘরেও আল্লাহ কান্নার নারীদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন দুই নারীর যারা একে অপরকে দুর্কর্মে সহায়তা করেছিল নূহ ও লূতের স্ত্রীদের মত। অতপর তারা হয়েছিল জাহান্নামী নারীদের মানদণ্ড। কতই না খারাপ সঙ্গী আর কতই না খারাপ আশ্রয় স্থল।

জাহান্নামে চিরস্থায়ী মহিলাদের উদাহরণ হল বাংলাদেশে খালেদা জিয়া ও হাসিনা ওয়াজেদ, পাকিস্তানে নুসরাত ও বেনজির ভুট্টো, ইন্দোনেশিয়াতে মেঘাবতী সূকর্ণপুত্রী, তুরস্কে তানসু সিলার। এরা সকলেই আয়শা বিনতে আবু বকর ও হাফসা বিনতে উমর এর দলীল দেয়। এই দুর্যোগ ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কি? কিয়ামতের দিন এই দুই মহিলা ও তাদের বাবাদের এসমস্ত কোন কাজে আসবে না। “সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না তবে যে তার পরিষ্কার, শাস্ত অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে সে ছাড়া। সেদিন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কোন কাজে আসবে না। সেদিন কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারও সুপারিশও কাজে আসবে না, আর তারা সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না।”

আমরা কুরআনে আবু বকর, ওমর, বা আলী বা আবু বকরের মেয়ে অথবা ওমরের মেয়ে বা এমন কি রাসূল সা: এর মেয়ে ফাতিমারও কোন উল্লেখ পাই না। তিনি ফাতিমাকে বলেছিলেন, “আমার নিকট থেকে যা নেবার এখনই নিয়ে নাও। কারণ কিয়ামতের দিন আমি কিছু করতে পারবো না। কারও নেক আমল ব্যতীত আর কোন কিছু কোন কাজে আসবে না।” যদি এদেরকে আমরা বলি, “আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?” তারা বলবে, “আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমরা ধৈর্যচ্যুত হই বা ধৈর্যশীল হই একই কথা; আমাদের কোন নিকৃতি নাই। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে।” হে বনী আদম! আল্লাহ আমাদের এ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন। পুলসিরাত হল আমলেরই ছায়া।

কিয়ামতের দিন রাসূল সা: বলবেন, ‘হে রব! আমার জাতি তো কুরআন পরিত্যাগকারী’। কুরআন বলছে, “হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর কারও আনুগত্য করে তোমাদের আমলগুলো বরবাদ করো না”। আমাদের আমলগুলো বাতিল হবে যদি আমরা ইয়াহুদী, নাসারা ও আইস্মাতুল কুরাইশ দশোচ্চক্রের অনুসরণে বিদাতকারী হই।

আমরা যেখানে পৌঁছবার সেখানে পৌঁছে গেছি। পৃথিবী এখন দাজ্জালের পদতলে। আরবের মুস্তাকবিররা সেই দাজ্জালের রুকু ও সিজদা করছে। তবে আরবের মুস্তাদআফ সাধারণ জনগণ এ থেকে মুক্ত।

মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারীদের জন্য ‘হারামাঈন’ হল “মসজিদুল হারাম” ও “মসজিদুল আকসা”। কেননা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ‘ইসরা’ অর্থাৎ রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত। কিন্তু মসজিদে নববী হারামাঈন শারিফাইন এর অন্তর্ভুক্ত নয়। নিশ্চয় শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে এটাকে হারাম শরীফ বানিয়েছে। “নিশ্চয় শয়তান তার দোসরদের কাছে প্ররোচনা দেয় যাতে সত্য সম্পর্কে মানুষ বিবাদে লিপ্ত হয়।”

মুহাম্মাদ সা: ছিলেন হারামাঈন শারীফাঈন মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসার ইমাম। কেননা আল্লাহ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন যে, “একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ কর”।

সাইয়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম আ: যিনি প্রথমে মসজিদুল হারাম অতঃপর মসজিদুল আকসা নির্মাণ করেছিলেন। আর এই দুই মসজিদই মুসলমানদের জন্য হারামাঈন শারীফাঈন।

আমরা একনিষ্ঠ হানীফ মুসলিমরূপে তাঁদের ওয়ারিশ। তবে ইয়াহুদী, খ্রীস্টান, সুন্নী, শিয়া, আরবী, ফিলিস্তিনীরূপে নয়। মুসলিমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয় তাকে সংশোধন ও পবিত্র করার জন্য আর কাফিররা তা জবরদখল করে তার ভূমি ও সম্পদের জন্য যাতে তারা ‘ফিলিস্তিনী’ অর্থাৎ সম্পদ ও ভূমির পূজারী হতে পারে। নিশ্চয় খাসির আরাফাত সম্পদ+ভূমি’র পূজারী। সে ইয়াহুদী এরিয়েল শ্যারনের সহোদর। তাদের ঝগড়া হল ‘ফিলিস’ ও ‘তীন’ নিয়ে। তাদের উভয়ের অনুসারীরাই ‘ফিলিস্তিনী’, বানর, শুকর। দুনিয়াতে ধ্বংস তাদের! নারী আর সম্পদই তাদের শুরু ও শেষ। ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সা: এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

নিশ্চয় আরব উপদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো কেয়ামতের পূর্বে পার্শ্ববর্তী ‘হাশরে’ পরিনত হয়েছে। সেখানকার শাসকবর্গ সব ফেরআওনী, নমরুদী, ইয়াহুদী, নাসারা, সুন্নী, শিয়া নুসাইরি, দুর্জী, আলাভী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুস্তাকবির। “তাদের দেখতে ঐক্যবদ্ধ মনে হলেও আসলে তাদের মধ্যে মনের মিল নাই।”

কিন্তু সেখানকার সাধারণ মানুষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সবাই মুস্তাদআফ, তারাই ‘মাদাতুল ইসলাম’। তারা কাতরস্বরে আল্লাহর কাছে ফরিযাদ জানাচ্ছে: “হে আমাদের রব! এই জনপদ-যার অধিবাসী যালিম, উহা হইতে আমাদেরকে অন্যত্র লইয়া যাও; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সাহায্যকারীরূপে পাঠাও।”

আল্লাহর সিদ্ধান্ত হল সারা বিশ্বের মুস্তাদআফদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করা। আল্লাহর সিদ্ধান্তের কোন রদ হয় না। কারণ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। পৃথিবী এখন ঐ ইমামের মুখাপেক্ষী যার পরিচয়ে কিয়ামতের দিন আমাদেরকে ডাকা হবে। তিনি হবেন মিল্লাতে ইবরাহীমের ইমাম। যিনি আমাদেরকে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করাবেন যাতে আল্লাহর কালিমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সমুন্নত হয় এবং সকল অন্ধকারের উপর তাঁর নূর পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়।

তবে এজন্য আমাদেরকে ইবরাহীম আ: এর মত কিছু মূর্তী ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে। খন্ডিত ধর্ম ও খন্ডিত রাষ্ট্রের মূর্তী। মানুষ বনী আদম। তাদের একমাত্র দ্বীন ইসলাম। কোন ‘দিয়ানা’ বা ‘ধর্মসমূহ’ নেই। আর উম্মাহ হল এক উম্মাহ। “ইন্না হাযিহি উম্মাতুকুম উম্মাতাও ওয়াহিদাহ্” নবীদের উম্মাহ হল এক উম্মাহ। আর কাফিরদের হয় বহু উম্মাত। আর সুন্নাত হলো একমাত্র আল্লাহর সুন্নাত। যে সুন্নাত দিয়ে বা যে সুন্নাতের উপর তিনি সকল রাসূল প্রেরণ করেছেন। রাসূল বা রাসূলগণের কোনো সুন্নাত নেই। সৃষ্টি সুমহান শ্রষ্টার সুন্নাতের অনুসরণ করবে। “আর তুমি আল্লাহর সুন্নতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।”

ইসলামে উম্মাতে মুসা, উম্মাতে ঈসা বা উম্মাতে মুহাম্মাদী বলে কিছু নেই। বরং সেটা হচ্ছে এক উম্মাহ, ইসলামী উম্মাহ। এই উম্মাহর প্রথম সারি হচ্ছেন নবী রাসূলগণ। মুমিনরা তাদের অনুসরণ করে এই বলে যে, “আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।”

দ্বীন সমূহ, উম্মাত সমূহ, দল সমূহ এগুলো বিদআতীদের সৃষ্টি। যেমন ফরীদ আল আনসারী বলেছেন ও লিখেছেন, সেটা হলো, ইসলামী আন্দোলন বাদ ইসলামের আলোকে আন্দোলিত হওয়া।

কেননা আল্লাহর দ্বীনে “আন্দোলন সমূহের” অবকাশ নেই। ‘তাওহীদ’ই হচ্ছে একমাত্র আন্দোলন। তাওহীদের উর্ধ্বে কোনো ঈমান নেই; রিসালাতের নিচে কোন দ্বীন বা শরীয়া নেই। আর এ আন্দোলনই মানুষকে এক উম্মাহ বানায়। পক্ষান্তরে “আন্দোলনগুলো” হচ্ছে সংগঠন, দোকানদারী, প্রত্যেকেরই আলাদা নেতা থাকে। তারা সবাই আলাদা আলাদা উম্মাহ, কেবলা, মসজিদ, কাবা বানায়। জাতিসংঘ বানায়। যার ইমাম আমেরিকা। তার প্রেসিডেন্ট হলো জুনিয়র বুশ।

ইয়াহুদীদের ইমাম সামেরী, খ্রীষ্টানদের ইমাম জুডাস ইস্কারিয়ট, সুন্নীদের ইমাম আবু বকর, শিয়াদের ইমাম আলী। এদের কালেমা হলো কালেমায়ে খবিছাহ, যেমন:- “আমরা আল্লাহর বন্ধু ও পুত্র”, “ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না” “ ইয়াহুদী বা নাসারা হও তবে সৎপথ পাবে।” “নেতা শুধু কোরাইশ বংশ থেকে হতে হবে” “শিয়া বা সুন্নী হও তবে সৎপথ পাবে” এরা সকলেই তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায় কে ধ্বংসের অর্থাৎ জাহান্নামের কিনারে দাড়া করিয়েছে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে আরব উপদ্বীপ কে বর্তমানে জাহান্নাম সদৃশ বানিয়েছেন।

সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের! আমি তো উহাদিগকে এবং শয়তানদিগকে সহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে আমি উহাদিগকে নতজানু অবস্থায়-জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই। অতঃপর প্রত্যেক “শিয়া” বা দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই। এবং আমি তো উহাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদের বিষয়ে ভালো জানি এবং তোমাদের প্রত্যেককেই উহা অতিক্রম করিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়সালা। আমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব এবং যালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।”

দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য দলগুলো হলো:-

- ১। সামেরীর ইয়াহুদী শিয়া
- ২। জুডাস ইস্কারিয়টের খ্রীষ্টান শিয়া
- ৩। আবু বকরের কোরাইশী সুন্নী শিয়া
- ৪। আলীর কোরাইশী হাশেমী শিয়া

ইব্রাহীম খলীলের দেশ ইরাক হলো নাট্যমঞ্চ। উপরোক্তরা এখানে আর্মাগেডন অথবা মালহামাতুল কুবরার আগুন জ্বালিয়েছে। এ আগুন নিভবে না যদি আমরা এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তওবা করে, বিশ্বজনীন, বিশ্ব ইমামের হাতে বায়আত না হই। শিয়ায়ে নুহের আলোকে। ইব্রাহীমের মত। ‘তিনি ছিলেন নুহের শিয়া’ নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন নুহের শিয়া/অনুসারী।

আল্লাহ ইসলামের জন্য আমার বক্ষ উন্মোচন করেছেন। আমাকে তাঁর নুরের উপর অধিষ্ঠিত করেছেন। আমাকে দ্বীনে ঐ সমস্ত বিধি বিধানের উত্তরাধিকারী করেছেন যা তিনি দিয়েছিলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ কে। সকলের প্রতি সালাম। যাতে আমরা একমাত্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আর এতে কোন মতভেদ করবো না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিযুক্ত, তাহাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন। যাতে আমরা আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের আলোকে মানুষের মাঝে আদল প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কোন দলাদলী, মাযহাবী, শিয়া হবে না।

নবুওত ও রিসালাত একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে আসে। যাকে তিনি পছন্দ করে মনোনীত করেন তাকেই রিসালাত দান করেন। তিনি মুহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে রিসালাতে সিলমোহর করেছেন। তাঁর পর আর কোন নবী নেই।

কিন্তু এই পৃথিবীতে যুলম ও পাপে পরিপূর্ণ হবার পর এখন শুধু আমাদের জন্য ইমামতই অবশিষ্ট আছে। আমরা বর্তমানে যে যুগে আছি এর মত ধ্বংসকর সময় আর আসে নি। আমাদের এখন কোন ইমাম বা দায়িত্বশীল নেই। সুতরাং এখন আল্লাহতে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষেরই মুস্তাদআফদের পক্ষে মুস্তাকবিরদের বিপক্ষে ইমাম হিসেবে দাঁড়ানো অবশ্য কর্তব্য। যাতে মুস্তাকবিরদের কে সেই পরিণাম স্বচক্ষে দেখানো যায়, যার আশংকা তারা করে থাকে। আল্লাহ তাঁর কার্য সাধনে প্রবল।

তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও

পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহর দীন ইসলাম বিশেষ করে ইব্রাহীমি ইমামত। এটাই পৃথিবীতে আল্লাহর আরশ। মানুষের জন্য তাঁর আরশের ছায়া। মুস্তাকবিরদের পক্ষ থেকে মুস্তাদআফদের উপর যে অত্যাচার চলছে সারা পৃথিবীতে এ অবস্থায় আল্লাহর দীন ও শরীয়তের ছায়া ছাড়া আমাদের কোন ছায়া বা আশ্রয় নেই।

আল্লাহ তালায়া মিল্লাতে ইব্রাহীমকে তাঁর দ্বীনের জন্য বেঁছে নিয়েছেন। নির্বোধ ব্যতীত কেউ মিল্লাতে ইব্রাহীম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের জন্য তা মনোনীত করেছেন। এবং তাঁর অনুসারীদেরকে আদেশ করেছেন যে তারা যেন মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ না করে। এরপর আল্লাহ মুহাম্মদ (সা:) কে এই মিল্লাতের উপর পাঠালেন। এবং আল্লাহ তাকে আদেশ করলেন তাঁর উপর কৃত অনুগ্রহ মানুষের নিকট বর্ণনা করতে। “তুমি তোমার রবের নেয়ামতের কথা মানুষের নিকট বর্ণনা কর।”

আমার পরদাদা হাকিমুদ্দীন রাহিমাউল্লাহ হিন্দুস্তানে ইংরেজ শাসন, দখল গুরুর দিকে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করেছিলেন। সেখানে মাকামে ইব্রাহীমে দাঁড়িয়ে দু’রাকাত সালাত আদায় করে তার রবের কাছে আহ্বান করেছিলেন, “হে রব আমাকে এমন যুররিয়াত বা সন্তান সন্ততি দান কর যারা ইব্রাহীমি উত্তরাধিকারের মত আমার উত্তরাধিকারী হবে।” আল্লাহ তার দু’আ কবুল করলেন কেননা তিনি উত্তম সাড়াদানকারী।

এর আলোকে আমার দাদা ও বাবা মানুষের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনাতেন, তাদের কে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিতেন, তাদের কে পবিত্র করতেন। তারা হালাল ব্যতীত কিছু ভক্ষণ করতেন না, আমালুস সালেহাত বা সংকর্ম করতেন। আর এর বিনিময়ে তারা মানুষের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইতেন না।

আমার শৈশবকালেই আমার বাবা মারা যান। অতঃপর আমার রব আমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয়দান করেন, আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে ধনী বানান, ইসলামের জন্য আমার বক্ষকে খুলে দেন। আমাকে তাঁর নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আর বিশেষ করে আমাকে কুরআন শিক্ষা দিলেন। তাতে আমি দেখতে ও শুনতে পাই যে, রাসূলগণ সবাই বলেছেন, “আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

আমাদের পিতা নূহ আ: তিনবার বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

হুদ আ: দু’বার বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

সালিহ আ: দু’বার বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

লূত আ: বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

শুয়াইব আ: বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

ঈসা আ: বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”।

পিতা ইব্রাহীম আ: বলেছেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার হবে”।

তাঁদের কেউই বলেন নি, ‘তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর আর অনুসরণ কর আমাকে, আমার সাহাবীদেরকে, আমার পরিবারকে, আমার স্ত্রীদেরকে ও আমার সন্তানদেরকে’। তাহলে কিরূপে খাতামুল্লাবিয়্যিন সা: বলতে পারেন যে, ‘তোমরা আমার স্ত্রীদেরকে, সাহাবীদেরকে, কন্যাদেরকে ও আমার জামাতাদেরকে অনুসরণ কর?’ তাহলে তিনি কি অভিনব নতুন কোন রাসূল ছিলেন? না, হাজার বার না।

আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করে আদেশ করেছেন, ‘হে নবী! বলে দাও, “আমি অভিনব কোন রাসূল নই। আর আমি জানিনা আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে আর তোমাদের সাথেই বা কিরূপ আচরণ করা হবে। আমি শুধু তাই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আর আমি শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী।’

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলার অধিকার কি রাসূলদের ছিলো? না, কখনও না। বরং সে যদি কিছু কথা রচনা করে তাঁর নামে চালাতে চেষ্টা করতো তাহলে আল্লাহ তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতেন, আর কাটিয়া দিতেন তাঁর জীবন ধমনী। তারপর তাঁর স্ত্রীরা, সাহাবীরা, জামাতারা, কন্যারা, শ্বশুররা তাকে রক্ষা করতে পারতো না। ইল্লা লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহে রাজিউন।

অতপর আল্লাহ আমার দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে পর্দা সরিয়ে দিলেন। আমি দেখতে পেলাম যে, আমি আমার বনী আদম ভাই-বোনদের সাথে “আলাস্ত বিরাব্বিকুম” এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত। এদের মধ্যে কিছু লোকের সাথে আমি দুনিয়াতে অবস্থান করছি। আমি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনছি। আমি তাদের কে কিতাব শিক্ষা দিচ্ছি, তাদের কে পবিত্র করছি। এখান থেকেই আমি দারুল আখেরাত দেখতে পাচ্ছি। আমি আমার সৃষ্টিকর্তা রবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। অতপর তিনি আমাকে ইয়াতীম পেয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাকে পথহারা পেয়ে পথ প্রদর্শন করেছেন। আমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে ধনী করেছেন। তারপর তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তা তাকে ‘করজ’ হিসেবে দিয়ে দিয়েছি। মৃত্যুর পর তিনি আমাকে পুনরুত্থিত করেছেন, তখন আমি আমার রবের কাছে প্রশান্ত আত্মা হিসেবে ফিরে গেছি। আর তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করেছি। আমার আমলনামা আমার ডান হাতে। আমি বলছি, “আস! তোমরা আমার আমলনামা পাঠ কর, আমি জানতাম যে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব”। আমি তাঁর বিশাল অনুগ্রহে ‘ইল্লা ফাদলাহু কানা আলাইকা কাবির’ সন্তোষজনক জীবনে প্রবেশ করেছি, সুউচ্চ জান্নাতে, তার ফলরাশি অবনমিত। আমি আমার রবের সেই নির্দেশের অপেক্ষায় আছি, তিনি বলবেন, “তোমরা অতীত জীবনে যেসব সৎকর্ম করেছ তার বিনিময়ে ইচ্ছামত খানাপিনা কর। তাহলে কেন আমি আমার রবের এই নেয়ামতের কথা বর্ণনা করবো না?”

আমার রব আমাকে জলপথে ঢাকা থেকে মক্কায় নিয়ে যান। তিনি আমাকে দেখলেন মক্কার লোকদেরকে, দেখলাম যে তারা হাজীদের কে মুরগীর চামড়া ছোলার মত করে ছোলায়, আল্লাহর ঘরের ভাড়া খায়। আরো দেখলাম যে দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজীদের তারা ‘আজনবী’ বলে উপহাস করে। ইবরাহীম আ: আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই অঙ্গীকারের প্রতি তাদের কোন ঈমান নেই যে সেখানে স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের সমান অধিকার। আল্লাহর এই বাণীতেও তাদের ঈমান নেই যে, “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের একদল যেন অপর দলকে উপহাস না করে, হতে পারে তারা তোমাদের চাইতে ভাল। আর কোন মহিলাও যেন অপর কোন মহিলা কে উপহাস না করে। কেননা হতে পারে উপহাসকৃত উপহাসকারীণীর চাইতে ভাল। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো। একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ইমান আনার পর এটাই সবচাইতে বড় পাপকার্য। এ থেকে যারা তওবা করবে না তারা যালিম।

খাদেমুল হারামাঈন, আল্লাহর মেহমানদের খাদেম যারা, তারা বর্তমানে তাদের দেশের নাগরিকতা অর্জন কে নিষিদ্ধ করেছে এবং রাজকীয় ডিক্রি জারী করেছে যাতে আসল সউদী নাগরিক ও অন্যভাবে নাগরিকতা অর্জনকারী সৌদীদেরকে আলাদা করা যায়। এ রকম আরো অনেক কিছু তারা করেছে। অন্যদিকে ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষকে তাদের দেশে স্বাগতম জানায়, যাতে ইসরাঈলে তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি হতে পারে। এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকাও মুসলিম দেশগুলোর বাছা বাছা গুণীদেরকে তাদের দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে নাগরিক বানায়।

অতপর আমার রব আমাকে হিকমত, ইলম ও আকল দান করেন। এই হল আমার প্রতি আমার রবের অনুগ্রহের বর্ণনা।

এরপর আল্লাহ আমাকে আকাশপথে ঢাকা ফিরিয়ে আনেন যেমন তিনি আমাকে মক্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন জলপথে। পবিত্রভূমিতে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করার পর দেশে ফিরে এলাম। আমি সেখানে দেখেছি জুহাইমান আল উতায়বা ও মুহাম্মাদ আল কাহতানী ও তাদের অনুসারীদের কাবায় আক্রমণ। ইরানী শিয়া হাজীদের আন্দোলন দেখেছি। আলেম ওলামা মাশায়েখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাবেতার সম্মেলনে যোগ দিতে মক্কায় আগমন করতে দেখেছি। তাদের শুরু ও শেষ দেখেছি। দেখেছি যে তারা শুধু সুদখোর আরবদের আবর্জনা হতে চাঁদা কালেকশন করতে আসে। তাদের জ্ঞানের দৌড় হল প্রবৃত্তির অনুসারী অসার আলোচনাকারী ‘ইবনে’দের বর্ণনা। যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কায়্যিম, ইবনে হাম্বল, ইবনে কাসীর ইত্যাদি।

কিন্তু পিতা নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সা:দের কোন প্রভাব তাদের উপর নেই। তাদের দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তর্কে নবীদের আহবানের কোন কিছু দেখতেও পাওয়া যায় না, শুনতেও পাওয়া যায় না।

কারণ কী? তাঁদের (নবীদের) অপরাধটা কি? লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। তাঁরা তো মাসুম, নিষ্পাপ ছিলেন!

আমি তাঁদের মধ্যে একটিই অপরাধ খুঁজে পেয়েছি আর তা হলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি এক শুধু এই কথাগুলো বলা। তবে শিরক করতে দিলে তারা ইমান আনে।

অথবা তাঁদের একথাগুলো বলা যে, “তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর ও আমার অনুসরণ কর”, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর”, “তোমরা তার অনুসরণ করো না যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।”

অথবা তাঁদের অপরাধ এটা ছিল যে, তাঁরা সকল মানুষের জন্য রাসূল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন রক্ত, গোত্র, বংশের পূজা ছিল না। অথবা তাঁরা কোন মাযহাব, মাসলাকের অনুসারী ছিলেন না অথবা তাঁদের মধ্যে কোন ইয়াহুদীবাদ, খ্রীষ্টবাদ, শিয়াবাদ ও সুন্নীবাদ ছিলো না।

চারদিক থেকে পৃথিবী সংকুচিত হয়ে আসছে। এখন সময় উপস্থিত, এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা যাবে না।

“ওঠ, সতর্ক কর, তোমার রবের বড়ত্ব ঘোষণা কর।” আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। দেব-দেবীসহ সব মূর্তী ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে। আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার। কোন সামেরীবাদ নাই, জুডাসবাদ নাই, আবু বকরবাদ নাই, আলীবাদ নাই, সব পদতলে পিষ্ট! কোন খোমেনীতন্ত্র, খামেনীতন্ত্র, ফাহদতন্ত্র, সাদামতন্ত্র, মুবারকতন্ত্র, গাদ্দাফীতন্ত্র সব মুস্তাকবির শেষ! আনবিক বোমা তাদেরকে চূপ করিয়ে দিয়েছে। হোক জীবিত বা মৃত, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

হে বিশ্বের নির্যাতিত নর-নারী ও শিশুরা!

পৃথিবীর মুস্তাকবির তাগুত শাসক দাজ্জালরা বিশ্বযুদ্ধ আর্মিগেডডনের আগুন জালিয়েছে। আনবিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। আর তোমাদের কাছে আছে নবুয়তি বোমা ও অস্ত্রের উৎস! নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সা: দের নবুয়তের। তোমরা তোমাদের জান ও মাল সব আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে ইমামের হাতে বায়আত হও। যে ইমাম সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন ঐ সালাত যা নষ্ট করেছিল ইয়াহুদী, নাসারা ও শিয়া সুন্নীরা। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল, লালসা পরবশ হয়েছিল এবং কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছে। যে ইমাম তোমাদের কে নিয়ে নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সা: দের মত সালাত আদায় করেবে। ফলে আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতে তুফানে নূহ হবে। তাতে মুক্তির নৌকা হবে। তখন আগুনকে আকাশ থেকে বলা হবে, “হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শাস্তিপূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাও” তোমরা মূসার লাঠি প্রদত্ত হবে যাতে সমুদ্রের বুক চিরে রাস্তা হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এই পবিত্র আত্মা দ্বারা আল্লাহ হযরত ঈসা আ: কে শক্তিশালী করেছিলেন, এবং তাকে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত থেকে তুলে নিয়েছিলেন। আল্লাহ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলকারী। অথবা যেরূপ বলেছেন তোমাদের ভাই ফরিদ আল আনসারী, “হে ইসলামে দায়ীগন! নতুনভাবে উত্থানের রহমতের বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা হল পবিত্র কোরআন। সুতরাং তোমরা কোরআনের অনুসরণের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা:) এর অনুসারী হও। যেমন ছিল যারুদ, বিলাল, আম্মার, ইবনে মাসউদ, সুহাইব, মুসআব, খাব্বাব, সালাম, সাওবান, সালমান, আইমান ও উসামাহরা।

বর্তমান বিশ্ব ভুলে গেছে রাসূল (সা:) কর্তৃক উসামাহকে আমীর বানানো কে। তিনি তাকে আমীর বানিয়ে ছিলেন তৎকালীন মুস্তাকবীরদের বিরুদ্ধে। এতদিন পর আল্লাহ তোমাদের জন্য আবার উসামাহ ও আইমান বানিয়েছেন। এরা হল উসামাহ বিন লাদেন ও আইমান আল জাওয়াহিরী। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উসামাহও না বা তাঁদের আইমানও না। আইমান ইবনে উম্মে আয়মান, বারাকাহ ও উসামাহ ইবনে যারুদ ও বারাকাহ। এরা ছিলো হুনাইনের যুদ্ধ ও রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীর, তারা রাসূল (সা:) এর পালক ভাই। এরা দুজন হলেন মুস্তাদআফদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য পতাকা বহনের আদর্শ মানদণ্ড। পৃথিবীতে মুস্তাদআফরা হলো শতকরা নব্বই ভাগ। আমার এই আহবান তোমাদের জন্য আল্লাহ

ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে আযান স্বরূপ। মুমিনরা মুস্তাকবীর মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত। আর মুস্তাকবিররা হল শতকরা দশজন। তারা অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে পৃথিবীর ৮০% সম্পদ শোষণ করছে।

আর এই দুই ব্যক্তি উসামাহ বিন লাদেন ও আইমান আল জাওয়াহিরী, তারা হল বুশের উসামাহ ও বুশের জাওহার স্নেহারের, এরিয়েল শ্যারনের কেননা তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আমেরিকার জন্য অথবা তাদের নিজেদের জন্য যাতে আফগানিস্তান তাদের হয়। এবং যাতে তারা তাদের সুল্লা আফগানী চরমপন্থী মোল্লা উমরের নেতৃত্বে ইরানের বিরুদ্ধে লড়াইতে পারে আল্লাহ তাদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করেছেন যাতে একদল কে অপর দলের দ্বারা শাস্তি আশ্বাদন করানো যায়। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

এই দুই ব্যক্তি যদি তওবা করে যে তারা আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও আত্মঘাতীর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী কার্যকলাপ করবে না, কেননা ইসলামে এ ধরনের কোন কার্যকলাপ নেই, যদি তারা ফিরে আসে, সংশোধন হয়, এবং সন্ত্রাস থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদর্শের উসামাহ ও আয়মানের পথের মত পথের প্রবেশ দ্বার খুলে দিবেন তাদের জন্য। যাতে তাদের জন্য ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ:) এর অঙ্গীকারের আলোকে পৃথিবীকে পবিত্র করার কাজ সহজ হয়। “তোমরা দুজনে আমার ঘরকে তাওআফকারী ও অবস্থানকারীদের জন্য পবিত্র করো।” লাদেন পরিবারের রক্তে রয়েছে নোত্রামী, মুস্তাকবিরী, শোষণ, ভোগবিলাস ইত্যাদী। তাদের দীন হল বিদআতী দীন অনুসারীদের দীন নয়, সাহাবীদের মত, অনুসারীদের মতো নয়।

আনবিক বোমা ও তার ধ্বংসযজ্ঞ হতে, নবুওতী সংশোধন অস্ত্রের কাছে ফেরত আসার পথে দুটি বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আছে।

একটি হল রাজনৈতিক বাধা অপরটি হল তাবলীগী বাধা। ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামায়াতে ইসলামী হলো প্রথম প্রকারের বাধা। এই দুইটি বিশেষ করে তাদের নেতৃস্থানীয়রা ভোগবিলাসে মত্ত রয়েছে। এবং নেতারা অনুসারীদের নষ্ট করেছে যেভাবে একটি পঁচা আপেল পুরো বাস্কেটকে পঁচিয়ে ফেলে। বাংলাদেশে জামাআতে ইসলামী একটি ব্যংকের মালিক। তারা এর নাম দিয়েছে “ইসলামী ব্যংক।” তারা সাধারণ মানুষের মাল শোষণ করে আল্লাহর বিধানের নামে। তারা সুদ খায় ১৫ শতাংশ হারে। ফলে এরা বিশাল সম্পদের মালিক, দামী দামী গাড়ির মালিক, মজাদার খাবারের ডাইনিং টেবিলের মালিক এবং আমোদ ফুর্তিতে লিপ্ত। আর তাদের পিছনে জমা হওয়া যুবকরা ফিতনার ঘূর্ণীপাকে হাবুডুবু খাচ্ছে। জামায়াত ও তার মত সংগঠনের রাজনীতি পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা, গনতন্ত্র আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের গোলকধাধায় পতিত, আল্লাহ জামায়াতে ইসলামী কে পুরুষের উপর নারীনেতৃত্বের যিল্লতি, অপমানের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করেছেন, খালেদার সাথে চিরস্থায়ীভাবে, বের হবার কোন পথ নেই। খালেদা জিয়া দলীল দেয় যে সে নবীর মানদণ্ডের উপর আছে নবীজীর স্ত্রী হযরত আয়েশার মত। কেননা সে হল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী। তাই সে ইসলামের উপর আছে। অন্যদিকে হাসিনা দাবী করেছে যে সে নবীজীর মেয়ে ফাতিমার মতো। প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমানের মেয়ে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শরিয়তের অমান্য করলে কি রকম ঘূর্ণিচক্র। আর দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হলো তাবলীগী প্রতিবন্ধকতা এরা ফাযায়েলে সাহাবার বিনিময়ে আয়তলোচনা ছর ও জান্নাত বিক্রি করে, তাদের কাছে কুরআনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর আছে সুফীবাদ ও কল্পনার অনুসারীগণ। এরা সমাজের আফিম বা নেশার মত। এদের মধ্যে রয়েছে হিন্দুত্ববাদ, বৌদ্ধবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, ইউনানী, চাইনিজ, ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং অন্যান্য সকল প্রকার শির্কের কুফরের ও যৌন বিকৃতির মাদকতা। এতে নেই ইসলাম ও তাওহীদ। এখান থেকে বাঁচার কোন পথ নেই যদি না তুফানের বেগে আমরা ইমামের চিকিৎসার দিকে ফিরে না আসি। তিনি আলো ছড়াবেন উলুল আযম রাসূল নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা:) দের নবুওতের উৎস থেকে

কিন্তু এই অবস্থায় বাংলাদেশে আরেক মক্কার আবির্ভাব হয়েছে। এতে তাবলীগের বাৎসরিক ইজতেমায় মানুষ জমায়েত হয়। আর এর মুয়াল্লিমরা বলে এটা নাকি মক্কায় হজ্জ করার মত আরেকটা হজ্জ তারা ঢাকায় মক্কার আদলে মসজিদ বানিয়ে নাম দিয়েছে বায়তুল মুকাররম। এভাবেই শয়তান বিদআতীদের মিথ্যা আশা দেয়, প্ররোচিত করে। যারা আল্লাহর দীনকে অপছন্দ করেছে তাদের কে তারা বলে, “আমরা কোন কোন ব্যপারে তোমাদের অনুসরণ করবো। এ জন্যই সকল

দলের যিন্দিক, ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ নারী পুরুষ সবাই এই তাবলীগের দুআয় শরীক হয়, যার নাম দিয়েছে তারা আখেরী মুনাযাত । “কাফিরদের দুআ তো বিফলেই যায় ।”

এখন রোগমুক্তি ঘটতে পারে কেবল ভূকম্পনের মত নবুওয়তী আদর্শে ফেরত আসার মাধ্যমে, আনবিক বোমার বিস্ফোরনের মত বনীআদমের বংশধরদের উপর । হঠাৎ করে আল্লাহর নুরের মাধ্যমে । তাঁর নুর বা জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরনের মধ্যে স্থাপিত, কাচের আবরনটি উজ্জল নক্ষত্র সদৃশ ; ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে উহাকে স্পর্শ না করলেও যেন উহার তৈল উজ্জল আলো দিতেছে ; জ্যোতির উপর জ্যোতি । আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

এই নুরের উৎসারণ হবে, বিস্ফোরণ হবে না । তা শুধু ঐ সকল গৃহে হবে যাতে সমুন্নত করা হয় আল্লাহর নাম সকাল সন্ধ্যায় । আর যে ঘর গুলো স্থাপিত ইবরাহিম খলীলের ভিত্তির উপর । তবে তা সন্ত্রাসী বিন লাদেন আল কায়েদার ভিত্তিতে হবে না । এই ব্যক্তি ও তার সঙ্গী অন্ধ মুল্লা উমর তাদের অভিভাবক শয়তানের কুমন্ত্রণায় ইসলামের সুনাম নষ্ট করেছে এমন পরিসরে যে পৃথিবীর ইতিহাসে, কি আগের কি পরের কেউ এত ক্ষতি করতে পারে নি । ভবিষ্যত ইতিহাস চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে যে, বুশের কার্যকলাপই ইসলামের বেশী ক্ষতি করেছে নাকি বিন লাদেনের কার্যকলাপ?

অতএব তুমি যখনই অবসর পাও একান্তে ইবাদত করিও এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও

উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, উপস্থিত । তোমার কোন শরীক নাই । তোমার জন্যই সকল হাম্দ ও নেয়ামত, রাজত্ব । তোমার কোন অংশীদার নাই । ফজরের শপথ, দশ রজনীর শপথ, জোড়-বেজোড়ের শপথ, শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে । নিশ্চয় এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য । জিলহজ্জের দশ রজনী আসন্ন/আসছে । হ্যাঁ, ইয়া আল্লাহ তাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শপথ রয়েছে ।

হে রব! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে আপনি ইচ্ছা করেছেন । অতপর আমাকে উত্তম রূপে লালন-পালন করেছেন । আপনি যেভাবে ইচ্ছা আমার নাম রেখেছেন । আপনার নেক বান্দা ও তার ছেলে আমার দাদা ও বাবার মাধ্যমে আমার নাম রেখেছেন ‘ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা’ এবং আপনি ইসলামের জন্য আমার বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন । আপনার নূরের উপর আমাকে উদ্ভাসিত করেছেন । আপনার নূরের উপর আমাকে অধিষ্ঠিত করেছেন । এই সুমহান নেয়ামতের কথা আমি ঘোষণা করবো না? যাতে আপনার কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সমুন্নত হয় । আর কাফিরদের (ইয়াহুদী, নাসারা, মাজুসী এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে হোক আরব বা অনারব) কালেমা হয়, নীচ হয় । আপনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় ।

হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পিতৃপুরুষ ‘উলুল আযম’ বা দৃঢ় চিহ্নের রাসূল নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সঃ) দের মত সমগ্র মানব জাতির জন্য আপনার দীনের ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলাম । কিন্তু কখনোই শিয়া-সুন্নীদের ইমাম মাহদী বা ইয়াহুদী-নাসারাদের মেসাইয়া বা মসীহ নই । যারা একে অপরে সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ।

“যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না । পড়লে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে ।”

“হে আল্লাহ আপনি যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে আমি স্থির (ইস্তিকামাত) হলাম । আর আমার সাথে যারা যোগ দিবে তারাও স্থির হবে এভাবে যে, তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রসংশাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকার্যের আদেশ দাতা, অসৎকার্যের নিষেধকারী ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী । এরূপ ইমানদারদের জন্য সুসংবাদ ।

হে আল্লাহ আমি ধৈর্যধারণ করেছি, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করেছি এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি । নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য । যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয় তারা যেন আমাকে বিচলিত করতে না পারে । তুমি তাওফিক দানের একমাত্র মালিক ।

বায়আত নামা

১। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কেউ নেই। তিনিই এক। প্রশংসা সবই তাঁর যিনি কাকেও জন্ম দেন নাই। তিনি জন্ম নেন নাই। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

২। নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে একজন রাসূল এবং তাঁদের সর্বশেষ। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। তিনি খাতামুল্লাবিয়্যিন। রাহমাতুল্লিল আলামীন। সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহর রহমত। আমরা এমন কিছু বলবো না যা রাসূলদের মাঝে কোন পার্থক্য করে।

৩। আদম সন্তান সবাই চিরুণীর দাঁতের মত সমান, শুধু তাকওয়া ব্যতীত। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে সেই তোমাদের মাঝে উত্তম।

৪। কিতাব হলো কুরআন যা দ্বারা শরীয়াত, বিধিবিধান ও মানহাজ ‘কর্মপদ্ধতি’র ফায়সালা হবে। কেননা কুরআনে আল্লাহর সব বিধান রয়েছে। তাতে রয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা। তবে আল্লাহ যা বাদ দিয়েছেন সেটা আলাদা কথা।

৫। উম্মাহ হলো একক ইসলামী উম্মাহ। নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন। কোন ‘উম্মাত সমূহ’ বা ‘ধর্মসমূহ’ নেই। যেমন দ্বীনে মূসা, দ্বীনে ঈসা বা দ্বীনে মুহাম্মাদী নেই। ‘তোমাদের উম্মাহ এক উম্মাহ’ ইসলামী উম্মাহ।

৬। মুস্তাদআফ পুরুষদের বায়আত হবে সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াত অনুসারে। আর তাদের কর্তব্য হবে সূরা তাওবার ১১২ নং আয়াত। মুস্তাকবিরদের কোন বায়আত নেওয়া হবে না। যে পর্যন্ত না তারা দৃষ্টান্তমূলক তাওবা করে। যাতে আল্লাহ তাদের পাপমোচন করেন। সেদিন আল্লাহ নবী ও তাঁর অনুসারীদের লজ্জিত ও অপমানিত করবেন না। বরং তাদের ডান-বামের নূরের মাধ্যমে তারা জান্নাতের পানে ধাবিত হবে।

৭। মুস্তাদআফ মহিলাদের বায়আত হবে সূরা মুমতাহানার ১৩ নং আয়াতের ভিত্তিতে। দু’টি বিষয়ে আলাদা জোর দিয়ে, (১) দু’হাত ও দু’পায়ের মধ্যস্থল কোন মিথ্যা বা কেলেঙ্কারীর জন্ম দিবে না। অর্থাৎ বাড়ি থেকে বের হবেনা। সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না। বুক, পিঠ, পাছা, নিতম্ব, উরু ইত্যাদি প্রকাশ করবে না। (২) শরীয়াত অর্থাৎ আল্লাহর কোন বিধান মেনে নিতে স্বামীর অবাধ্য হবে না। মুস্তাকবির মহিলারা পুরুষদের মতোই দৃষ্টান্তমূলক তাওবা করার পর বায়আত হতে পারবে।

৮। মু’মিন পুরুষদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় অনুপম আদর্শ রয়েছে নবী রাসূলদের মধ্যে। যেমন আল্লাহর বাণী: ‘হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর আর অন্য কারো আনুগত্য করে তোমাদের আমল বরবাদ করো না।’ আহবার, রোহবান ও সাহাবীদের কোন অনুসরণ নেই।

৯। আর মু’মিন নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ আছে ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও মারিয়ামের মধ্যে। ফেরআউনের স্ত্রী হলো মুস্তাকবিরদের মধ্যে তাওবাকারী আর মারিয়াম হলো শরাফত, মর্যাদা সম্পন্ন দ্বীন ধারণকারী পরিবারে জন্মানো আল্লাহ সন্তুষ্ট, ইজ্জত-সম্মান ও সতীত্ব হেফাজতকারী নারী। আর এদের বিপরীত উদাহরণ হচ্ছে নূহ ও লুতের স্ত্রী। সূরা তাহরীমে বর্ণিত নারীগণ ও ইউসুফ (আঃ) এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী জোলায়খার অনুসারী নারীদের থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১০। সূরা হুজুরাতের কঠোর নিয়মানুবর্তীতার আলোকে ইমামের আদব ও আনুগত্য করতে হবে।

১১। ইমানদার নারী পুরুষের পরীক্ষার মানদণ্ড হলো সূরা মুমতাহানাহ।

১২। সূরা তাহরীমের আলোকে বাড়িতে পরিবারের উপর স্বামীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৩। উম্মাহর যিনি ইমাম হবেন তিনি সূরা মুহাম্মাদ-এর আলোকে নবী রাসূলদের আদর্শে বিশেষ করে উলুল আযম বা দৃঢ়চিত্তের রাসূলদের প্রতিনিধি হবেন। এটা হবে সেই শরীয়াতের আলোকে যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। সর্বশেষ তা চূড়ান্ত করেছেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে পাঠিয়ে। যাতে বিভক্তিহীন একক আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। নিশ্চয় ইমাম ও সারা পৃথিবীর যারাই তার অনুসরণ করবে তারা সূরা মুহাম্মদের সর্বাত্মক অনুসরণে একদেহ হয়ে যাবে। যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর নূরকে পূর্ণতা দেওয়া যায়। যে নূর পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ খাতামুল্লাবীিয়ন, রাহমাতুল্লিল আলামীন কে পাঠিয়েছিলেন।

১৪। ইমাম তার কাজের বিনিময়ে মানুষের কাছে কোন প্রতিদান চাইবেন না। যাতে তিনি এই মানদণ্ডের হন, “অনুসরণ কর তাহাদের যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত”। ইমামের জন্য আবশ্যিক হলো তিনি আল্লাহর রহমতের ভিক্ষুক হবেন। তার জান-মাল ও পরিবার-পরিজন সবই আল্লাহকে করজে হাছানা বা উত্তম ঋণ স্বরূপ দিয়ে দিবেন। যাতে তার ঘর আল্লাহর ঘর হয়ে যায়। যেমন ইবরাহীমের ঘর মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা আল্লাহর ঘর হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ (সঃ) এর মদীনার বাড়ি আল্লাহর ঘর-মসজিদে নববী হয়েছে। এভাবে হযরত মূসা ও হারুন (আঃ) দের ঘর সমূহও আল্লাহর ঘর হয়েছে। মানুষের জন্য কিবলা হয়েছে। “আমি মূসা ও তাঁর ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর এবং তোমাদের গৃহ গুলিকে ইবাদত গৃহ কর, সালাত কায়েম কর।” ইমাম তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সম্পদ জমা করবে না ও গননা করবে না। যেমন তার পূর্বসূরী নূহ, ইবরাহীম ও মুহাম্মদ (সঃ) সম্পদ রেখে যাননি। তারা যা রেখে যান তা সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে। এইটাই হলো উলুল আযম অর্থাৎ দৃঢ়চিত্ত রাসূলদের আযিমত বা দৃঢ়চিত্ততা। আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর যারা আহলে রুখসাত, সুযোগ সন্ধানী তাদের কোন ইমামত নেই।

কিন্তু বর্তমানে মানব সমাজের চূড়ান্ত ইখানের জন্য মুসলিমদের ইমামকে হতে হবে সৃষ্টিজীবের কাছে সবচাইতে ধনী। আর সেটা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশ অর্থাৎ খুমস্ নিয়ে। “নিশ্চয় খুমস্ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।” আর ইমাম নিজে কৃচ্ছতার জীবন যাপন করবে। যাতে তিনি সমাজে তার অনুসারীদের জন্য অনুসরণীয়/অনুকরণীয় মানদণ্ডে পরিণত হন। এর অন্যথা হলে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ জন্ম নিবে, অন্যায়ের উৎপত্তি হবে। যেমন হয়েছিল ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আরব-অনারব রাজা-বাদশাদের আমলে। আমরা এথেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

নিশ্চয় পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও চাকচিক্য সবই সম্পূর্ণরূপে ইমামের অধীনস্থ থাকবে। কেননা তিনি প্রত্যেক সালাতের সময় চমৎকার পোশাক পরবেন, অস্ত্রসজ্জিত থাকবেন। যাতে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের বড়ত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু তা কখনই তার নিজের জন্য বা তার পরিবারের জন্য হবে না।

যে চরম সৌভাগ্যপূর্ণ সময়ে ইবরাহীমী ইমামতের বায়আত শুরু হবে, তখন দিগন্তের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়ে পূর্ব আকাশে ফজর উদিত হওয়ার মত সূর্যোদয় ঘটবে। যে মুহূর্তে ইমামের কোষাগারে খুমস্ জমা হতে শুরু হবে তখনই সমকালীন নব্য ফেরআউনদের বিরুদ্ধে মুস্তাদআফদের দণ্ড/লাঠিগুলো নড়েচড়ে ওঠবে। এবং সেই লাঠিগুলো ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বিশ্বায়নের সাপগুলোকে গিলে ফেলবে। যেভাবে মূসার লাঠি সেই প্রাচীন ফেরআউন ও তার যাদুকরদের সাপগুলোকে গিলে ফেলেছিল। এটাই আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। “তুমি কখনো আল্লাহকে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না।” “তুমি কখনো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন পাবেনা”।

ইতিহাসের এই গতিধারায় আরবরা ইয়াহুদী নাসারাদের ভাই হয়ে গেছে এবং তারা তাদের ব্যাঙ্কে তিন হাজার বিলিয়ন ডলার Fixed Diposit জমা করেছে। যাতে আরবরা তাদের নেতা ইয়াহুদীদের মত বলতে পারে “নিশ্চয় আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী।” আল্লাহ তায়ালা মুস্তাদআফদের জন্য ফরজ করেছেন যে তারা যা শুনবে তা মান্য করবে। “এতক্ষণ তোমাদের যে বক্তব্য পেশ করা হলো তা তোমাদেরই বলা হয়েছে। তোমাদেরকেই ডাকা হচ্ছে তোমাদের সর্বম্ব আল্লাহর পথে নিঃশেষ করতে। এতো সবার পরও তোমাদের কেউ সাড়া দিতে কার্পণ্য করবে। যে-ই এ কাজটি করবে সে নিশ্চয় নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজটি করবে। কারন আল্লাহতো সকল অভাব মুক্ত। আর তোমরা? সব ফকীর! এরপরও যদি তোমরা মুখ ফিরাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের বদলিয়ে অন্য জাতিকে বেছে নিবেন। তারা তোমাদের মত হবেন। কাজেই সর্বাত্মক সতর্কতা।

আল্লাহর পালিত এক দাস, দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছে এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেছে। এবং তার নিজের মাধ্যমেই শুরু করেছে। এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এই মানদন্ডের উপর স্থাপন করেছে। যাতে সে আল্লাহর ঐ কথার বিরুদ্ধাচারণ না করে। “তোমরা যাহা করনা তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে অবহিত।” হয় আনুগত্য ও শূকরের মাধ্যমে নিজের প্রতি অনুগ্রহ করবে নয়তো কুফরী ও অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে।

১৫। আল্লাহর সৈনিক মু‘মিনরা ঘর ভাড়া খাওয়ার জন্য বাসা ভাড়া দেয় না। কেননা বান্দাদের ঘর তাদের রবের জন্য। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর নাম স্মরণ করা হবে। মু‘মিন হয় মেহমান নয় মেজবান ‘হোস্ট এন্ড গেস্ট’। মেহমানদের সম্মান করা ইসলামী সমাজের প্রচলন। অতিথি ও অতিথি সেবক, মেহমান ও মেজবান হিসেবে। এ ব্যবস্থাই সমাজকে সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুতি দান করবে। সমাজের মানুষ ভাই হিসেবে একে অপরকে দান করবে ও হাদিয়া বিনিময় করবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমান ব্যতীত কোন খাবার খেতেন না।

আর কাফিররা তাদের বাসা ভাড়া দেয় ও হোটেল বানায়। সেজন্য আজকের দুনিয়া হয়ে উঠেছে মিনি ব্যাভিচার ও পাপাচারের বাড়িঘর। ইসলামী সমাজ যিনা, ব্যাভিচার থেকে সম্পূর্ণ পূত: পবিত্র থাকবে। তারা মেহমানদারীর জন্য ও মুসাফিরদের স্বাগতম জানানোর জন্য বাড়ি বানাবে। কি শহরে, কি গ্রামে। এভাবে ভাই ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে পৃথিবী হয়ে ওঠবে বনী আদমের পরিবার। এক পরিবার এতে থাকবে না কোন প্রবাস ও প্রবাসী।

১৬। সুদ এবং সুদ সদৃশ সকল প্রকার লেনদেন মানব সমাজ থেকে অতিক্রান্ত বাতিল করতে হবে। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। তারপর সম্পূর্ণ সাম্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে। যা ন্যায়পরায়নতা সহজ করে দিবে এবং হালাল উপার্জনের পথ সুগম করতে হবে। সমাজ কল্যাণের পথ হবে যাতে বনী আদম এক পরিবার হয়। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন প্রকারের লোভ বা লুটের ব্যবস্থা থাকবে না। “আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমানেই সরবরাহ করিয়া থাকি। তাহলে জমা করা ও খাদ্যশস্য গোদামজাত করা কেনো? কারণ তা বান্দাদের উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ এবং যুদ্ধের অবস্থা ডেকে আনে। আমরা কেনাবেচা ও উৎপাদন মানুষের জন্য সহজ করে দিব। মধ্যস্থত্ব ভোগীদের হাত কেটে দিব কারণ তারা মানুষের রক্ত চুষে, মাংস, চামড়া ছুলে চুষে খায়। এমনকি মানুষ হয়ে যায় কংকালসার। ফলে নরনারী হয় অপরাধ ও অপরাধিনী, তারা জীবিকা অর্জন করে যিনা ব্যাভিচারের মাধ্যমে। আর এসবের মূলে রয়েছে সুদ এবং সুদখোররা।

১৭। বিবাহকে সহজ করা হবে যাতে যিনা ব্যাভিচার কঠিন হয়। আল্লাহর বান্দায় প্রবেশের পথ হল হালালকে সহজ করা, হারামকে কঠিন করা। আর বনী আদমের ঘরে শয়তানের প্রবেশ ঘটে এর উল্টা কাজ করে। তার কাজ হলো হালালকে কঠিন করা, হারামকে সহজ করা। এভাবে মানব সমাজ নানা প্রকার যৌন বিকৃতিতে ভরে যায়, আদম সন্তান হয়ে যায় সৃষ্টির সবচাইতে নিকৃষ্ট যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে।

আমি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের রবের কসম করে বলছি! নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে সকল প্রকারের বিয়েকে বৈধ ঘোষণা করছি। যেমন প্রচলিত আকদ বা বন্ধনের ভিত্তিতে বিবাহ, দানের মাধ্যমে বিবাহ, মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহ। এই প্রত্যেক প্রকারের বিবাহই আল্লাহর দ্বীনে হালাল ও অনুমোদিত। যা আমাদের পিতৃপুরুষ নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সা:) সহ সকল নবীরা অনুশীলন করে গেছেন। এটাই আমাদের জন্য চূড়ান্তভাবে শরীয়তরূপে নির্ধারিত। বিয়ে-শাদী হল পৃথিবীতে ফসল উৎপাদনের জন্য। নারী পুরুষ সবার জন্য সমানভাবে, তারা তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ। তোমরা বর ও কনে রূপে একে অপরের জন্য আমানত ও অভিভাবক। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর। খবরদার তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করবে। তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদের ফসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। ঘরের সতিত্ব ও পবিত্রতাকে কঠোরভাবে সংরক্ষণ করবে। এবং আদম-হাওয়া বা স্বামী-স্ত্রী রূপে পরিবারকে সকল প্রকার ভাঙ্গন ও সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত রাখবে। ভাঙ্গন থেকে বিরত থাকবে।

আমি তোমাদের জন্য চূড়ান্তভাবে বারবার ঘোষণা করে দিলাম। এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তোমরা শয়তানের যিনা ব্যাভিচারে ঢোকার সকল ছিদ্র, দরজা বন্ধ করে দাও।

হে যুবক ও যুবতী সম্প্রদায়! আজকের দুনিয়া চৌকাঠমুক্ত। পারিবারিক জীবনে ঘরের চৌকাঠ নেই। তোমরা আল্লাহর নাযিল করা বিধান সূরা মুমতাহানাহর আলোকে তোমাদের ঘরের চৌকাঠ লাগাও। “হে ইমানদারগণ! যদি মুমিন নারীরা হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে, তবে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করবে। হে নবী! তোমার কাছে যখন মুমিন নারীরা বায়আত নিতে আসবে, তখন নারীদের ব্যাপারে তোমাকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তোমরা সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ! পৃথিবীর সবাই তোমাদের দরবারে মিসকিনের মত হাত বাড়াবে, ধর্ণা দিবে, তোমাদের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য কেননা তারা পারিবারিক জীবনের সম্মান বা মর্যাদা হারিয়েছে। তোমরা হবে সেই মর্যাদাবান ঘরের পর্যবেক্ষক আর তারা তা ধার করতে আসবে।

১৮। বনী আদম জান্নাত থেকে পতিত হয়েছে। তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হয় জান্নাত নয় জাহান্নাম। আদম সন্তান সৌভাগ্যবান বা দূর্ভাগ্যবান সকলেই সমভাবে জান্নাতই চায়। সৌভাগ্যবানও মৃত্যুবরণ করে দূর্ভাগ্যবানও মৃত্যু বরণ করে। সৌভাগ্যবান মৃত্যু চায় কারন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা মৃত্যু হলো দারুল আখেরাতে প্রবেশের দরজা আর তাতে রয়েছে আসমান যমীনের প্রশস্ততার সমান জান্নাত। কিন্তু দূর্ভাগ্যবানরা মৃত্যু চায় না। বরং মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তবে তাকে মৃত্যু বরণ করতেই হয় এমন ভাবে যে তার কোন পাথেয় নেই। “তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।” অতঃপর সেই ব্যক্তির আশ্রয় হয় জাহান্নাম।

দ্বীন ও ইমানের স্বার্থে হিজরত করা একপ্রকার মৃত্যু সদৃশ। তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু বরণ কর। বনী আদমের এই হিজরত প্রক্রিয়া চলে আসছে পিতার ঔরস থেকে মাতার গর্ভে যাবার মধ্য দিয়ে, আবার মাতৃ গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হবার মাধ্যমে, অতঃপর পৃথিবীর উপর থেকে তার উদরে যাবার মাধ্যমে অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে। তারপর জান্নাতের দিকে উত্থান বা মিরাজের মাধ্যমে।

হে বনী আদমের সৌভাগ্যবান নরনারীরা! তোমরা হিজরতের মাধ্যমে তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও। ইমানের হাতে বায়আত হও। তাহলে ইয়াহুদী, খৃষ্টান আরব ও তাদের দোসর দাজ্জালদের আনবিক বোমার বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে নবুয়তী মেরাজের বোমার বিস্ফোরন ঘটবে। তোমাদের তাকওয়ার যা পাথেয় আছে তাই নিয়ে তোমরা হিজরতে বের হয়ে পড়। ধন-সম্পদ নয় তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ইমানের সন্ধানে ও দারুল হিজরত ‘মাসাবা’র সন্ধানে বের হয়ে পড়। কারন দাজ্জাল ও তার বাহিনী মক্কা ও আকসার মাসাবা দখল করে নিয়েছে। আমাদের জন্য কোন নিরাপদ জায়গা ও আশ্রয়স্থল নেই। তোমরা ঢাকাকে পদযাত্রার প্রস্তুতির জন্য মক্কা বানাও যাতে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ) দের অঙ্গিকারের ভিত্তিতে মক্কা ও আকসাকে পুণরায় নতুন করে পবিত্র করতে পারি। এই আহবানই হলো তাদের আজানের মত আজান। “তুমি মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও তোমরা হিন্দুস্থানের মাঝখানে, আদি পিতা আদম (আঃ) এর পতনস্থল মিসকিন বাংলাদেশ ও তার ঢাকাকে সাময়িকভাবে মক্কা বানাও। রাসূল (সঃ) স্বয়ং গাযওয়াতুল হিন্দ-এর ব্যাপারে ইশারা করেছেন। তোমরা তোমাদের আদি পিতার আসল বাড়িতে নেক সন্তান হিসেবে আবার ফিরে আস। আর এই ফিরে আসার প্রক্রিয়ায় বুশ ও তার এজেন্ট বিন লাদেন বা তাদের অনুরূপ কোন সন্ত্রাস ও চরমপন্থা থাকবেনা। দ্বীন বোঝার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকীর্ণতা থাকবে না। যেমন মোল্লা উমর ও তার দল তালেবানের ছিল। বরং সর্বপ্রকারের কোমলতা তাতে থাকবে। “তোমরা তাহার সঙ্গে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহন করবে অথবা ভয় করবে। আর হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদের কে আহবান করবে। “তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পথে মানুষ কে আহবান করবে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।” যেমন তাবলীগ জামায়াতের মত বিনয়ীভাবে, আর নবীদের মত জাদুময় কাব্যিক ভাষায় মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় তোমরা আহবান কর। তোমাদের পেছনে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া।

আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল তিনি পৃথিবীর বুকে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সবখানে মুস্তাদআফদের ক্ষমতায়ন করবেন। ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া হল জনসংখ্যার ঘনত্বে ও সরলতার দিক দিয়ে মুস্তাদআফদের খনি। এদের মধ্যে আরবদের মতো কাঠিন্য ও কপটতা নেই যে আরবরা কুফরীর ও নেফাকীর দিকে জঘন্যতম আর আল্লাহর নাযিল করা সত্য প্রত্যাখ্যানে গুস্তাদ। আল্লাহর অনুগ্রহে চরম দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দানের পরও তারা আল্লাহর বিধান ইসলাম কোরান অমান্য করেছে। পেট্রোল, তেল পেয়েও তারা আল্লাহর উস্ত্রীকে হত্যা করেছে। আর সেই সবচেয়ে দূর্ভাগা। তাদের প্রতিশ্রুত সময় হল (মন্দ) সকাল। সেই মন্দ সকাল কি অতি সন্নিহিত নয়!।?

হিন্দুস্তানের পেছনে ও পাশে রয়েছে বনী আদমের সাগর, নদী, চীন ও রাশিয়া এদের কাছে কি ইয়াহুদী, নাসারাদের মত বদলে যাওয়া কোরেশী ধর্ম ছাড়া সত্যিকারের হানিফ ইসলাম এসেছিল ?? না, না, কখনও না ।

রাতের নিকষ কালো অন্ধকার দূর হয়ে সুবহে সাদেকের সময় হয়েছে । এই হচ্ছে আযান, মুয়াজ্জিন সত্যবাদী যা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছে তার সত্যায়নকারী । যেরূপ সত্যায়ন করেছিলেন সাদিক ও মাসদুক নবী (সা:) আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।

হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ ।

কিছু সালাত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? নেই কোন ইমাম? আছে বিভিন্ন ইমাম । কি ঢাকা, কি মক্কা, কি আকসা, সবখানেই । তাদের সালাত হল, ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীনের সালাত এবং যারা তাদের সালাতে উদাসীন । সালাত হল নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ(সা:)দের সালাত । আর তাদের সালাত হল লোক দেখানোর জন্য ও আড্ডা ও তামাশা করার জন্য । কেননা তারা মুসাল্লায়ে মারওয়ানকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছে যেন তোমরা জুডাস ও সামেরীর পেছনে সালাত আদায় করছ!!! তোমাদের ইমামতি করার জন্যই কি বুশ ও শ্যারনের আগমন? প্রত্যেক পুন্যবান ও পাপাচারীর পেছনে সালাত!!!

আমি তোমাদের সাথে সালাত আদায় করিনা । কেননা আমার ইমাম হলেন ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা:) তাঁরা সবাই ছিলেন এই পৃথিবীতে নুহের শিয়া । আর তোমরা শিয়া সুন্নী হিসেবে কেউ আলীর শিয়া আর কেউ আবু বকরের শিয়া । তোমাদের জন্য ইরাকে ‘মন্দ সকাল’ শুরু হয়েছে ।

আমার এই সহীফা (পত্র) হল ইব্রাহীম ও মূসার সহীফা । এই দুই সহীফা কে আল্লাহ পূর্ণ করেছেন মুহাম্মাদ সা: এর প্রতি নাযিল হওয়া কুরআন দ্বারা । রাসূল সা: সর্বদাই তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অহী নাযিলের মুখাপেক্ষী ছিলেন । তোমার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করো না ।” আর আমি আল্লাহর বিরূপ অনুগ্রহে নতুন অহী নাযিলের মুখাপেক্ষী নই । আমার কাছে, আমার হাতে, আমার দৃষ্টিতে, আমার অন্তর্দৃষ্টিতে শুধু কুরআনের আধার । আমার যখন ইচ্ছা যেখান থেকে ইচ্ছা কুরআন নাযিল করতে পারি । ‘কাওল’ , ‘আকাযিল’ প্রচারকারী ‘ইবনে’রা কি বলে তার প্রয়োজন আমি বোধ করি না । যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসির, এবং তৎসমরা । কেননা আমি ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সা: দের মত বাপের বেটা, ছেলেদের বেটা নই । “তোমরা কি এসব থেকে বিরত হবে না?”

১৯ । এই উনিশ দফা তোমাদের জন্য হয় তোমাদের পক্ষে নয় বিপক্ষে । যদি মান্য কর তাহলে তোমাদের জন্য ভাল আর যদি অমান্য কর তাহলে তোমাদের জন্যই খারাপ । আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমুআর সালাত, দুই ঈদের সালাত সহ কোন সালাতই জামাআতের সাথে অনুষ্ঠিত হবে না । এমন কি হজ্জও না । কারণ যে ইমামের পরিচয়ে কেয়ামতের দিন আমাদের ডাকা হবে সেই ইমাম ব্যতীত কোন সালাত প্রতিষ্ঠিত হয় না ।

ইমাম ব্যতীত কোন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ কবুল হবে না । কারণ খাতামুল্লাবিয়িন সা: মক্কায় জামাআতে সালাত আদায় করেন নি, হজ্জ পালন করেন নি । মদীনায় যখন আল্লাহর সাহায্য ও চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে ইমাম হিসেবে যখন তাঁর অভিষেক হলো কেবল তখনই তিনি উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলো পালন করলেন ।

যাত্রার সময় অত্যাশন্ন হয়েছে । রিসালাত চিরতরে সম্পূর্ণ হয়েছে । তাঁরপর আর কোন নবী নেই । তিনি খাতামুল্লাবিয়িন । সম্মিলিত কাফেরের নেতা মুস্তাকবির আরব কোরেশদের উপর আল্লাহর শক্তিশালী সাহায্য ও স্পষ্ট বিজয়ের মাধ্যমে রিসালাত বিজয়ী হয়েছে । আহযাব বা সম্মিলিত বাহিনীরা বলে যে তারা ইমান এনেছে । অথচ ইমান এখনও তাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি । তখন আকাশ থেকে অহী নাযিল হল “হে রাসূল! তুমি বলে দাও, তোমরা ইমান আননি বরং বল আমরা আত্মসমর্পণ করেছি । কারণ তোমাদের হৃদয়ে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি । আল্লাহ তোমাদের অন্তরের খবর জানেন ।”

অভিশপ্ত বিষবৃক্ষের ভিত্তিকে উপড়ে ফেলে, পবিত্র বৃক্ষের ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সুযোগ সন্ধানী ‘আসহাব’দের উপর সত্যবাদী ‘আতবা’দের ক্ষমতায়নের চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হয়েছে। রাসূল সা: মুস্তাদআফ আতবা’দের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। মুস্তাকবির আসহাবদের উপর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে যারা অপছন্দ করেছে এবং ঘৃণা করেছে তাদেরকে বলেছে, “আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদেরই অনুসরণ করবো। আর আল্লাহ তাহাদের গোপনীয় সব বিষয় জানেন।

অতপর রাসূল সা: নবুয়তের আদর্শে লালিত-পালিত তরুণ যুবক উসামাহ কে আমীর নিয়োগ করলেন। যার মা ছিল রাসূল সা: এর পালক মা। “তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম আবস্থায় পান নি? অতপর আশ্রয় দেন নি?” রাসূল সা: তার ব্যপারে বলেছেন, “আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা” আর তিনি হলেন উম্মে আয়মান বারাকাহ্, যেন আসমান থেকে নাযিল হওয়া বরকত। আর উসামার ভাই হল হুলাইনের যুদ্ধের বীর আয়মান। যে যুদ্ধের দিন আবু বকর ওমর সহ নেতৃস্থানীয় সাহাবীরা (অনুসারী নয়) সবাই পলায়ন করেছিল। আর আইমান রাসূলের ঢাল হিসেবে শাহাদাত বরণ করেছিল। তখন উম্মুর রাসূল উম্মু আয়মান তাদের কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “আল্লাহ তোমাদের পদসমূহ দৃঢ় করে দিবেন, তোমরা রাসূলের কাছে ফিরে আস।” আর এই উসামাহর পিতা হল এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পুরস্কৃত করেছেন। সাত আসমানের উপর থেকে নাযিল হওয়া কিতাব আল কুরআনে যার নাম প্রশংসাসূচকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসহাব আতবা’ নির্বিশেষে অপর কারও নামই কুরআনে নেই। এই য়ায়েদ ছিল পুরুষদের মাঝে সর্ব প্রথম মুসলিম যে মুহাম্মাদ সা: এর উত্থানে প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। সে কুরাইশী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি রাব্বিল আলামীনে উল্লীত হতে দেখেছিল। যে কুরাইশরা ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গৃহ মূর্তী স্থাপনকারী ঠাকুর। চরম অন্ধকার থেকে উদ্ভাসিত নূরের দিকে উন্নতি দেখে প্রথম ঈমান আনয়নকারী য়াদ ইবনে হারিসাহ। যিনি রাসূল সা: প্রেরিত সকল যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি, আমীরুল মুযাফফার। মু’তার যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারদের দু’দিকপাল জাফর বিন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও তার অধীনে সাধারণ সেনাপতি।

এই য়ায়েদই রোম সাম্রাজ্য ও এর সেনাবাহিনীর দর্প চূর্ণ করেছিল। অতপর তার দুই নায়েব জাফর ও আব্দুল্লাহ সহ মু’তার যুদ্ধে শহীদ হয়ে ‘অনুসারী’দের জন্য চূড়ান্ত আদর্শ রেখে যায়। আর সে ঐ সমস্ত লোকদের মত যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী, বিদআতকারী ছিল না। যেমন খালিদ ও তার সঙ্গীরা। অথচ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা সর্বাধিক বড় কবির গুনাহ।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার শক্তিহীনতা স্বীকার করছি ও মানুষের উপর আমার প্রভাবহীনতা স্বীকার করছি। আপনি মুস্তাদআফদের প্রভু” খাতামুল্লাবিয়্যিন সা: এর এই ঐতিহাসিক মুনাজাতের সাক্ষী য়ায়েদ। আল্লাহ মুহাম্মাদ সা: কে তাঁর দ্বীন পূর্ণ করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি পৃথিবীতে মুস্তাদআফদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে আমি তাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর তা হলো যে আমি তাদের ঈমাম বানাবো, তাদের কে উত্তরাধিকারী করবো এবং পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবো। এবং সমকালীন ফেরআউন ও তার প্রধানমন্ত্রী হামানের মত দেরকে সে পরিণাম সচক্ষে দেখাব যার আশংকা তারা করে থাকে। আল্লাহ যা আদেশ করেছিলেন তিনি তাই করলেন। তিনি উসামাহ বিন য়ায়েদকে ইমাম বানালেন। যে উসামাহ কে আল্লাহ সম্মানিত পিতা-মাতার দ্বারা রাসূলের বরকতময় হাতে উত্তমরূপে লালন পালন করিয়েছেন। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী দুষ্টচক্র রাসূল সা: এ আমীর বানানোকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করলো। এসবের পেছনে ছিল ঐ সমস্ত সাহাবীরা যাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আগ বেড়েছে। নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচ্চ করেছে। নিজেদের মধ্যে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলে সেরূপ তারা নবীজির সাথে কথা বলেছে। যাদের মধ্যে এই খাসলত রয়েছে তাদের সকল আমল বরবাদ, তারা যেই হোক না কেন। তাদের সকল আমল এমনভাবে বরবাদ যে তারা একটুও বুঝতে পারবে না।

নবীজি তাঁর রবের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলেন। তিনি উসামাহ কে রিসালাতের অনুসারীদের জন্য চূড়ান্ত আমীর নিয়োগ করলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্য। যে যুদ্ধ ছিল পারস্য বিজয় ও মসজিদুল আকসা পবিত্র করার অভিযান। যাতে ইব্রাহীম আ: এর অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পুনরায় সেখানে মাকামে ইব্রাহীমে সালাত আদায় করার ব্যবস্থা করা যায়। কারণ অত্যাচারী কাফির বাদশাহরা সেটাকে ধ্বংস করেছিল। রাসূল সা: ইত্তেকাল করলেন যেরূপ তাঁর পূর্বেও সমস্ত রাসূল ইত্তেকাল করেছেন। আল্লাহর রাসূলের মানদন্ডের ইমামত জারী থাকবেই। কারোরই কোন ইখতিয়ার থাকবে না রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার। “যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে,

শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদের কে তারা বলে, “আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। অতপর যাদের অন্তরে বিদ্বেষ ছিল আল্লাহ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। অতপর আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে নাযিল করা কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্ট আয়াত দিয়ে আমাদের কে তাদের কে সেই সমস্ত রোগীদের কে কথার টোনেই চিনিয়া দিয়েছেন। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত এ সমস্ত লোকদের কে চিনতে পারবো।

এভাবে আল্লাহ মুমিনদের কে পরীক্ষা করে দেখেন যে তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদকারী আর কে জিহাদের ময়দানে ধৈর্যধারণকারী। এটাই হলো আল্লাহর সুন্নত। রাসূল অথবা রাসূলগণের কোন সুন্নত নাই। বরং তারা আল্লাহর সুন্নতের অনুসারী, ইমাম হিসেবে। আর আমরা সেই মানদণ্ডের ইমামতের অনুসারী। “তুমি আল্লাহর সুন্নতে কোন পরিবর্তন পাইবে না, অথবা পরিবর্তন, সেই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।”

অতপর আমরা দেখতে পাই যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে তারা খাতামুল্লাবিয়্যিন সা: এর মৃত্যুর পরপরই আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরীতে রূপান্তরীত করেছে, তাদের সম্প্রদায় কে ধ্বংসের (জাহান্নামের) দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। তাদের মধ্যে দু’জন তাদের কন্যাধ্ব্যসহ রাসূল সা: এর আগ বেড়েছে, তাদের দুই সঙ্গী চূপ করে অপেক্ষা করেছে যাতে তার ঘরে নেতৃত্ব আসে। আরেকজন সত্য বলতে গিয়ে তোতলামী করেছে যাতে তার বংশে নেতৃত্ব থাকে। তারা সবাই এ ব্যপারে একত্রিত হয়েছে। চার রুকনের নামে, অতপর তাদের গোত্র থেকে আরো ছয়জন নিয়ে বানোয়াট আশায়ায়ে মুবাশ্শারা হয়েছে।” তাদের কে দেখতে মনে হয় এক, কিন্তু উহাদের মনের মিল নাই।

তারা নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেন নি। অতপর আল্লাহ তাদের কে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন তাদের পূর্ব পুরুষ থেকে শুরু করে পরপুরুষ পর্যন্ত, এখনও পর্যন্ত যাতে তাদের একদলকে অপর দলের দ্বারা শাস্তি আশ্বাদন করানো যায়।

আমাদের জন্য এই মুস্তাদআফদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় রাসূল (সা:) কর্তৃক উসামাহ কে আমীর নিয়োগের মাধ্যমে এমনকি রাসূল (সা:) তাঁর মোবারক হাতে সেই ইমামতের পতাকা উসামাহর হাতে বেঁধে দিয়ে। সবাই কে সাক্ষী রেখে সেই পতাকা উসামাহর হাতে হস্তান্তর করেছেন, আর সাবধানবাণী উচ্চারণ করে যান এই বলে যে, উসামাহর পতাকাতলে যারা থাকবে না তাদের প্রতি লানত, আভিশাপ। যাতে করে পৃথিবী বনী আদমের জন্য নিরাপদ হয় বসবাসের জন্য। যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় রিযিক স্বরূপ। অতপর যেখান থেকে খুশী তারা খেতে পারে যেরূপ হারাম শরীফকে মানুষের জন্য নিরাপদ করা হয়েছিল। যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী করা হয় তাঁর দেওয়া রিযিক স্বরূপ।

কিন্তু কোরেশের ঘাতক নেতারা ইমামত কে ছিনতাই করলো। যেরূপ পূর্বে কাবার চারপাশে মানুষের সবকিছু লুট করতো এবং যেরূপ বর্তমানেও করে। তারা তাদের ভোগ সম্পদের দম্ব করে। আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকারকারী তারা। তারপরও তারা এই ইমামত কে জবরদখল করে বন্দী করে সতীত্ব হরণ করেছে। তারপর তা একহাত বদল হয়ে অন্য হাতে পড়েছে। কুকুরে কামড়ানো সাম্রাজ্য হয়েছে। খসরু, সিজার, আব্বাসী, হাশেমী তারপর তুর্কী, তাতারী, মুঘল হয়েছে। অতপর সেটা বুশ ও শ্যারনের হাতে পড়েছে।

যেদিন থেকে কুরাইশরা আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়তের ইমামত “আইম্মাতু মিনাল মুত্তাকীন” “ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহে আতাকাকুম” কে বদলিয়ে “আল-আইম্মাতু মিন কোরাইশ” বলে ছিনতাই করেছে, সেদিন থেকেই এই ইমামত আসমান ও যমিনের মাঝে বুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। আজ তা কার্যকর অবস্থায় নেই। এমনকি আল্লাহ সাধারণভাবে সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে ও বিশেষ করে আরব দেশগুলোকে করেছে তাঁর ঐ বাণীর সত্যায়নকারী। “কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ব করিত।” অথবা “আমি যালিম ব্যতীত কোন জনপদকে ধ্বংস করি না।” আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

অস্বীকারকারী দুহাতুল আরব অর্থাৎ আরব। কুচক্রী যেমন সাদ্দাম, ফাহদ, গাদ্দাফী, হুসনি মুবারক, মরক্কোর বাদশাহ হাসান, জর্ডানের বাদশাহ হোসাইন, আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ যারা ছিল ফন্দি-ফিকিরকারী এদের শক্তি ও কৌশলের রক্তক্ষয় হয়েছে। এমনভাবে যে, যেন গতকালও তারা কেউ ছিলনা।

বর্তমানে, সালাত, হজ্জ, সাওম, ঈদ, কুরবানী সব আড্ডা ও তামাশার বস্তু হয়েছে। ধ্বংস মুসল্লীদের জন্য কারণ তারা ঐ ইমাম ছাড়া সালাত আদায় করে, যে ইমাম পৃথিবীর পূর্বপশ্চিমের সকল মানুষকে একত্রিত করবেন সকল মানুষের মাঝে ঐক্যের কালেমা দ্বারা আল্লাহর কালেমা। কেননা ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ তার ঘাড়ে ইমামতের বাইআত নেই, সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। আর যে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো সে জাহান্নামী হবে। কেন? সেতো আল্লাহর প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি ও রাসূলগণে ইমান এনেছে তারপর সাওম পালন করেছে, যাকাত আদায় করেছে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করেছে, সাদকা করেছে, আমলে সালাহ করেছে?

উত্তরটি একটা উদাহরণ-এর মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। যেমন একজন ব্যক্তি শরীয়তের বিধান ব্যতিরেকে একটি আকদহীন বিয়ে করল অতঃপর বাসর করল। এর মাধ্যমে সে যিনা করল। আর যিনার মাধ্যমে সন্তান উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় জারজ।

একজন ব্যক্তি ব্যভিচারী এক মহিলাকে বিয়ে করল তারপর বিশ বছরে বিশটি সন্তান হলো অথবা কোন মহিলা কোন পুরুষের সাথে বিশ বছর ব্যভিচার করে বিশটি সন্তান উৎপাদন করল।

এতদুভয়ের সন্তানদের কেউই একে অপরের সহোদর বা আপন ভাই নয়, বরং দুর্ভাগা জারজ। কেননা তাদের বাবা মায়ের শরীয়ত সম্মত বিবাহ হয়নি।

আর একটি উদাহরণ, একজন লোক শরীয়ত সম্মতভাবে বিয়ে করল ও তালাক দিল আবার বিয়ে করল আবার তালাক দিল। এভাবে সে বিশটি বিয়ে করল। অতঃপর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একটি কণ্ঠে সন্তান হলো। তাদের সংখ্যা হলো বিশ। তারা সকলেই আপন ভাই যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন মায়ের পেটের সন্তান তবুও। কারণ তাদের বাবা এবং মায়ের শরীয়ত সম্মত বিয়ে হয়েছে।

এরূপেই সালাত, হজ্জ, উশর ইত্যাদি সব ইমামতের আকদের আলোকে না হওয়ার জন্য আদমের ঔরসে ও হাওয়ার পেটে জন্মানো দুর্ভাগা ইমামত। যারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

আর যখন মানুষ অথবা বনী আদম ইমানের জন্য ঐক্যের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র মাধ্যমে বায়আত হয়, যে কালেমা আল্লাহ তাঁর খাতামুল্লাবিয়্যিন কে সূরা মুহাম্মাদে শিক্ষা দিয়েছেন “জেনে নাও সেই কালেমা হচ্ছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। আর যেটাকে রাসূল সা: তাকিদ দিয়েছেন এই বলে, “তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল” সফল হবে”। যেই বলবে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এই বাইআতের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সকল পেট এক পেটে পরিণত হয়। আর এই ঔরস ও পেট থেকে সারা পৃথিবীতে এক উম্মাহ্ উম্মাতুল ইসলামের জন্ম হয়। “তোমাদের এই উম্মাহ্ এক উম্মাহ্, আমিই তোমাদের রব, আমাকেই ভয় কর, আমারই ইবাদত কর। যেমন আল্লাহ বলেছেন, তখন বনী আদম, ইবলিশ তাদেরকে দুর্ভাগা বিভিন্ন উম্মাতে বিভক্ত করার পর আবার চূড়ান্তভাবে আপন ভাই হয়ে যাবে।

এই দৃঢ় মূল ভিত্তির দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করুণে শুরু হবে? বা যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা কিভাবে পূরণ করা যাবে? জবাবও আছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই। “যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে তারপর সে পাপ থেকে বিরত হয়েছে তাহলে তার অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ। তার ব্যপার আল্লাহর হাতে। আর যারা এরপরও মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী। নাউযু বিল্লাহি মিনহা।

আমি তোমাদের কে বলছি, “আমার প্রভু ন্যায়পরায়ণতার আদেশ করেন। প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা তাঁরই অভিমুখী হও। দ্বীনে একনিষ্ঠ হয়ে তাকে ডাক। তাহলে তোমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেখানে ফিরিয়ে নিবেন।

আমি বনী আদম সকল ভাই-বোনের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে অতীতের সকল পাপ মুক্তির জন্য তওবা করছি। আমরা সকলেই আমাদের ডানে, বামে, সামনে, পেছনে পাতা ইবলিশের জালে আটকা পড়েছিলাম। আমি সর্বদাই আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার পক্ষ থেকে বলেছি ও বলছি, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের উপর যুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের উপর রহমত না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।”

অতপর আমার রব আমার বক্ষ কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। আমাকে তাঁর নূরের উপর অধিষ্ঠিত করেছেন, আমি ঐ ইমামের সন্ধান পাই যার পরিচয়ে কিয়ামতের দিন আমাকে ডাকা হবে। কিন্তু পৃথিবীতে এখন আমাদের কোন ইমাম নেই। মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা সব জায়গাতেই আইম্মাতুল কুফর।

নবুয়ত, রিসালাত শেষ হয়েছে। ফেরেশতা বা মানুষ কারো পক্ষেই এখন আর নবী রাসূল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালাই নবী রাসূল মনোনীত করেন ও পাঠান। “আল্লাহই মানুষের ও ফেরেশতাদের মধ্যে রাসূল মনোনীত করেন।” আর কেউ কাউকে ইচ্ছে করলেই সৎপথ প্রদর্শন করতে পারে না। “তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছে করলেই তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবে না, বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

অতপর আমি আমার রবের কাছে হেদায়াত চেয়েছি। আর আমি এই অবস্থায় চল্লিশ বছর ধরে আছি। একনিষ্ঠ দ্বীনের অভিমুখি হয়ে হিজরত করে মানব জাতির উদ্দেশ্যে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘরের ছায়ায় নয় বছর কাটিয়েছি। মসজিদুল হারামে শুধু আমার রবকেই সিজদা করেছি। “মসজিদ সব আল্লাহর জন্য”, তাতে আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও নাম নেওয়া যাবে না। ইয়াহুদী, নাসারা ও আরবদের মত কোন ওয়াইর, ঈসা বা মুহাম্মাদ কে ডাকা যাবে না। এরপর আমার রব আমার বক্ষ সম্প্রসারণ করেন। “আমি কি তোমার বক্ষকে খুলে দেই নি?” তারপর আমার রব আমা হতে ও আমার আহল যারা আমার সৎকাজে আমার অনুসরণ করবে ও কল্যাণকর কাজে আমার অমান্য করবে না তাদের হতে যাবতীয় অপবিত্রতা দূর করার ইচ্ছা করেন। তবে বংশীয় ও রক্তিয় আহল নয় যেমন ছিল নূহ ও লূতের আহলরা। কল্যাণকর কাজে অভিভাবকের আদেশ যে অমান্য করবে সে তার পরিবারভূক্ত নয়। “সে তোমার পরিবারভূক্ত নয় কারণ তার আমল সৎ আমল নয়”।

এরপর আল্লাহ আমা হতে ইয়াহুদীদের দুইয়ের আবর্জনা, আল্লাহ ও ওয়ায়ের; খ্রীস্টানদের তিনের আবর্জনা, আল্লাহ-ঈসা-মারিয়াম; সুন্নীদের খেলাফতের চারের আবর্জনা চার খলীফা ও শিয়াদের পাঞ্জেতনের আবর্জনা, মুস্তাফা-মুরতাজা-হাসান-হোসাইন-ফাতিমা এ সমস্ত আবর্জনা দূর করেছেন। প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমা হতে যাবতীয় অপবিত্রতা দূর করে আমাকে পবিত্র করেছেন।

আমি কুরআন তিলাওয়াত করে দেখতে পেলাম, “ইয়াহুদী ও নাসারারা বলে, ইয়াহুদী বা নাসারা হলেই কেবল সৎপথ পাবে।” তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন, “তোমারা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও”।

আমাদের কাজ হলো:-

“তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও”

“তোমরা ন্যায়বিচারে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হয়ে যাও”

“তোমরা ন্যায়বিচারের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে যাও”

“তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও”

“তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও”

অতপর আমি আমার রবের সরল পথের দিকে, মিল্লাতে ইবরাহীমের আদি দ্বীনের দিকে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছি। এরপর আমি আমার নিজের নফসের ইমাম হয়েছি। কারণ আমি আমার নিজ ব্যতীত অন্য কারও মালিক নই। তোমাদের ব্যপার তোমাদের উপর। তোমরা হেদায়াতের পথে থাকলে বিপথগামীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

তবে হ্যাঁ, যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার হবে। আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ দের। আমরা তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করি না। আমি বাবা ইবরাহীমের মত পৃথিবীতে নূহের শিয়া। কাবা'র চারপাশে তাওয়াফ করে আল্লাহ কে ডেকেছি। নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ দের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করেছি যেন তিনি আমাকে আমার পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকারী করেন আল্লাহর নূর পূর্ণ করার জন্য। যদিও কাফির মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

আর যারা আমাকে অমান্য করবে, আমি তাদের প্রতি জবরদস্তিকারী তত্ত্বাবধায়ক নই। আল্লাহই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে, আল্লাহর প্রতি ইমান আনে, তারপর সৎকর্মের মাধ্যমে হেদায়াত পায়। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তওবায়ে নাসূহার আযান উচ্চারণ করছি।

তওবা করে আল্লাহ দিকে ফেরত আসার জন্য রয়েছে মীকাত ও ইদ্দত। এই ইদ্দত পারিবারিক জীবনের তালাকের চেয়েও কঠিন ইদ্দত।

কেননা স্বামী-স্ত্রীর তালাক হল শারীরিক ও বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর এই ইদ্দত হচ্ছে নবীদের অঙ্গীকারের আলোকে ইসলামে প্রবেশের জন্য জাহিলিয়াতকে তালাক দেওয়া।

এটিই হলো কিয়ামতের ভূমিকম্পের পূর্বে মহা ভূমিকম্প! আমরা দেখতে পাই যে রাসূলগণ যেমন ইবরাহীম আঃ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আসার জন্য বহু বছর ব্যয় করেছিলেন। তদ্রূপ মূসা আঃ মাদায়েনে আট বছর কাটিয়েছিলেন। আর আমাদের আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাঃ আরব জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে, কুরআন পেয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন।

যে সমস্ত তওবাকারী পৃথিবীতে আসন্ন চূড়ান্ত উত্থান কামনা করে, যে উত্থান এই পৃথিবীকে বদলে দিয়ে আরেক পৃথিবীতে পরিণত করবে, তাদের জন্য এই ইদ্দত ও মুদ্দত আরো কঠোর। বহু ধর্ম ও বহু উম্মাতে বিভক্ত বিশ্ব একদ্বীন ইসলামের বিশ্ব হবে। উম্মাহ হবে এক উম্মাহ, উম্মাতুল ইসলাম। তখন ইয়াহুদীবাদ, খ্রীস্টবাদ ও আরববাদ আর থাকবে না।

আল্লাহ তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের পবিত্র হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করার জন্য তিন 'কুর' পর্যন্ত ইদ্দত পালনের বিধান দিয়েছেন। কেননা তারা ঘরের রক্ষক। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে হিজরত করে। এক ঘর ত্যাগ করে আরেক ঘর বাঁধে। সেজন্য তাদের কে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়।

পুরুষরা হল কর্তৃত্বের অধিকারী। পুরুষ যদি জাহেল হয় তাহলে সমাজের কর্তৃত্ব হয় জাহেলী। আর পুরুষ যদি ইসলামী হয় তাহলে সমাজ ও কর্তৃত্ব হয় ইসলামী। “পুরুষ নারীর পরিচালক, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।”

আজকের পৃথিবীতে ঐ সমস্ত পুরুষ ‘রিজাল’দের অত্যন্ত প্রয়োজন যারা ইমামের পেছনে সেনাবাহিনী হিসেবে তার অনুসরণ করবে।

সাইয়্যিদুনা হযরত যাকারিয়া আঃ আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন যাতে তাঁর জন্য একটি নিদর্শন হয়, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে হযরত ইয়াহুইয়া আঃ কে পাওয়ার জন্য। ইব্রাহীম আঃ মুজিজা স্বরূপ মৃত জীবিত করা দেখতে চেয়েছিলেন। মূসা আঃ তাগুত ফেরআউনের কাছে যাবার জন্য আল্লাহর কাছে নিদর্শন চেয়েছিলেন।

কিন্তু তাদের মত আমাদের মু'জিজা হবে না। দৃঢ়ভাবে তাঁদের অনুসরণ করা করাই আমাদের কাজ। সেখান থেকে পেছন ফেরাও চলবে না, তোতলামীও চলবে না। পুরুষদের জন্য মীকাত হল রাসূলদের অনুসরণে। সর্বনিম্ন হলো তিন দিন রোজা রাখা ও কারো সাথে বাক্যালাপ না করা। আর এটিকে পূর্ণ করতে হবে চল্লিশ রাত্রিতে, সালাত ও সিয়ামের মাধ্যমে। যাতে আমরা দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় চিন্তের রাসূলদের অনুসারী ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে জুনদুল্লাহ হতে পারি। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সাহায্য এদের সাথি হবে। “নিশ্চয় তাঁর সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করবে।”

বান্দা যখন আল্লাহর জন্য তার অন্তরকে প্রসারিত করে তখন আল্লাহ বান্দার অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেন। যেমন ইবরাহীম আ: তাঁর বক্ষকে আল্লাহর জন্য সম্প্রসারিত করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে আসমান জমীনের যাবতীয় পরিচালনা ব্যবস্থা দেখিয়ে দেন। যে ব্যক্তি ইবরাহীমের অনুসরণ করবে, সে ইবরাহীমের মতই অনুরূপ আল্লাহর কাছে পাবে। আমি আল্লাহর জন্য আমার অন্তরকে প্রশস্ত করেছি। “হে আমার রব! আমার বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিন।” অতপর তিনি আমার বক্ষ সম্প্রসারিত করেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি আমার রব প্রদত্ত নূরের উপর আছি।

আমি নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি যে, বুশ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য দাজ্জাল হিসেবে বের হয়েছে। ইবলিশের নেতৃত্বে ও জিন শয়তান ও মানব শয়তান এর অভিভাবকত্বে বুশ আমেরিকার প্রধান হয়ে আছে।

আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে, ইয়াহুদী, খ্রীস্টান ও তথাকথিত মুসলমানরা সবাই মুশরিক। এদের মধ্যে ইয়াহুদীরা সর্বাধিক অভিশপ্ত, খ্রীস্টানরা বধির ও মুসলমানরা অন্ধ। কেননা আল্লাহ এদেরকে একের পর এক পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এরা সকলেই পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, মুমিনদের মধ্যে রহমতের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ফলে আল্লাহ ইয়াহুদীদের কে অভিশপ্ত করেছেন, খ্রীস্টানদেরকে বধির করেছেন, আরব মোহামেডানদেরকে অন্ধ করেছেন। আর যারা এদের অনুসরণ করেছে তারা মুরতাদ হয়েছে। (সূরা মুহাম্মাদ-২৩)

হে মুসলিমগণ! তোমাদের কর্তব্য হল আমার মত অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে কুরআন পড়া। যাতে তোমাদের অন্ধত্ব ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। তা না হলে অন্তরের অন্ধত্বের তালা খুলবে না। অভিভাবকত্ব এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও প্রেসিডেন্ট বুশের। কিন্তু সত্যিকারের অভিভাবকত্ব আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালার জন্যই যিনি তাঁর বান্দাদেরকে ইমামের অধীনে একত্রিত করেন। এটাই তাঁর দ্বীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারিদিকে এখন কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। সত্যিকারের অভিভাবকত্ব আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালার জন্য। কিন্তু ময়দানে শুধু কাফিরদের ইমাম। সত্যের অভিভাবকত্বের কোন ইমাম নেই।

আজকের এই দিনে, এই ঘন্টায়, এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কাজ হল আমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ:) এর মত হানিফ ইমাম থাকতে হবে। দাজ্জাল তার পদতলে এই পৃথিবীকে চূর্ণ করেছে অথচ আমাদের কোন ইমাম নেই। এখন ইমানদার প্রত্যেক ব্যক্তির জানা আবশ্যিক যে যারা আল্লাহর বেলায়েতে বিশ্বাস করে তাদের জন্য এমন একজন শক্তিশালী ইমাম হতে হবে যিনি তার অনুসারীসহ এই **challenge** এর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাবেন। আর তা না হলে সকলের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু সদৃশ। যদিও তারা নামায পড়ুক, রোজা করুক, হজ্জ করুক, তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে পা ফুলিয়ে ফেলুক কোন লাভ নেই তাতে।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও, দাজ্জালের প্রজ্জলিত যুদ্ধের আগুন থেকে। উঠে দাড়াও, সবাইকে সতর্ক কর! তোমার রবের বড়ত্ব ঘোষণা কর। আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। আমি দাঁড়িয়ে গেছি আর আমার সাথে রয়েছেন আমার রব। যেমন তিনি ছিলেন কালীম মূসা আ: এর সাথে। তোমরা মানুষকে এই উনিশ পয়েন্টের আলোকে সতর্ক কর। “আর তাতে তার উপর রয়েছে উনিশ।”

দাজ্জাল পশ্চিম থেকে বের হয়েছে। সে দাবী করে যে, সে নাকি মাসীহ। অথচ তার সাথে মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম আ: এর শত্রু, তাকে গুলিতে চড়ানেওয়ালা ইয়াহুদী শ্যারন! মসীহ ও মসীহ এর শত্রু দুজনেই কাধে কাধ মিলিয়ে! হ্যাঁ, এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সে মসীহ নয় সে মসীহদাজ্জাল। এতে কোন সন্দেহ নেই। তার সাথে রয়েছে আগুন জালানোর

জন্য আনবিক বোমা। তারা মুসা ও ঈসাকে কষ্ট দিয়েছে যাতে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে ফেলা যায়। তার হাতে আগুন, চোখে আগুন, জিহবায় আগুন ও কানে আগুন। আগুনের উপর আগুন। অথবা অন্ধকারের উপর অন্ধকারের আবরণ। তারা তাদের আগুন দিয়ে আল্লাহর নূরকে মিটিয়ে দিতে চায়।

আমি আমার রবের পালিত হিসেবে, সানিয়াসনাইন হিসাবে আল্লাহর জন্য দাড়িয়ে গেলাম। যেক্ষেপে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ গারে হেরায় ছিলেন। তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে নূরের উপর ছিলেন।

কুরাইশ ও সম্মিলিত বাহিনীর কুফরির আগুনের বিরুদ্ধে, যেমন বুশ, ব্লেয়ার, এরিয়েল শ্যারন এবং কুকুর আলে সউদ, আলে সাবাহ আলে নাহিয়ান, আলে ফিরআউন ও তাদের সেনাবাহিনী সবাই আমার বিরুদ্ধে ও আমার সাথে যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পথ নির্দেশ করেছেন। আমার শরহে সদর করেছেন। আমাকে নূরের উপর অধিষ্ঠিত করেছেন। আমি কুরআন পড়ে দেখতে পেলাম যে এক শ্রেণীর লোক সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে, তাঁর স্মরণবিমুখ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, এরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। যাতে তারা তওবায়ে নাসূহা করতে পারে এজন্য তাদের কাছে আহসানুল হাদীস তেলাওয়াত করা হচ্ছে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব হিসেবে যাহা সুসমঞ্জস এবং যা পুন পুন আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতপর তাদের দেহ মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। তিনি উহা দ্বারা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। বান্দা যদি চায় তাহলে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে হেদায়াতের পথ হতে নিবৃত্ত করেন না। কেননা তা যুলম। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই। আমি দেখতে পাচ্ছি যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি একা এবং আমার সাথে রয়েছেন আমার রব। আর আমার অনুসারী যারা আছে তারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আমার হাতের নূরের প্রদীপের আলোকে আমি পথ চলি। আমি দেখতে পাই যে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পানিতে লবন মিশে যাওয়ার মত অত্যন্ত সহজ কাজ। কেননা দাজ্জাল হল শয়তান আর শয়তানের চক্রান্ত সব সময় মাকড়সার জালের মত।

দাজ্জাল কাবা ধ্বংস করার জন্য আরব-অনারব সব শয়তানদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়েছে। সে মসজিদে আকসা দখল করে সেখানে মসজিদে যিরারের ধ্বংসাবশেষের উপর আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান আঃ এর নামে নিরর্থক একটি সৌধ (স্থাপনা) নির্মাণ করবে। যে মসজিদ নির্মাণ করেছিল মারওয়ান, ইয়াহুদী শুকর ও খ্রীষ্টান বানরদের পরস্পরের কুফরী ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে। মসজিদুল হারামে এমন সব ব্যক্তিদের নামে গেইট দেখতে পাবে যারা আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলি নিয়ে খেলায় মত্ত রয়েছে। যেমন “অমুক রাজার গেইট”, “তমুক রাজার গেইট” ইত্যাদি। কিন্তু এই কাবার নির্মাণকারী ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আঃ গণ সেখান থেকে বিতাড়িত অথবা এমন একটি ছোট গেইট আছে যা প্রায় দেখাই যায় না।

আমরা আকসা যিয়ারতে যাব। সেখানে গিয়েও দেখবো একই অবস্থা অথবা আরো খারাপ। সেখানে আছে বিশাল বড় মুসাল্লায়ে মারওয়ানি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে বিদ্রূপ করছে, তাদের পাপের জন্য। কেননা নবীজী তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে বিতাড়িত করেছিলেন।

এই পাপের জন্য আল্লাহ তোমাদের উপর বুশ ব্লেয়ার ও শ্যারনদের কে চাপিয়ে দিয়েছেন যাতে তারা তোমাদেরকে অপমান ও দারিদ্রতার স্বাদ আশ্বাদন করাতে পারে। আমি একা আমার রবের সামনে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে অবস্থান করে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করছি। আমি তাকিয়ে দেখি যে আমি সেই “আলাস্তু বিরাব্বিকুম” এর ওয়াদায় দাঁড়িয়ে আছি। অতীত থেকে আমি বর্তমানে আসি তারপর ভবিষ্যতের দিকে গমন করবো যেহেতু আমি আমার মালিক ইয়াওমদ্দীন এর সামনে দন্ডায়মান হবো, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আমার দিকে প্রশ্নের দৃষ্টি দিবেন। তিনি বলবেন, “তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছিল তা নিয়ে দাঁড়াও নি কেন?” আমি উত্তর দিব, “মাওলা, আমি একা এবং

একক ছিলাম। অতপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করবেন, “তুমি কত লোক নিয়ে উপস্থিত হয়েছ?” আমি বলব, “আমি একাই, মাওলা।” অতপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করবেন, “তুমি কাদেরকে জন্ম দিয়েছ?” আমি বলব, “মাওলা, শুধু আমার নিজেকেই।”

অতপর আল্লাহ আমাকে আরেকবার তাঁর আরশ থেকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন খলীফা ও প্রতিনিধি হিসেবে, পৃথিবীতে তাঁর আরশের ছায়া হিসেবে। শুধু আমার জন্য ও আমার যারা অনুসরণ করবে তাদের জন্য। এখন আমি রাসূলদের প্রতিনিধি হিসেবে বলছি অর্থাৎ আদম থেকে মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত সকলের পক্ষ থেকে বলছি, আর আমি তাদের ওয়ারিশ, “হে বনী আদম! আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করার জন্য, আল্লাহর চূড়ান্ত দলীল প্রমাণের আলোকে, কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন আমাকে ন্যায় বিচার হতে ফিরিয়ে না রাখে। আমার রব আমাকে যা আদেশ করেছেন তার উপর আমি দৃঢ় আছি। আর এসব কাজে আমি নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় পাইনা। আল্লাহর ব্যাপারে যারা আমার সাথে ঝগড়া করবে, সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও তারা ইহুদী, খৃস্টান, আরব, অনারব মোহামেডান যেই হোক, তাদের যুক্তিতর্ক আমার কাছে ও আমার রবের কাছে সব প্রত্যাখ্যাত। তাদের প্রতি আল্লাহর গজব। আর আমার হাতে তাদের শাস্তি। কারণ আল্লাহর হাত আমাদের উপর।

কিয়ামতের পুনরুত্থানের পূর্বে এভাবেই আমাদের পুনরুত্থান হবে।

হে বনী আদমের মুস্তাদআফ নারী পুরুষ ও বালকেরা! যখন তোমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলদের সুন্নাহের আলোকে জেগে উঠবে এবং পছন্দ অপছন্দ সকল অবস্থায় আমার আনুগত্য করবে তখন আমার পক্ষ থেকে সুসংবাদ এই যে, দাজ্জাল বুশই আমেরিকার শেষ প্রেসিডেন্ট হবে, যে আমেরিকা হলো আল্লাহর শাসন ক্ষমতার মোকাবেলায় শয়তান মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা। তখন আল্লাহর সেনা বাহিনীর সামনে দাজ্জালের শক্তি পানিতে লবন গলার মত গলতে শুরু করবে। আর এই বুশ আমেরিকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন প্রেসিডেন্ট না। বরং চক্রান্তকারী ইয়াহুদী ও রূপান্তরিত খৃষ্টানদের ইয়াহুদীদের মত চক্রান্তের ব্যভিচারের ফলে জন্ম নেওয়া অকাল গর্ভপাতের ফসল। তার সাথে আমাদের নবী মুসা ও ঈসা (আঃ) দের দ্বীনের ও রিসালাতের কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহ তায়ালা এই দাজ্জালকে বের করেছেন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য যাতে অসতর্ক গাফিল মুস্তাদআফরা সঠিক পথে ফেরত আসে যাতে পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম দেশের মুস্তাকবির তাগুতদের আমরা অস্বীকার করতে পারি। তাদের সরকারের বিরুদ্ধে নবুয়্যাতের বোমা ফাটিয়ে, যে সরকার দাজ্জালের ভাড়াটে সরকার, সামেরির গরুর বাচ্চার মত।

এই মহান উত্থানের জন্য তওবা ও বায়আতের মিকাত শুরু হবে ১৪২৪ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রজনীর ফজর হতে এবং শেষ হবে ১৪২৫ হিজরীর প্রথম মাস মুহাররামের শেষ দশ রজনীর ফজরে গিয়ে যাতে আমরা আমাদের রবের জন্য চল্লিশ রজনীর মিকাত পূর্ণ করতে পারি ও শুরু করতে পারি আমাদের এই বরকতময় উত্থান, ঈসরাফীলের সিংগা ধ্বনির মত, কানের ফিসফিস শব্দের মত, ধীরে ধীরে আমরা শুরু করব, এতেই আগুন জ্বলে উঠবে। কিন্তু এই শব্দই কাফিরদের জন্য মহা ভীতির ভূমিকম্পের মত হবে। এবং কাফের রাষ্ট্র সমূহের মাঝে ভয়ানক ভয়ভীতি ছড়াবে। যে কাফিররা সারা পৃথিবীকে অর্থাৎ রাসূলের অনুসারী মু’মিনদের পৃথিবীকে অন্যায় অত্যাচারে ভরে জাহান্নাম বানিয়ে দিয়েছে। আমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে এটিকে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়নতায় ভরে দিব।

আল্লাহ তায়ালা মু’মিনদের ও তার অধিবাসী নারীপুরুষদের থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূর করতে পছন্দ করেন। এবং মু’মিনদের কলবকে রবের জিকিরের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করতে চান। তারপর তারা তাদের রবের সামনে দাঁড়াবে। এভাবে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে যাবতীয় ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে একান্ত হতে হবে। এ কারণেই রাসূলগণ তাঁদের শ্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য মীকাত কাটিয়েছেন।

আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে আমাকে তাওফিক দিয়েছেন। আমি এই নানা প্রকার অগণিত শির্কে নিমজ্জিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কমপক্ষে ৩৩ বছর ধরে এই মীকাত কাটাচ্ছি। আমি এই চিঠি লিখছি ভূমিকম্পের মত করে যাতে মানব জাতির মধ্য হতে একদল লোক বের হয়। যারা ধারণা করে যে, তারা মু’মিন, মুসলিম, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বা কুরআন, তাওরাত ও বাইবেলের অনুসারী। এরা এদের ধারণা মতে প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ, মুসা, ঈসা প্রমুখদের অনুসারী !!! অথচ এরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছে! এরপরও তারা মিলাতে ইবরাহীমের দাবিদার। কেউ কি কখনো এ কথা ভাবতে পারে যে, যদি আল্লাহর নবী মুসা, ঈসা, ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ (সঃ) দেরকে এখন একত্রিত করা

হয়, তাঁরা কি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপনিত হবেন? না, না, কখনো না, হবেন না। তাহলে বোঝা গেল যে, আজকের ইয়াহুদী, নাসারা ও মুসলমানরা কেউই দীন ও ইমানের উপরে নেই। তারা কাফের, মুশরেক, দাজ্জাল, কায্যাব তাদের নেতা হলো মসীহদাজ্জাল বুশ।

বর্তমানে এই যিম্মি অবস্থায়, হে মানবজাতির নর ও নারী! তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো তোমরা একজন অথবা দুইজন করে আল্লাহর পথে দাঁড়িয়ে যাও। অতপর আমার সম্পর্কে ভাব যে, তোমাদের এই সাথী পাগল কি না? তারপর তোমাদের নিজেদের ব্যাপারেও ভাব। আমি তোমাদের সকলকে বলছি যে, তোমরা কেউই ইবরাহীম আঃ এর মত দীনে নেই, কেউ মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর নেই।

যদি তোমরা আমার সাথে ইমান আনার মত ইমান আন তখন তোমরা হবে সৎকার্যে প্রতিযোগিতাকারী, কমপক্ষে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিজের উপর যুলুমকারী হবে না। এরূপ হলে, বুশ ও তার অনুসারী আরব আনারব নির্বিশেষে সকল বানর, কুকুর, শুকরদের এই গোলক উলটে বদলে যাবে, তারা বিতাড়িত হয়ে পশ্চাদপসরণ করবে। আল্লাহর অনুমতি ক্রমে তা এই মৌসুমেই শুরু হবে। অতপর হয় তারা আমাদের সাথে তাওবা করে ইমান আনবে নয়তো আত্মহত্যা করবে। তৃতীয় কোন পথ নেই, ইনশা-আল্লাহ।

আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের পক্ষ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। “নিশ্চয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত।” আর বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে বেশি মুশরিক হলো বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোক যাদের কাছে কুরআন ও নবুয়তের এলেম আছে। এদের মধ্যে আরব আলেমরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যারা দেখেছে এবং দেখতেছে যে নগ্নপদ ও নগ্ন গায়ে জামাহীন ও জুতা হীন ব্যক্তির এখন বিশাল বিশাল উচ্চ বিল্ডিং-দালানকোঠা নির্মাণ করছে। এবং তাদের নিজেদেরকে নগ্ন নারীর আকর্ষণের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। “কাসিয়াতুন আরিয়া” এই কুকুরীদেরকে তারা আকর্ষণ করে ও আকৃষ্ট হয়। এগুলো নিয়েই ইয়াহুদীবাদী আমেরিকান দাজ্জাল উপস্থিত হয়েছে। ফলে দিনার, ডলার ও টাকা-পয়সাই তাদের দীন হয়ে গেছে যে পয়সাগুলো সেই প্রেসিডেন্ট রাজারা ছড়িয়েছে কুকুরকে হাড্ডি দেবার মত করে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর আয়াতের মত হয়ে গেছে যে, তাদের উপর তুমি বোঝা চাপালেও হাপাতে থাকে, না চাপালেও হাপাতে থাকে। তাদের উপর কর্তব্য হলো যে, তারা এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা সহ তাওবা করবে, সকল মানুষের পক্ষ থেকে মসজিদ সমূহের মিসরে উঠে, সম্পূর্ণ ইউটান করে যেই মুহূর্তে আমার এই ডাক তাদের কাছে পৌছবে সেই মুহূর্ত থেকে তারা এই বেতনভুক্ত ও ভাড়াটে ইমামতি ত্যাগ করবে, সমাজপতি ও মসজিদ কমিটি এসব তাগুতদেরকে ত্যাগ করবে। এই ত্যাগ করা আবশ্যিক তাও ঈসরাফীলের সিংগা ধ্বনির মত হতে হবে যা মানুষদেরকে পৃথিবীর বুকে পাহাড় ও সমতল ভূমিতে বহন করবে। অতপর তাদের একটি প্রবল ধাক্কা দিবে। ঢাকা থেকে মক্কা পর্যন্ত অতপর মক্কা থেকে আকসা পর্যন্ত। যাতে ঈসরা করানো হয়েছে মুহাম্মাদ সঃ কে। বর্তমানে মক্কা ও আকসা বানর, চক্রান্তকারী দাজ্জালের পদতলে। এ বছর হজ্জ হবেনা। যতক্ষণ না এই “বায়তুল আতিক” সর্ব প্রাচীন ঘর পবিত্র না করা হয়, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আঃ এর অজিকারের আলোকে পবিত্র না করা হয়। কোন কোরবানী করা হবে না, রক্ত মাংসের, তাকওয়া ব্যতীত। কেননা “উহার রক্ত-মাংস আল্লাহর নিকট পৌছায় না, কিন্তু পৌছায় কেবল তোমাদের তাকওয়া।” হে বনী আদম! তোমাদের মধ্যে তাকওয়া কই? হজ্জের জন্য আসছ তোমাদের তাকওয়া কই?

হে আব্দুল আযীয! মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এর নাতিদের মধ্যে শুধু তোমাকেই উপদেশ দিচ্ছি এই কথিত হজ্জের খুতবা দেওয়া হতে বিরত থাকতে, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে। কেননা তাগুতের নেতৃত্বের অধীনে এই ঘরের মালিকের হজ্জ হয়না। জামায়াতে সালাত সংঘঠিত হয়না, জুমআ হয়না, ঈদের নামাজ হয় না। যতক্ষণ না মুস্তাকবির বিশ্বের উপর মুস্তাদআফদের ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, হে আব্দুল আযীয! যদি তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব থাকত তাহাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অনুসরণে আমাকে অনুসরণ করত। যখন তোমার নিকট আমার উপদেশ পৌছবে তখন তুমি যদি এই আড্ডা বন্ধ কর তাহলে তোমার অতীত গুনাহ সব মাফ। আর যদি তা না কর আর আগের সেই তামাশাই চালিয়ে যাও তাহলে তোমার এবং তোমার অনুসারীর পাপ তোমার ঘাড়ের বর্তাবে। আমি তোমাদের জন্য আন্তরিক উপদেশ দানকারী। তোমরা আমার কথা শুন, আমার আনুগত্য কর। তুমি আমার এবং তোমার যারা আনুগত্য করবে সকলের সাওয়াবের ভাগ পাবে, কি উপস্থিত কি অনুপস্থিত। কিয়ামতের দিন এসব তোমার জন্য সওয়াবের খনি হবে।

হে মানব মন্ডলী আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, দাজ্জাল আমেরিকা ও তার প্রেসিডেন্ট বুশ অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সকল সীমা লংঘন করে শিখরে পৌঁছেছে। এখন আর উপরে উঠার জায়গা নেই। সে শুধু এমন ভাবে ঘাড় মটকে পড়বে যে সেখান থেকে আর উঠতে পারবে না। আল্লাহ আরব অনারব সকলকে দাজ্জালের পদানত করেছেন এমন ভাবে যে তারা সবাই নিকৃষ্টতমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে দাজ্জালের রুকু-সিজদা করী।

হে ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব! তুমি দাবি কর যে, তুমি সে দেশের রাষ্ট্রিয় গ্রান্ড মুফতি, এই বাস্তবতা সম্পর্কে তুমি কি বলবে? যে ইরাকে একজন দাজ্জালী মার্কিন সৈন্য মাসে বেতন উত্তোলন করে পাঁচ হাজার ডলার। পক্ষান্তরে অনুরূপ একজন ইরাকী সৈন্য মাসে বেতন উত্তোলন করে মাত্র ষাট ডলার। অথচ সম্পদগুলো হচ্ছে মুসলমানদের সম্পদ। এ ব্যাপারে তুমি কি ফতোয়া দিবে? ইতিহাসে শ্রুত এর চাইতে দেওয়ানি পনা আর কি হতে পারে? ইল্লা লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন।

তোমরা যে সমস্ত শাসকদের পাপ ও সীমা লঙ্ঘনে সাহায্য সহযোগিতা করছ তারা কি এই চূড়ান্ত অপমানের জন্য দায়ী নয়?

এখান থেকে বের হবার পথ কি? দাজ্জালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আল্লাহর অভিভাবকত্বে ফেরত আসার এবং আল্লাহর শরীয়াতের ইমামগণ আমাদের পিতা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের ঐতিহ্যে ফেরত আসার উত্থানের প্রবেশ পথ কই যে উত্থান দাজ্জালকে পানিতে লবণ মেশানোর মত করে মিশিয়ে দিবে? আমরা তাঁদের ওয়ারিশ।

এখন তুমি আমার সাথে পড় “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যের প্রবেশ পথে প্রবেশ করাও, আমাকে সত্যের নির্গমন পথে নির্গমন করাও। এবং তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য অপরাজেয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করে দাও। সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করে দাও। আমীন।”

আমি আমার রবকে ডেকেছি, আহবান করেছি। অতপর তিনি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমি তাঁর মুজিব, মুজিবুর রহমান। রহমানের ডাকে সাড়াদানকারী। কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের ঘাড়ের রগের চেয়েও কাছে, নিকটস্থ। আমার রব আমাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। যাতে আমি মানবজাতির পৃথিবীতে আগমন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মানবজাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা দাজ্জালের ফিতনা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পারি।

তোমরা সোজা আমার কাছে চলে আস, তোমাদের জবরদখলকারী অত্যাচারী শাসকদেরকে একদম পেছনে ছুড়ে ফেলে। নির্লজ্জ, নির্বোধ, যে মিথ্যা বলে তার নাম রেখেছে “খাদেমুল হারামাইন” অর্থাৎ দুই পবিত্র স্থানের সেবাকারী। আসলে সে হলো “খায়েনাল হারামাইন” দুই পবিত্র স্থানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী, “খাদেউল মুসলিমিন” মুসলমানদের সাথে প্রতারণাকারী, খাদেমুল “হারামিয়িন” হারামীপনার খাদেম। তাও আরব উপদ্বীপে যা পবিত্র স্থান সমূহের কেন্দ্রবিন্দু।

হে আব্দুল আযীয! তোমার নিজের ব্যাপারে এখন তুমি ফতোয়া দাও। তুমি নিজে কি আসলেই আল্লাহর বান্দা? তুমি কি এই সম্মানিত ঘরের মহান রবের দাস? নাকি আলে সউদ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুর রহমানের পরিবারের নাতি-পোতাদের ইবাদতকারী তুমি? যারা বৃটেন ও আমেরিকাকে তোমার দেশকে চুষে খেতে ও তার সম্পদ লুটে নিতে, অধিবাসীদেরকে দাস বানাতে সকল পথ করে দিয়েছে। বর্তমানে তারা যমজ দুই ভাই হয়েছে আলে সউদ আস-সাওদিয়া ও আলে ইয়াহুদ আল ইসরাঈলিয়াহ নিজের দুই পাল্লার মত, আলে সউদ আর আলে ইয়াহুদ।

আজ থেকে তুমি লিখবেও না আর দাবিও করবে না যে তুমি এই মানদন্ডের আলে শাইখ। বরং তুমি হবে ইবনে আদম ও আলে ইবরাহীম এবং আমার মত শিয়ায়ে নূহ। তাহলে আল্লাহ তোমার বক্ষকে ইসলামের জন্য সম্প্রসারিত করবেন। তখন তুমি দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখতে পাবে যা আমি এখন দেখছি। তুমি তখন চর্মচক্ষু এবং অন্তর্চক্ষু দুটো দিয়েই দেখতে পাবে। কতই না উত্তম ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে বাজ রাহিমাহুল্লাহ! তিনি চর্মচক্ষু অন্ধ থাকলেও তার অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রখর। আমি বেশ কয়েকবার তার সাথে দেখা করে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেছি। আমার ফিরাসাত, দিরায়াত বা অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার দিকে তাকে ইশারা করেছি। কিন্তু এমন কোন কথা তাকে বলিনি যা বুঝতে তার কষ্ট হবে এবং সে সেটা বহন করতে পারবে না।

মক্কায় অবস্থান কালে আমার মাথায় একটা খেয়াল আসলো যে আমি এমন একটি দ্বীনি শিক্ষার কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করবো যা এমন এক প্রজন্ম তৈরী করবে যারা আমার এই আমানত, এই পত্র ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। এই চিন্তার প্রসার শুরু হয়েছিল মক্কায় আমার কক্ষ থেকেই। আমার সাথে ড. আলী আশরাফ নামে এক বাংলাদেশী ব্যক্তি ছিলো। এ ব্যক্তি ছিলো ইংরেজী ভাষায় পন্ডিত কিন্তু কুরআন ও এর পঠন পাঠনে ছিলো মিসকিন, আকীদায় সুফী সহজ সরল স্বভাবের মানুষ। তাকে দিয়ে একটি কাঠামো দাঁড় করাতে চেষ্টা করলাম। সে ছিল সেখানকার এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। অতঃপর সেখানে আমি আরও কিছু বনী আদম জমা করলাম। এদের মধ্যে কয়েকজন হল আহমদ সালাহ জামজুম, এক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, আব্দুল হুইয়ামানী, ইনফর্মেশন মিনিস্টার, আব্দুল্লাহ উমর আয-যুবাইর, জিদা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, আব্দুল্লাহ আন নাসিফ, রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল, মুহাম্মাদ কুত্ব, সাইয়েদ কুত্ব এর ভাই, আব্দুল্লাহ মুবারক, রাশেদ আর রাজেহী, মক্কা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, আব্দুল আযিয খোয়াজা, আমেরিকায় অ্যাম্বেসেডার, আব্দুল্লাহ যায়েদ, এডুকেশন মিনিস্ট্রির ডিজি এবং এদের মত আরো কয়েকজনকে। তবে আমি ছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে, আমার সামনে রেখেছিলাম আলী আশরাফকে যাতে প্রথমে আমি তাদের যোগ্যতার পরিমাপ করতে পারি, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য। অতঃপর কয়েকদিন পর আমার কাছে স্পষ্ট হল যে আমার সঙ্গী আলী আশরাফ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুর্থ, আর কমিটির সামনেও তার কুসংস্কারগুলো প্রকাশ করা শুরু করল। তারা মনে করে যে তারা সবজান্তা, আরব জাহেলিয়াতের False Prestige ও তাদের ছিল। আবার বিভিন্ন মাযহাব মাছলাকের অনুসারী, মুকাল্লিদ, কেউ হানাফী, কেউ শাফেয়ী, কেউ হাম্বলী, কেউ ওহাবী, সুন্নী, শিয়া, মুহাদ্দিসুনাল আহাদীস ঘটনাসমূহের বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস, আল্লাহর নাযিলকরা হাদীস কুরআনকে বাদ দিয়ে। আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে বিদআতকারী, অসার আলাপ আলোচনাকারী, অনুসরণকারী নয়। অতঃপর আমি তাদের থেকে চুপিসারে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। অতএব তাদেরকে বাকবিত্তা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকার জন্য ছেড়ে দিলাম ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন তারা বজ্রাহত হবে। আমি জানি না এদের মধ্যে কে জীবিত আছে, কারা মারা গেছে আর কারা তাদের রবের পথে দৃঢ় আছে অথবা কারা বদলে গেছে বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আল্লাহই তাদের অভিভাবক হয় পক্ষে নয় বিপক্ষে। আমি তাদের অভিভাবক নই।

আমি তাদের মাঝে সাধারণ মানুষের একটি দল পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি খুঁজতে ছিলাম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন ঝাড়ুদার। যে আমার সাথে ঝাড়ুদিয়ে এই পৃথিবীর শিরক, কুফর, বিভ্রান্তির আবর্জনা থেকে মুক্ত করবে। যেরূপ হারাম শরীফকে ইব্রাহীম আঃ ও ইসমাইল (আঃ) দের অঙ্গীকারের ভিত্তি মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরাইশদের ৩৬০ মূর্তীর অপবিত্রতা থেকে ঝাড়ু দিয়ে পবিত্র করেছিলেন। কুরাইশদের মূর্তি ও সেনাবাহিনী থেকে। অতঃপর এসেছিল আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। তারপর মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছিল। কেননা তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দৃঢ় চিন্তের নবী রাসূল নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা (আঃ) দের নামে কাবায় দরজা স্থাপন করেছিলেন। যে দরজাগুলো বন্ধ করেছিল কুরাইশরা তাদের মূর্তি দিয়ে যাতে তারা তাদের পিতৃপুরুষদের শরিয়তে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু পরবর্তীতে ধ্বংস শুরু হয়েছিল ঐ সমস্ত লোকদের কারণে যারা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আল্লাহ যা নাযিল করেছিলেন তা অপছন্দ করেছিল। তাদের নেতাদেরকে বলেছিল “আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথাই শুনব,” নবীর কথা না। তারা আরো বলেছিল নেতা শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে।” ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল। এদের মধ্যে করো নাম দেওয়া হল ‘মানেয়িনে যাকাত’, নবুয়তের দাবীদার, মুরতাদ আরও কত কী ?

আর এ সকল ফিতনার মূলে রয়েছে সেই অভিশপ্ত কথা “আল আইম্মাতু মিন কোরাইশ ” অথচ তাদের বলা উচিত ছিল “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ,” “ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহী আতাকাকুম,” “ইন্নালা মাসাজিদা লিল্লাহ, ফালা তাদউ মায়া আল্লাহি ইলাহান আখারা। তারপর পুনরায় কোরেশী মূর্তি ফিরে এলো নতুন কাপড় পড়ে। শুধু তাই নয় সকল প্রকার কুসংস্কারও ফিরে এলো। এরপর আজও পর্যন্ত কাবা, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা সব জিম্মি হয়ে রইল। আর এর গেইট গুলো হল তাগুতদের নামে যাতে সেখানে নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর অনুসারীরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।

মাসীহদাজ্জাল বুশ আসছে আর তাতে সুন্নী- শিয়া সকল ছোট ছোট দাজ্জালরা তার সামনে মাথানত করেছে, সে মাথানত করিয়ে ছাড়ছে। কেউ আবু বকর, উমর, উছমানের কোরেশী শিয়া, সুন্নী ; আর কেউ হাশেমী কুরায়শী আলীর শিয়া। তাই মক্কা মদীনা এখন পতনোন্মুখ হয়ে দাজ্জালের সামনে, যাতে আকসার মতো এ দুটাকেও ভাঙতে পারে। বাগদাদের তাগুতের পর রিয়াদ, তেহরান, কায়রো, ত্রিপোলী, দামেস্কের তাগুতরা তাদের সব অনুসারী সহ সবাই দাজ্জালকে রুকু করছে, মেনে নিয়েছে। তারা তাকেই সিজদা করে যাতে দাজ্জাল নুরের উপর যুলুমাত বা অন্ধকার পূর্ণ করতে পারে,

মুস্তাকবির ক্রিমিনালদের পাপের কারণে। এই চরম অপমান এবং লাঞ্ছনায় আমাদের কোন পাপ নাই। আমাদের পাপ একটাই আমরা মুস্তাদআফ হয়ে চুপসারে বোবা হয়ে বসে আছি। মুস্তাকবির ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলিনা।

আর এটা অসম্ভব যে নুরের উপর যুলুমাত পূর্ণ হবে কারণ আল্লাহই তাঁর নুর কে পূর্ণ করবেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করুকনা কেন। আমি সাধারণ মানুষের মত না, একেবারে ঝাড়ুদারের মত দাঁড়িয়ে গেছি যাতে আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহকে বিভিন্ন প্রকার সুনান বা পদ্ধতি যেমন খৃষ্টানদের সুনাহ, সুনীদের সুনাহ, শিয়াদের সুনাহ থেকে ঝাড়ু দিয়ে পবিত্র করে একক সুনাতুল্লাহ বা আল্লাহর একমাত্র সুনাহকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। যে সুনাতের কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। যাতে আমাদের মুস্তাদআফদের দ্বারা আল্লাহর নুর পূর্ণ হয়। “ওলায়াতুল মুত্তাহিদাতুল আমরিকিয়া” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাজ্জালের সামনে কোন শক্তি নেই, কোন উপায় নেই, একমাত্র আল্লাহর অভিভাবকত্বে ফেরত আসা ছাড়া।

হে গ্রান্ড মুফতী! “ওয়াহিদুল কাহহার” আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাও। দাঁড়িয়ে আমার সাথে সবাইকে সতর্ক কর। আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর। কল্পনা ও সকল প্রকার কুসংস্কারের উর্ধে ওঠে যাও। আল্লাহর কসম! আমি ইয়াহুদীদের মেসাইয়া নই, খৃষ্টানদের মসীহ নই বা কুরাইশদের মাহদীও নই যার অপেক্ষা তোমরা করছ, বিভিন্ন ধর্ম বানিয়ে। কারণ আল্লাহর দ্বীন এক। আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের অধিপতির নিকট, মানুষের ইলাহের নিকট। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের অন্তরে। জিন শয়তান ও মানব শয়তানের মধ্য হইতে। আমি আল্লাহর দ্বীনের ঝাড়ুদার। আল্লাহর একমাত্র দ্বীন ইসলাম, আর সেটা ইসলাম, ইসলাম। সেখানে আল্লাহর একমাত্র সুনাত ছাড়া আর কোন সুনাত নেই। সমস্ত রাসূলই এই সুনাতের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু রাসূলদের কোন সুনাত বা সুনান ছিল না। আর ইসলামে নুহের শিয়া ব্যতীত কোন শিয়াও নেই।

এটাই হলো এই ঝাড়ুদারের আযান, সমস্ত মানুষের জন্য, মুস্তাদআফদের জন্য যাদের ব্যপারে আল্লাহর ওয়াদা হলো যে তিনি তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। আর আল্লাহর ইচ্ছাকে রদ বা বদল করার কেউ নেই। কারণ তিনি যা ইচ্ছা তাই অবশ্যই করেন। তুমি কখনও মনে করো না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহনকারী।

এই পৃথিবী ভূকম্পনে বদলে যাচ্ছে। সেখানে রিয়াদে, কায়রোতে, বাগদাদে, দামেশকে কোন কায়সার থাকবে না, তেহরানে কোন খসরু থাকবে না। সমগ্র পৃথিবীতে কম্পন ঘটে এটা বদলে যাবে। পৃথিবী হয়ে যাবে অন্য পৃথিবী। এবং আকাশও বদলে যাবে এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহর সম্মুখে, যিনি পরাক্রমশালী। ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে বোধ শক্তি সম্পন্নদেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

এই বিরল সুবর্ণ সুযোগে তোমরা আমার কাছে দৌড়ে আসো হাতে ঝাড়ু ও হাতুড়ি নিয়ে, আমরা দরজাগুলো ভাঙ্গবো। ঘরগুলো প্রস্তুত আছে। ওতে যতো খসরু, কায়সার, স্বৈরাচারদের নামে যত নেমপ্লেট আছে সব আমরা ভেঙ্গে ফেলবো। কারণ তারা নাজাস বা অপবিত্র। ইল্লামাল মুশরিকুনা নাজাস। নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র। তারা যেন এ বছরের পর আর মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর কথা স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না তারাইতো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় সম্ভবত, সম্ভবত, নিশ্চিত নয়, তাহারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ ও মসজীদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের পূণ্যের সমজ্ঞান করে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়। বরং আল্লাহর বাণীর আলোকে তাদের বিল্ডিং ও বিল্ডিং বানানো হলো তাদের স্বৈরাচারী, মুস্তাকবিরী ও কুফরীর নিদর্শন। “তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে নিরর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে এবং তোমরা যখন আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।”

হে গ্রান্ড মুফতি আব্দুল আযিয! তুমি এবং তোমার সত্যবাদী মুমিন সাথীদেরকে নিয়ে পৃথিবীকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আমার সাথী হও। তবে ঐ সমস্ত মানুষদের মত হয়ো না যারা জন্তু জানোয়ারের চাইতেও অধম। তোমরা সকলে আমার সাথে ও আমার সাথীদের সাথে ঝাড়ুদার হয়ে যাও। আমরা একসাথে ঝাড়ু দিব প্রথমে মানবজাতির জন্য নির্মিত সর্বপ্রাচীন ঘর মসজিদুল হারাম কে যেটা মুসলমানদের কিবলা যেখান থেকে মুহাম্মাদ সাঃ কে ইসরা করানো হয়েছে। যাতে পূর্ববর্তী ইমাম নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ আমাকে সালাত শিখিয়ে দেন। ঐ শরীয়তের ভিত্তিতে যা তিনি আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। “আর তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং তাতে দ্বিমত করবে না।” যা কাফিরদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। যাতে আমরা ইয়াহুদী নাসারা সহ সকল আহলে কিতাব মানুষদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে পারি। আমরা কখনই প্রবৃত্তির অনুসরণ করবো না। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন আমাদেরকে ন্যায়বিচার বিচ্যুত অপরাধী বানাতে না পারে, আমরা ন্যায়বিচার করবোই।

আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করবো:

১। মসজিদুল হারাম হবে সাতটি দরজা বিশিষ্ট। বড় পাঁচটি দরজা হবে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ এর নামে। আর দুটি শাখা দরজা হবে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার নামে ও মারিয়াম বিনতে ইমরানের নামে। তাঁদের সবার উপর সালাম।

ন্যায় ভিত্তিক এই পরিবর্তনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বেশীরভাগ নর-নারীই ঈমান আনবে খাতামুল্লাবিয়িন মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রতি যিনি ছিলেন তাঁদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা আঃ দের দেখানো পথের উপর, সমানভাবে, কোন পার্থক্য না করে। তারা বিশ্বের মুস্তাকবিরদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ, যে মুস্তাকবিররা তাদের জীবনকে বানিয়েছে জাহান্নাম। তাদের নেতা হল দাজ্জাল বুশ ও টনি ব্লেয়ার।

২। মসজিদুল হারাম ও তার দেশকে সকল বনী আদমের জন্য উন্মুক্ত করে দিব, যারা তাদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায় তাদের জন্য, সারা বছর ধরে, তবে হজ্জের সময় ব্যতীত। এর মানেই হল “বা’দা আমিহিম হাযা” এই মৌসুমের পর। কেননা কাবা হচ্ছে মানবজাতির জন্য নির্মিত ঘর, শুধু হজ্জের জন্য নয়। সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা ও দায়িত্ব বহন করার সামর্থ্য যাদের আছে শরীয়তে শুধু তাদের হজ্জের বিধান আছে। মক্কার কেন্দ্রীয় ইমামের দেয়া দায়িত্ব যারা স্বদেশে ঠিক ঠিক ভাবে পালনের যোগ্যতা রাখে শুধু তাদের উপরই হজ্জ ফরজ। “তোমাদের এই উম্মাহ হল এক উম্মাহ। এর রবও এক। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই। শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শুধু তাঁরই। এটাই হল ‘মানিসতাতাআ ইলাইহি সাবিলা’র অর্থ, সামর্থের মানদণ্ড শুধু নিসাব পরিমাণ মাল বা সম্পদই নয়।

আর সাধারণ মানুষদের মাঝে যাদের পথ খরচ আছে তারা ইচ্ছে করলে মসজিদুল হারাম ও অন্যান্য পবিত্র জায়গাসমূহ সারা বছর যখন ইচ্ছা যিয়ারত করতে পারবে, তবে হজ্জের সময় ব্যতীত। বাড়িঘরগুলো হবে মেহমান ও মেঝবানের ঘর। যোগ্যতা থাকলে মেজবানরা হজ্জের মুয়াল্লিম হতে পারবে। তারা মানুষের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনাবে। মানুষদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবে, তাদেরকে পবিত্র করবে। কিন্তু তাদের ইমামের পক্ষ থেকে শক্ত তদারকির ব্যবস্থা থাকবে যাতে কেউ সীমালঙ্ঘন ও যুলম না করতে পারে। “আর যে ইচ্ছা করে সীমালঙ্ঘন করিয়া উহাতে পাপ কার্যের, তাহাকে আমি আশ্বাদন করাইব মর্মস্তুদ শাস্তির।

সেখানে মক্কায় কোন প্রকার ভাড়া প্রথা থাকবে না।

এরূপেই মানুষের জন্য নির্মিত, মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নির্মিত ঘরের মর্যাদা নবায়ন করা হবে।

এই চিরন্তন ঐশী মানদণ্ডের আলোকে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী নবায়ন করা হবে। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে মানুষ সারা বছর ধরে মদীনা যিয়ারতে আসবে। যখন সেখানে মানুষ নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ(সাঃ) দের নামে গেইট দেখবে ও মহিলারা উত্তম দুই মহিলা মারইয়াম ও আসিয়ার নামে গেইট দেখবে তখন তারা সবাই মুহাম্মদ (সাঃ)

কে খাতামুল্লাবীয়ন বলে স্বীকৃতি দিবে। সকল নবীর অনুসারীদের কাছে তখন মুহাম্মদ (সা:) হয়ে ওঠবেন উসওয়াতুন হাসানাহ বা চমৎকার আদর্শ। সারা বিশ্বে এই শিক্ষা পেয়ে পুরুষরা তাদের তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠবে। তদ্রূপ মহিলারাও তাদের ফেরআউনী চরিত্রের স্বামী ও অভিভাবকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠবে। যারা সারা বিশ্বজুড়ে মা হাওয়ার কন্যাদের ইজ্জত নিয়ে খেলে। এটাই হল তাদের Gender Equality.

৩) মক্কায় ইমামের ভাষায় এই উত্থানের আলোকে ঘোষণা, ভাষণ হবে আর তা সকল সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হবে। মক্কার ও আকসার এই স্থপনাগুলো বিশেষ করে বর্তমান মসজিদ যাতে বিরাট মুসাল্লায়ে মারওয়ানী রয়েছে তাকে মসজিদে যেরার হিসেবে ভেঙ্গে ধ্বংস করতে হবে। তারপর বাবা ইব্রাহীম আ: এর ভিত্তিপ্রস্তরের উপর কাবা ও আকসা মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হবে। সুলাইমান ইবনে দাউদের পরিকল্পনা অনুসারে। আর সুলাইমান আ: এর সেই মসজিদে মূর্তীর পুজার ইবাদত গৃহ ছিল না। বরং সেই মসজিদ ছিল নিশ্চিতভাবে আল্লাহর আদেশ অনুসারে নির্মিত ও পরিচালিত। যে মসজিদ বানানো হবে আল্লাহর জন্য। আর তাতে আল্লাহর নামের সাথে অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা যাবে না।

এই স্থাপনাটি হবে সর্বোচ্চমানের এবং রাজা ও নবী হযরত সুলাইমান আ: এর পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাকে আল্লাহ এমন রাজত্ব দিয়েছেন যা তার পরে আর কেউ পায় নি। আর এই মসজিদ নির্মাণে সমগ্র মানুষ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস করে হোক তারা ইহুদী বা নাসারা তাদের contribution বা অর্থসাহায্য গ্রহণ করা হবে। যাতে আল্লাহর তাওহীদের আলোকে সব মানুষের জন্য এই স্থাপনা নির্মাণ করা যায়। তার কালেমা, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” যা সব মানুষের ঐক্যের কালেমা তার আলোকে। তিনি এক তার কোন শরীক নেই। উযাইর হিসেবেও না, ঈসা হিসেবেও না, মুহাম্মাদ হিসেবেও না, যাতে মুমিন মুমিনাদের মনে এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণের অনুভূতি থাকে ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার অনুভূতি থাকে।

আর আরব মুসলমানরা একটা মহা সত্যকে ভুলে না যায় যে সায়্যিদুনা ঈসা ইবনে মারইয়াম রহুল্লাহ ছিলেন তাগুতদের হাতে অত্যাচারিত মজলুম। তখনকার দিনের তাগুত ইয়াহুদীদের হাতে। ইয়াহুদীরা তাঁর ও তাঁর মায়ের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তাদের উপর বিরাট অত্যাচার করেছে। তাদের কেউ তাহেরা বা পবিত্রা ও তাঁর ছেলের ব্যাপারে সত্য কথা বলেনি। যেরূপ সত্য বলেছেন খাতামুন নাবিয়্যিন সা:। এরূপ সত্য কথা ইহুদী খৃস্টানরা কেউ বলেনি। এই সত্যের আসল উত্তরাধিকারী আমরাই। আমরাই বেশি হকদার নাসারাদের চেয়ে। আমরা খৃস্টানদের সাথে ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই করব যা নবী সা: তাঁর জীবদ্দশায় খৃস্টানদের সাথে করেছেন। তিনি যদি আমাদের মাঝে এই চূড়ান্ত সময়ে উপস্থিত বা জীবিত থাকতেন, তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে সত্যিকারে যারা নাসারা তাদের পাল্লাই ভারী হত ইয়াহুদিদের জোটের বিরুদ্ধে। রাসূল সা: এর মৃত্যুর পর আরব ও নাসারাদের মাঝে যে সংঘাত ও যুদ্ধ ছিল তা ছিল বিপথগামী আরব ও ক্রুশবিদ্ধকারী নাসারাদের মাঝে নাগরদোলার মত একবার তারা জিতে আরেকবার ওরা জিতে যুদ্ধে। কিন্তু সেই যুদ্ধ কখনই সত্যিকারের মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও ঈসা আ: দের অনুসারীদের মাঝে ছিল না, কখনও না।

এখন সময় এসেছে আমাদের বলার ও দাবী করার যে, “আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করার জন্য। আল্লাহ আমাদেরও রব তোমাদেরও রব। আমরা যা আমল করি তা আমাদের আর তোমরা যা আমল কর তা তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন ঝগড়া নেই। আল্লাহ আমাদের কে একত্রিত করবেন। আর তাঁর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন। এটাই হলো আমাদের ও তোমাদের মাঝে দলীল আল্লাহর ব্যাপারে।

আল্লাহর ইচ্ছায় মসজিদুল আকসার এই নির্মাণে, ঈসা ইবনে মারইয়াম ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর রিসালাত একত্রিত হবে। তাঁরা একে অপরের সত্যায়নকারী ছিলেন। তাতে আল্লাহর নূর পৃথিবীতে পূর্ণতা লাভ করবে। সেটাই হলো ইকামতে দীন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা। এই পৃথিবীতে এক দীন প্রতিষ্ঠা “ইন্নাদীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম”। অনেক ধর্ম নেই। উম্মাহ হল এক উম্মাহ। উম্মতসমূহ নেই। বনী আদম সব এক হয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহ হবে। ইত্তেহাদুল উমাম বা জাতিসমূহের সংঘই কুফরী, বিভ্রান্তি। এক উম্মাহ তাওহীদ দুই উম্মত বা আরো বেশী উম্মত এগুলো হলো পার্থক্যকরণ, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ হলো বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি। তার অভিভাবকত্বে আছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর ইমাম বুশ দাজ্জাল। তার আজ কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কোন দেশ আক্রমণ করা বা ভুখন্ড দখল করার জন্য তার জাতিসংঘের কোন অনুমতি প্রয়োজন নেই। এরূপে সে পৃথিবীতে দাজ্জালে পরিণত হয়েছে, পূর্ব থেকে শুরু করে পশ্চিম পর্যন্ত সে একক দাজ্জাল হয়েছে। সে মিথ্যা মসীহের দাবী করেছে। ফলে সে মসীহদাজ্জাল ও কায্যাবে পরিণত হয়েছে।

আমরাও সকল তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে দায়মুক্ত হয়ে তাদের অমুখাপেক্ষী হয়েছি, আমাদের কোন ঠেকা নেই। ইউরোপ ও আমেরিকান দাজ্জালের নেতৃত্বের সকল সরকার ও খন্ডিত রাষ্ট্রকে আমরা অস্বীকার করছি। আমরা সকল নবীর ওয়ারিশ। আমরা বাবা ইব্রাহীমের মত নূহের শিয়া ঠিক যেমন ছিলেন মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ গণ। আল্লাহ রিসালাতে ঈসা ও রিসালাতে মুহাম্মাদী কে আল্লাহ একটি অপরটির পরিপূরকরূপে একত্রিত করেছেন। যে ইয়াহুদীরা তাদের ধারণামতে হযরত ঈসা আঃ কে শূলীবিদ্ধ করেছে তাদের চেয়ে খৃস্টানরা বন্ধুত্বেও দিক দিয়ে আমাদের নিকটতর।

এই যে উত্থান এটাই হযরত ঈসা আঃ এর উত্থানের পথ করে দিবে। তা মুহাম্মাদ সাঃ এর রিসালাত কে মজবুত করবে, শক্তিশালী করবে। আর সেটাই হল সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে দীনকে নামিয়ে আনা। যাতে এর দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে সব শাসন করা যায়। আল্লাহু আ'লাম।

কিন্তু এর বাইরে হযরত ঈসা আঃ এর শারীরীকভাবে আগমনের বিষয়টা আত্মীকভাবে ব্যতীত সম্পূর্ণ মানববোধগম্যতার বাইরে। তিনি কিভাবে আবার প্রেরিত হবেন? নতুনভাবে মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে? তাহলে তাঁর বাবা, মা কে হবেন? নাকি তিনি আসমান থেকে আবার নেমে আসবেন যেভাবে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল? এ সমস্ত প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর নেই। শুধু ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের কিসসা – কাহিনীকারদের বানোয়াট কথা ছাড়া কোন বর্ণনা নেই। এর কোন লেজও নেই মাথাও নেই। আমরা একটা ঘূর্ণীচক্রের মধ্যে আছি। আর পৃথিবী চারজন উদ্ধারকারীদের উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে। যেমন শিয়া ও সুন্নীদের দুই ইমাম মাহদী আছে। তাও একজন অপরজনের বিরুদ্ধে। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহী। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক মুস্তাদআফদের অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমার বক্ষকে সম্প্রসারিত করে দিন। আপনার রুহ ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে দিন।

আমরা অস্বীকার করছি যে আমরা মক্কাতে মুক্ত করব। অতপর মিল্লাতে ইব্রাহীমের জন্য তা পবিত্র করবো। তারপর সেখানে পাঁচজন ইমামের নামে পাঁচটি গেইট বানাবো তাঁরা ছিলেন উলুল আযম দৃঢ়চিন্তের পাঁচ নবী সেখানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর প্রকাশটা হবে সবচাইতে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। কেননা মক্কা ও তাঁর আশেপাশের এলাকা হল তার জন্ম ও লালন-পালন ও বেড়ে উঠার যায়গা। আর সেখানে আরো দুটি দরজা বানানা হবে নারীকুল শ্রেষ্ঠ দুই রমণী মারইয়াম ও ফেরাউনের পত্নী আসিয়ার নামে।

ঠিক এভাবেই আমরা মসজিদুল আকসার দেশকে শির্কের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করবো, ইয়াহুদীবাদ ও আরব জাতীয়তাবাদের অপবিত্রতা হতে, একমাত্র মিল্লাতে ইব্রাহীমের জন্য। তারপর এই প্রথম কিবলাকেও আমরা মক্কার মতই উলুল আযম পাঁচ নবী ও দুজন মহিলার নামে মোট সাত টি দরজা বিশিষ্ট বানাবো। কিন্তু সেখানে হযরত ঈসা আঃ এর বিষয়টি সুস্পষ্ট ও লক্ষনীয় হবে কেননা তা হলো হযরত ঈসা আঃ এর জন্ম ও বেড়ে ওঠার জায়গা। যাতে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে মুহাম্মাদ সাঃ কে প্রেরণ ও উত্থান করানো হয়েছিল হযরত ঈসা আঃ এর উত্থানের পূর্ণতা লাভের জন্য। এবং আল্লাহর নূর পূর্ণ করার জন্য। ঈসা-মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ-ঈসা এই দুই নবির অনুসারী একে অপরের হয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে আল্লাহর নূর পূর্ণ করবে। যদিও ঈর্ষাপরায়ণ, মুশরিক ইয়াহুদীরা তা অপছন্দ করুক না কেন যারা তাদের ধারণামতে হযরত ঈসা আঃ কে শূলীবিদ্ধ করে মেরেছিল। ঈসা ইবনে মারিয়াম কখনোই আল্লাহর বেটা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঠিক মুহাম্মাদ সাঃ এর মত যিনি কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না। যেরূপ ঈসা আঃ কোন পুরুষের সন্তান ছিলেন না। এভাবে হযরত ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃদের রিসালাতের পুনরুত্থান হবে। একটির পর আরেকটি। আর মুসলমানরা ও নাসারারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে। যেরূপ তারা আল্লাহর দীন থেকে দলে দলে বের

হয়ে গিয়েছিল, দীনের মধ্যে পরিবর্তন ও মিথ্যা আরোপের জন্য। তখন দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীরা পানিতে লবন মেশার মত করে মিশে যাবে। এবং আল্লাহর কালিমা হবে সমুচ্চ। আর কাফিরদের কালিমা হবে হেয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪। হে ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাঃ দেব অনুসারী মুসলিমরা তোমরা তোমাদের রাসূলদের মাঝে পার্থক্য করো না। আর তাদের ব্যপারে বলোনা যে, ‘দুইয়ের প্রথম’ যেমন ‘তোমাকে সৃষ্টি না করলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না’, অথবা বলো না যে ‘দুইয়ের দ্বিতীয়’, যেমন উযাইর আল্লাহর পুত্র। অথবা বলো না যে, ‘আল্লাহ তিন জনের একজন, ঈসা, আল্লাহর পুত্র, তোমরা এসব থেকে বিরত হলে তোমাদের কল্যাণ হবে।

অতপর তোমরা তোমাদের অন্তর থেকে সর্ব প্রকার জাতীয়তাবাদ, নাগরিকত্ব মুছে দাও, ত্যাগ কর। এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় সীমানাও মুছে দাও। কেননা এই ভাগাভাগি ও খন্ডিত রাষ্ট্রের বিভক্তি সৃষ্টি করেছে শয়তান। যাতে সে আল্লাহ কে বাদ দিয়ে নিজেই রব সাজতে পারে। যাতে বনী আদম কে ভাগ করতে ও বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করতে পারে এবং যাতে মানুষের রক্ত শোষণ করতে পারে। পাসপোর্টের মাধ্যমে, ট্যাক্সে ও লেভি এবং নানা প্রকার করারোপের মাধ্যমে। আরো বিভিন্ন প্রকারের কর। এরপর তোমরা তোমাদের মায়েদের স্বাধীনভাবে জন্ম দেবার পরও দাসে পরিনত হয়েছ। আমি তোমাদের কে আহ্বান করছি সকল বিভাজন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। আমার যদি দৃঢ়তা না থাকত তাহলে আমি পাসপোর্ট করে মক্কায় যেতাম। কিন্তু এখন পাসপোর্টের মাধ্যমে আর যাব না। কারণ পাসপোর্টের ভেতর নাগরিকতার উল্লেখ থাকতে হয়। আমি তোমাদের কাছে এই সময়ে আমার চিঠি পড়ে শুনাচ্ছি দাজ্জালের আনবিক বোমার বিরুদ্ধে আমি নবুয়তের বোমার যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। “যখন তুমি নিষ্কেপ করেছিলে তখন তুমি নিষ্কেপ করনি বরং আল্লাহই নিষ্কেপ করেছেন।

মানুষ যদি ইমামের পেছনে একত্রিত হয় তাহলে এই জনশক্তির চেয়ে বড় আর কোন শক্তি আছে? তাগুত যদি দাজ্জালও হয়, সকল প্রকার আনবিক অস্ত্র ও মিজাইল দ্বারা সজ্জিতও হয়, আর সকল মানুষ যদি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে একাই ময়দানে পড়ে থাকবে? সে কার সাথে বসবাস করবে পৃথিবীতে? সে যদি তার বোমা দিয়ে সব মানুষকে মেরে ফেলে শেষ পর্যন্ত সে কি আত্মরক্ষা করতে পারবে? যখন সে পৃথিবীর বুকে নিজেকে একাই দেখতে পাবে, সে কি এক, একক হয়ে টিকে থাকতে পারবে? কখনোও না।

কারণ এভাবে একমাত্র আল্লাহই এক ও একক হয়ে থাকতে পারেন। মদীনায়, আকসায় তারপর মুসলিম বিশ্ব সহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এমনকি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এই চিঠির ঘোষণা পৌঁছে দাও। আফ্রিকা, রাশিয়া ও চীনেও। এই পৃথিবী বর্তমানে যুদ্ধ ও সংঘাতে ক্লান্ত, শ্রান্ত। সর্বত্র মানুষ এখন শুধু শান্তি চায়, অন্য রাষ্ট্র থেকে দূরের কথা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্র থেকেই তাদের কোন নিরাপত্তা নেই, মুক্তির পথ নেই। আমার এই চিঠি তোমরা ভালভাবে পড়ে দেখা। দেখো এখানে কোন ভুল ত্রুটি আছে কি না? তোমাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর তোমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে পড়ে শুনাও মক্কায়, আরাফায়, মদীনায়, আকসায় অতপর মুসলিম বিশ্বসহ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সহ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এই পত্রের ঘোষণা পৌঁছে দাও। আফ্রিকা, রাশিয়া ও চীনেও। পৃথিবী বর্তমানে যুদ্ধ ও সংঘাতে ক্লান্ত, শ্রান্ত। সর্বত্র মানুষ এখন শুধু শান্তি চায়। তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের থেকেই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নাই, মুক্তির পথ নাই। তাদের সরকার গুলো রক্ত চোষা, তাদের বাড়িতে শান্তি নেই কারণ বাড়িতেও ধ্বংসাত্মক মহামারী, পারিবারিক ভঙ্গন, পর্গোগ্রাফী। এই সর্বগ্রাসী মহামারী বনী আদমকে তাড়া করে ফিরছে। আরও আছে এইডস। এই পর্গোগ্রাফী থেকে কোন একটি ঘরও মুক্ত নেই। টিভি পর্দা, ইলেকট্রিক মিডিয়া এগুলো সেই নগ্নতার জীবাণু ছড়াচ্ছে। এমনকি মানব জাতির বেডরুমও আজ তাদের দখলে।

এক বিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে চীন ভয়ে কাঁপছে যে, তারা কিভাবে এইডস থেকে মুক্তি পাবে। ভারতও তাদের এক বিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে আতঙ্কে আছে যে, তারাও হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এইডস রোগ আক্রান্ত হতে পারে। এর কোন প্রতিষেধক বা আরোগ্য নেই। আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফেরত আসা ছাড়া আর কোন পথ নেই এ থেকে মুক্তি পাবার। আর কোন তাওবাও কবুল হবে না যে পর্যন্ত না দীনের মালা গলায় পড়বে। আর ইমাম ছাড়া আল্লাহর দীনের জন্য কোন বায়আতও হবে না। এখন আছে শুধু কাফিরদের ইমাম। তাদের ইমাম হলো বুশ, আর তার পদতলেই মক্কা ও আকসা।

রাহমাতুল্লিল আলামিনের মৃত্যুর পর “আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ” এর প্রভাবে যদি আরব উপদ্বীপে জাহেলিয়াত আবার ফেরত না আসত তাহলে বিশাল হিন্দুস্তান ও চীনে এমন একজন লোকও বাকী থাকত না যে আল্লাহর ইবাদত করতো না। রিহাব ইবনে রা’শাহ নামক রাসূল (সঃ) এর একজন মুবাগ্গিগের হাতে বহু সংখ্যক চাইনিজ লোক ইমান এনেছিল।

রাসূল (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন এই বলে যে, “তোমরা জ্ঞান অর্জন কর তা সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও।” সেখানে যদি গোত্রগত উপনিবেশবাদ না থাকত, সে সময় যারা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, তাহলে রিসালাতের পূর্ণতা শুরু হয়ে যেত আর চীন ও হিন্দুস্তান উভয়ই ইসলামের পতাকা তলে প্রবেশ করত এবং আল্লাহর দীন পূর্ণতা লাভ করত এই পৃথিবীতে। ফলে ইউরোপ, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন এবং অন্যান্য জায়গায় কখনো সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতো না আর তা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমকেও গিলে খেতে পারত না। ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ এমনকি খোরাসান থেকে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো পর্যন্ত লুট করে তারপর সব চোর বাটপাররা আমেরিকায় আশ্রয় নিয়ে আজকের দিনের বিরাট আমেরিকা বানাতে পরতো না, আর না হতো বর্তমানের বুশেরা।

কিরূপে একজন মানুষ খাতামুল্লাবিয়িন মুহাম্মাদ সাঃ এর রিসালাতের আদর্শে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে পারে? যে নবী কে পাঠানো হয়েছে মানব চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে। “নিশ্চয় আমি মানব চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। যিনি ছিলেন ইয়াতীম, পথহারা, অভাবগ্রস্ত। অতপর তাঁর রব তাকে আশ্রয় দিয়ে পথ প্রদর্শন করেছেন, তাকে রিসালাত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন যা পৃথিবীতে আল্লাহর নূর কে পরিপূর্ণ করবে। তাঁর হাতে আল্লাহ সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। যার প্রধান ছিল কুরাইশেরা। যারা দেব-দেবী ও মূর্তী ও নাজাসাতে ডোবা। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য কাবাকে পবিত্র করেছেন, তিনি সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী। যিনি আল্লাহর কাছ থেকে শক্তিশালী সাহায্য ও স্পষ্ট বিজয় পেয়েছিলেন। কাবাকে পবিত্র করে এর তাওয়াফ করেছিলেন। তখন পরাজিত মক্কাবাসীদের একজন তাঁর সামনে দাঁড়াল, সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিজয়ী রাসূল কে সালাম দিয়ে বলল: হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাদের রাজা হয়ে গেছ। রাসূলু রাব্বিল আলামীন মুহাম্মাদ সাঃ উত্তর দিলেন, ‘হে অমুক, তুমি তোমার নিজেকে সংযত কর কারণ আমি ঐ মায়ের সন্তান যে হাজীদের পরিত্যক্ত শূকনো গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করতো। আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। শাজারায়ে তায়েবাহ বা পবিত্র বৃক্ষের উত্তম আদর্শ এটাই। এর মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, এর শাখা প্রশাখা আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। যে নবী বলেছেন, ‘ইসলামে কোন ‘খসরু’ বা ‘সিজার’ এর অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পরাজিত, সাধারণ ক্ষমায় ক্ষমাপ্রাপ্ত, অভিশপ্ত বিষবৃক্ষের এক খবিস বলেছিল, ‘আনা কিসরাল আরব’ অর্থাৎ আমি আরবের খসরু আর একজন বলেছিল, ‘আনা কায়সারুল আরব’ অর্থাৎ আমি আরবের কায়সার। আর তারা এই খবিস বৃক্ষের নাম দিয়েছে আব্বাসী ও হাশেমী। যারা ছিল মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রতি নাযিলকৃত রিসালাতের প্রতি পরিপূর্ণ মুর্তাদ। এরপর তারা আরও মিথ্যারোপ করেছে যে, তারা নাকি নবুয়তের আদর্শের উপর আছে?!

তারা আরও মিথ্যারোপ করেছে যে নবীজী নাকি কুরাইশি, আব্বাসী, হাশেমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর চাইতে বড় নাপাকি ও কঠিন অপবাদ আর কি হতে পারে? কুরাইশদের সাক্ষী যদি আমরা মানি যে, “আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ” নেতা শুধু কুরাইশ বংশ থেকে হতে হবে। খেলাফত ও ইমামত তাদের মধ্যেই থাকবে যদিও পৃথিবীতে মাত্র দু’জন লোক অবশিষ্ট থাকুক না কেন।” তাহলে ইয়াহুদী বা খৃষ্টানদের কোন অপবাদ কে আমরা মিথ্যা বলবো ও অস্বীকার করবো?

তারা কবরকে ভুলে গেছে, বড় বড় প্রাসাদ বানিয়েছে “কাসরুল আবইয়াদ” হোয়াইট হাউস, “কাহরুল হামরা” ফ্রেমলিন, তাজ মহল সহ অনুরূপ আরও। তাই তাদের উপর অভিশাপ যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। দুনিয়া থেকে আরম্ভ করে কিয়ামতের বিচার দিবস পর্যন্ত সকল অভিশম্পাতকারীর অভিশাপ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছে

“ হে ইমানদারগণ! হে মুসলিম উম্মাহর যুবকেরা! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী সকল “কিসরা” ও “কায়সার” দের সাথে সকল চুক্তি থেকে অবমুক্তি ঘোষণা কর। এবং তোমাদের ঘাড় থেকে তাদের কৃত সকল চুক্তি ঝেড়ে ফেলে দাও, বোঝা মুক্ত হও। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে মস্তাদআফরা সকলেই আমার সাথে তাওবা কর।

ঠিক এই বছর এই মৌসুমে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে। তোমরা ভূমিকম্পের মত আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে পড়। এই হজ্জের মাস থেকে চার মাসকাল দেশে দেশে ভ্রমণ কর। মুহাম্মদ সঃ এর রিসালাতকে সাহাবী নামধারীদের অপবাদ থেকে মুক্ত কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের পূর্ববর্তী দীন পরিত্যাগকারীদের পাপ থেকে তোমাদের অবমুক্ত করবেন। যারা সম্পূর্ণরূপে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মত হয়ে গেছে। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে আমেরিকান বুশ, তার বাহিনী গাধা খচ্চর রাজা, বাদশা, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের দাজ্জালী ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন। তোমরা শেষ ঘণ্টা বাজার অপেক্ষা করোনা। তার লক্ষণ সমূহতো সবই একে একে প্রকাশ পেয়েছে। শেষ ঘণ্টা বেজে উঠলে অতীত উপদেশ স্মরণ করে কি কোন ফায়দা হবে, সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের জন্য?

তোমরা তোমাদের স্থির কর্তব্য জেনে নাও। তোমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সর্বদা তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গী মু'মিন মু'মিনাদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা রত থাকবে। আল্লাহ তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্রের সম্যক খবরাখবর রাখেন।

তোমরা আমার সাথে আল্লাহর পথে বেরিয়ে এসে সকলে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আমি তোমাদের পাপ মোচনের ঝাড়ুদার হিসেবে তোমাদের ইমাম। কিন্তু রাজা, বাদশা, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়। দুনিয়ার কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি তাকে এমন ভাবে তিন তালুক দিয়েছি যে, আর কোন প্রত্যাবর্তন নেই। দুনিয়ার সম্পদ হচ্ছে মৃত লাশের মত, আর তার অন্বেষণকারী হচ্ছে কুকুর। আল্লাহ আমাকে এসবের মোহ থেকে মুক্ত করেছেন। আমাকে তাঁর রাসূলদের উত্তরাধিকারী করেছেন। যাতে আমি তোমাদের ভুলে যাওয়া বিষয়গুলোকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদানতো কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট। আমি তাঁর পালিত, প্রতিপাল্য সানিয়াছনাইন। দুই-এর দ্বিতীয়। আল্লাহ আমার বক্ষ উন্মোচন করেছেন। আমি তাঁর নূরের উপর অধিষ্ঠিত। আমি আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি।

ইশ্রাফিলের শিঙ্গা ধ্বনীর ন্যায় তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়। শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার আগেই। তোমাদের সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে দাজ্জাল। পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়োনা। তোমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধতার জন্য ও তোমাদের রবের সাথে 'মিকাত' পূর্ণ করার জন্য তোমাদের স্ত্রীদের বিছানা ত্যাগ কর। তোমাদের স্ত্রীদেরকেও আদেশ কর তারা যেন এক 'কুরু', পর্যন্ত ইন্দ্রত পূর্ণ করে। এবং যাতে তারা তাদের অতীত জাহেলিয়াতের জন্য দৃষ্টান্তমূলক তাওবা করতে পারে। সূরা মুমতাহানার আলোকে স্বামী-স্ত্রীর ইমামের হাতে বাইয়াত ব্যতীত ইসলামের কোন পারিবারিক জীবন নেই। এই তাওবা পাপমুক্তি ও প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তী চূড়ান্ত উত্থানের শুরু হবে। এবং বনী আদমের সন্তান মু'মিনদের রিসালাত ভিত্তিক নতুন পারিবারিক জীবন শুরু হবে। পৃথিবী আদল-ন্যায় বিচারে ভরে যাবে। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষদের উপর কর্তব্য হলো এই 'মিকাতে' তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রাখবে। প্রত্যেকেই সে যা করে সেই অনুসারেই মর্যাদা পাবে। আল্লাহ কর্মে নিষ্ঠা কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করেন না। কিন্তু জ্ঞানবান, বিবেকবান যুবক যুবতীর উপর কর্তব্য হলো এই মিকাতের সম্পূর্ণ সময়ধরে রিসালাত নবায়ন করার প্রচার করবে। যাতে তারা মুজাদ্দিদ ও মুজাদ্দিদা হতে পারে। তাদের পুরস্কার ও মর্যাদা দেখে নবীগণও ইর্যাপরায়ন হবে।

দুশ্চরিত্র নারী পুরুষদের মাঝে যারা তাদের পাপমুক্ত হয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করে তাদের পুরুষরা 'ফুদাইল' এর মত ও মহিলারা 'ম্যারী ম্যাগডালিন' এর মত তাওবা করবে যাতে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ ঐ সকল লোকদের জন্য ক্ষমাশীল যারা তাওবা করে, ইমান আনে ও তদানুযায়ী আমল করে এমন কি সৎপথে অবিচল থাকে।

বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ পৃথিবীও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তাদের মাঝে ঘাতক ব্যাধি এইডস, ম্যাডকাউ, বার্ডফ্লু ইত্যাদি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এই রোগ বলাইগুলো তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তাদের কাছে এই মহামারীর কোন প্রতিষেধক নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কুরআন ছাড়া "আমি অবতীর্ণ করি কুরআন যা মানুষের জন্য আরোগ্য ও রহমত।"

কিন্তু হে আব্দুল আযীয, পবিত্র ভূমির মুফতী আরাফাতের ময়দানে হজ্জের খতিব এবং তোমার মত অন্যান্য খতিবেরা ! তোমাদের উপর কর্তব্য হলো পূর্ণরূপে এই পত্র সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। যাতে সবাই আবার ‘আহসানুল হাদীস’ কুরআন ও ‘আদনাল হাদীস’ নবীজীর সত্যবাণীর দিকে ফিরে আসতে পারে। তবে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের ব্যপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে হাদীসগুলো বানিয়ে ছিল আব্বাসী ও হাশেমী শাসকদের ভাড়াটে মুফাসসির মুহাদ্দিস ও ওয়ায়েজিনরা। তাদের অত্যাচারী, জবরদখলকারী রাজতন্ত্রকে বৈধতা দান করার জন্য।

হে বায়ান পরিবার! তোমাদের উপর বিরাট দায়িত্ব। রুগ্ন পৃথিবীকে সুস্থ্য করাতে কুরআনকে বিশ্বাসীদের জন্য তুলে ধরার দায়িত্ব। তোমাদের ম্যাগাজিন ‘বায়ান’ ও পত্রাদি পড়ে আল্লাহ প্রদত্ত দূরদৃষ্টির মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের আফগান, চечেন ও বসনিয়ার বিপ্লবীদের সাথে কোন সম্পর্ক আছে। অথবা তাদের কোন সংযোগ তোমাদের সাথে আছে। উভয় অবস্থাতেই অর্থাৎ অবস্থা যাই হোক না কেন ডা, ফরিদ আর আনসারী স্পষ্টভাবে কুরআনের পথ খুলে দিয়েছেন। এখন ইরাকে যা চলছে, তাগুত সাদামের পতনের পর, ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলার পর চূড়ান্ত ফাসাদ। সাদাম ‘সাদিদ’ ও ‘দাম’ এর আমলে।

এখন তোমাদের কর্তব্য হলো, ফেরকা ও মায়হাবের সকল সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে এই চূড়ান্ত ফয়সালার সময়ে বিশ্বের জ্ঞানী বিবেকবান আলেম ও শিক্ষিত যুবকদের সাথে নবুয়াত ও কুরআনের মানদণ্ডে যোগাযোগ ও আলোচনা করা। যাতে তারা দায়িত্ব নেবার জন্য কাজীত যোগ্যতার স্তরে উন্নীত হতে পারে। তবে ওয়াহাবী ফেরকা অন্যান্য ফেরকার চেয়ে সত্যের খুব কাছাকাছি। কিন্তু এই ওয়াহাবী ফেরকার সাথে আলে সউদের প্রণয় একে দূষিত করে ফেলেছে। কারন তারা আলে সউদকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। কুরআন-ই হচ্ছে মানব জাতির জন্য আরোগ্যকারী। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাবের দেশে যে লোকটা সর্ব প্রথম এইডস্ রোগে মারা গেছে তার নাম আব্দুল মজীদ ইবনে সউদ ইবনে আব্দুর আযীয ইবনে আব্দুর রহমান আলে সউদ এবং আলে শায়খ মুফাতউল আরশিল হাকিম। রোগ এবং আরোগ্য এই দুই এর মাঝে এ কেমন বিবাহ?

হে বায়ান পরিবার! তোমাদের পত্রিকার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে উপদেশ ও উৎসাহ দিচ্ছি যে, তোমরা সকল সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে আমার মত কুরআনকে বুকে ধারণ কর। দয়াময় আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে ‘বায়ান’ শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বায়ান- স্পষ্ট কথাকে সংরক্ষণ কর। আর শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। তোমরা আমার পক্ষ থেকে এই পত্র উসামা বিন লাদেন ও তার সঙ্গী আয়মান আল জাওয়াহিরীর কাছে পৌঁছে দাও। যাতে তারা তাওবা করে আল কায়েদার রাজনীতি থেকে সরে এসে রিসালাতের রাজনীতি ও ইমামতে ফেরত আসতে পারে। যেমন ছিলেন রাসূলের পালকমাতা বারাকাহর সন্তান উসামা ও আয়মান। এবং রাসূলের ভালবাসার যায়দ বিন হারিসার পুত্র। এতে বন্ধ হয়ে যাওয়া মুক্তির পথ আবার খুলে যাবে। বরং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। আল্লাহ তাওবাকারীদের পছন্দ করেন। আমি তাদের উভয়ের জন্য আন্তরিকভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী।

আল্লাহর দীন প্রশস্ত। সেখানে মানুষ জান্নাতের প্রশস্ততা পায়। আর সংকীর্ণতা মানুষকে আরও সংকীর্ণ করে ফেলে। যেন তাকে আকাশের দিকে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সে আর উপরে উঠতে পারে না। পাঁচ মিটার উপরে উঠলে পরক্ষণেই দশ মিটার নিচে নেমে যায়।

নিশ্চয় আমার এই পত্র পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সমগ্র দুনিয়াবাসির জন্য মেরাজের আযান। কিয়ামতের দিন আমার রবের সামনে আমার সাক্ষ্য। যেরূপ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন আমার পিতা নূহ। “হে আমার প্রতিপালক ! আমিতো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র আহবান করিয়াছি। কিন্তু আমার আহবান উহাদের পলায়ন প্রবনতাই বৃদ্ধি করিয়াছে। আমি যখনই উহাদিগকে আহবান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা কানে আস্তুল প্রবেশ করায়, নিজ দিগকে বস্ত্রাবৃত করে, জিদ

করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি উহাদিগকে আহবান করিয়াছি প্রকাশ্যে। পরে আমি উচ্চ স্বরে প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।”

শপথ ও অঙ্গিকার

“ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।” “হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইসো সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টভাজন হইয়া, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।” হে আল্লাহ, আমার রব! আমি দাজ্জালের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছি। আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পাইনা। হে আল্লাহ শত্রু দাজ্জালের ও তার আরব অনারব অনুগতদের বিরুদ্ধে আমার সাথে থাকুন। এ যাত্রায় যারা মসজীদুল হারাম, মসজীদুল আকসা ও মসজীদে নববী দখলকারী, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না তারা সবাই দাজ্জালের অনুসারী, ইবাদতকারী, দাজ্জালকে সিজদাকারী। তাদের পেছনে সিজদাকারী মানুষ গুলো তাদেরকে ইমাম বলছে অথচ তারা দাজ্জালের অনুসারীদের ভাড়াটে। হে আল্লাহ! তারা আপনাকে সিজদা করে না। এমন কি মসজীদুল হারামেও না। তাদের কিবলা ওয়াশিংটন, তাদের ইমাম বুশ। আমি তাদের সাথে সালাত ও হজ্জ আদায় করিনা বরং তাদেরকে আমি অস্বীকার করি।

হে আল্লাহ! আপনার সাথে আমার অঙ্গিকার হলো যে, আমি আপনার ঘর মসজীদুল হারামকে সর্ব প্রথম পবিত্র করব, যেমন আমি উপরে লিখেছি। তারপর করব প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজীদুল আকসাকে, যা দুই পবিত্র স্থানের একটি। আর এতদুভয়ের মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারাকে পবিত্র করব। প্রথমত আমি আমার ইমাম হিসেবে অতপর যারা আমার অনুসরণ করবে তাদেরকে নিয়ে এই তিন মসজীদের প্রত্যেকটিতে দুই রাকাত করে সালাত আদায় করব। প্রথম দুই রাকাতে আমি সূরা ফাতিহার পর সূরা মুহাম্মাদ ও সূরা হুজুরাত তেলাওয়াত করব। তারপর মদীনা মুনাওয়ারায় দুই রাকাত সালাতে সূরা মুমতাহানাহ ও সূরা তাহরীম পাঠ করব। আর মসজীদুল আকসাতে দুই রাকাত সালাতে সূরা হাক্বাহ ও সূরা মা'আরিজ পাঠ করব। আর সেখানে অবস্থানকালে অথবা সেখান থেকে ফেরার সময় বিতর হিসেবে তিন রাকাত সালাত আদায় করব। সেখানে সালাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নূহ, মুজাম্মিল ও সূরা ফজর পাঠ করব। হে আল্লাহ! আমাকে স্থল পথে ঢাকা থেকে মক্কা পর্যন্ত ভ্রমণ করাও। তারপর সেখান থেকে মসজীদে আকসা পর্যন্ত এই দুই-এর মধ্যে মসজীদ হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারাতেও। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও ইরাকের পথ দিয়ে। হে আল্লাহ তুমি হিন্দুস্তান ও চীনকে মাটি ইসলামের জন্য আমাদের অনুগত করে দাও। আরব, তুর্কি, মুঘল সহ অন্যান্য শাসকরা তোমার প্রিয় রাসূল ও ইসলামের নামে যে কালিমা তারা লেপন করেছে তা সম্পূর্ণ মুছে দেবার তাওফিক আমাদের দান কর। হে আল্লাহ! তারা তোমার শত্রু ও আমাদেরও শত্রু। আমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করব না। আমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাব না। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান এরা সবাই দাজ্জার বুশের প্রতিনিধি শাসক সরকার।

বর্তমান এই অবস্থায় হে আল্লাহ আমি আপনার শেষ নবী সঃ এর মত আপনাকে আহবান করে বলছি, প্রভুগো আমি আপনার দরবারে আমার অক্ষমতা নিবেদন করছি। আমার অযোগ্যতা পেশ করছি। মানুষের উপর আমার প্রভাবহীনতা স্বীকার করছি। আপনি মুস্তাদআফদের প্রভু তাই আপনি আমার প্রভু। আমি মুস্তাদআফ। আপনি কার হাতে আমাকে ন্যস্ত করেছেন? আপনি কি আমাকে দূর অজানাদের মাঝে ঠেলে দিচ্ছেন? না শত্রুদের হাতে আমাকে তুলে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার প্রতি বিরাগ না হন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ও নিরাপত্তা যাচনা করছি। আপনার সন্তুষ্টির আলোকে, আপনার নূরের দিশায় আমি পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরন এবং পরকালের সাফল্য চাই। আমার প্রতি কখনো যেন আপনার ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি আপতিত না হয়। আপনার দ্বারা আমার ধর্না, যতক্ষণ না আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আপনার করুণা ছাড়া আর কোন শক্তি ও সফলতার আর কোন সম্ভাবনা নেই। আমীন।

আমি নবী সঃ এর মত হিজরতে বের হয়েছি। যিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন কেননা মক্কা কাফেরদের করতলগত ছিল। আর আমি এমন সময় হিজরত করছি যখন সমগ্র দুনিয়াই দাজ্জালের পদানত। তাকে তাড়ানো বা হত্যা করার জন্য নবুয়াতের অস্ত্র দরকার। আমার কোন রাজ্য নেই, কোন জাতিয়তা নেই, কোন মাযহাব নেই, দলাদলি বা শিয়া নেই, আমার রবের রাজ্যই আমার রাজ্য। তাঁর দীনই আমার দীন। আমি সারা পৃথিবীর মধ্যে কেবল নূহের শিয়া, আমি

একক ইসলামী উম্মাহর ইমাম। আমার পেছনে নবীগন সবাই। আমি তাদের উত্তরাধিকারী, উম্মাহর উপর ইমামতের জন্য। আমাকে সালাত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা আমার পেছনে রয়েছেন। যেরূপ সালাত আদায় করেছিলেন মুহাম্মাদ সঃ মসজীদুল আকসাতে এবং মিরাজের রাতে নবীগণ সবাই তাকে নামাজ শিক্ষা দিয়েছিলেন। রিসালাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর আর কোন রিসালাত নেই। রয়েছে কেবল মানুষের জন্য বিশ্বজনীন একক ইসলামী ইমামত। আমি মানব জাতির ইমাম। আমি মানুষের মাঝে আযান দিচ্ছি। ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সঃ দেব আযান। আমি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছি।

**“হাইয়া আলাস-সালাত, হাইয়া আলাল ফালাহ,
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।”**

“হে আদম সন্তান ইমানদার নর-নারীরা! আমার পেছনে সালাতে দাঁড়াও। লালসা পরবশ হয়ে যে সালাতকে নষ্ট করেছে ইয়াহুদী খৃষ্টান ও তাদের অনুসারী আরব অনারবরা। এই সেই সালাত যা বিরত রাখে অশীল কাজ হতে। আল্লাহর স্মরণইতো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

তোমরা সোজা করে দাঁড়াও, কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা ইকামাতে সালাতের অন্তর্ভুক্ত।

(প্রথম রাকাত, কাবার চারদিকে দাঁড়িয়ে, ইমামের কিরাআত, ভাবার্থে, শিক্ষার জন্য, মূল Text নয়।)

আল্লাহু আকবার, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই সাহায্য চাই। একনিষ্ঠ দীন তোমারই জন্য। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছ যেমন আদম সন্তান নবীদের প্রতি। গযবপ্রাপ্ত ওপথভ্রষ্টদের পথ নয়। আমীন।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও তাদের অনুসারী আরব অনারবদের মধ্যে যারা কুফরী করে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আল্লাহ তাদের রুকু, সিজদা, সালাত, সিয়াম, হজ্জসহ সকল আমল বরবাদ করে দিয়েছেন। আর ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী ও সাবিয়িনদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং মু'মিন হিসেবে তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছে এবং সে অনুপাতে সৎ আমল করেছে এবং মুহাম্মাদ সঃ এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সত্য রূপে তাতে তারা ইমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অতীত ভুল গুণে দিয়ে তাদের বর্তমান গুছিয়ে দিবেন। তা এ জন্য যে, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, ধর্মত্যাগী আরব অনারবদের মধ্যকার কাফিররা অন্যায়ের অনুসারী ছিল। ফলে আল্লাহ তাদের আমল সমূহ বরবাদ করে দিয়েছেন। আর মু'মিনরা ছিল সত্যের অনুসারী। এরূপেই আল্লাহ মানুষকে কুরআনের মাধ্যমে বুঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। যখন তোমরা এরূপ সালাত কায়ম করা শুরু করবে তখন দাজ্জালের অনুসারী কাফিররা তোমাদের সালাতে বাধা প্রদান করতে আসবে। তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত হানবে। তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত না করা পর্যন্ত এ আঘাত চালিয়ে যাবে। এরা ধরাশায়ী হলে এদেরকে কষে বাঁধবে। তারপর অবস্থা বুঝে হয় মুক্তিপন নিয়ে ছাড়বে নয় কৃপা করবে। তবে স্মরণ রাখবে যে, এরপর তাদের অস্ত্র ধারণ ক্ষমতা যেন চিরতরে হারিয়ে ফেলে। এ হবে তোমাদের করণীয়। আল্লাহ চাইলে ওদের তিনি নিঃশেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মু'মিনদেরকে তোমাদেরই মধ্যকার কাফিরদের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। এ সম্মুখ সমরে যারা প্রাণ দিবে তাদের প্রচেষ্টা কখনো বিফল হবে না। বরং আল্লাহ দুনিয়াতে তাদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করে তাদের পরিণাম গুছিয়ে দিবেন। আর শাহাদাত লাভের পর তাদেরকে পরিচয় ফলক খচিত জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হে ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজুসী, সাবিয়ী, হিন্দু ও তাদের অনুসারী আরব অনারবদের মধ্যকার ইমানদারগণ তোমরা যদি এরূপে আল্লাহকে তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে থাক তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন দুনিয়া ও আখেরাতে। আর তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন। আর কাফিরদের দুর্দিন চলতে থাকবে, তাদের সকল প্রচেষ্টাও বিফল হতে থাকবে।

তোমরা কি তবে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখে নাই যে, তোমাদের পূর্বেকার সমৃদ্ধ মাদায়েনবাসী, আদ, সমুদ এবং সুউচ্চ প্রাসাদবাসী, এরাম ও সাবাদের পরিনাম কি হয়েছিল? তাদের সকল স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান আল্লাহ তাদের উপরই ফেলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বর্তমান কাফিরদের নিয়তির লিখনও তাই।

দুই পক্ষের দুই ধরনের পরিনামের কারণ হলো, মু'মিনদের অভিভাবক আল্লাহ আর কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। তোমরা ইমানদাররা যে ইমান অনুপাতে জীবন যাপন করবে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সে অনুপাতেই নদী-নালা প্রবাহিত জান্নাতে সমাদ্রিত করবেন। দুনিয়াতে ও আখেরাতে। আর কাফিররা? তারা দুনিয়াতে যে ভোগে লিপ্ত রয়েছে, তাদের এই ভোগবিলাস তো চতুষ্পদ পশুর নির্লিপ্ত ভোগের মত। জাহান্নামে তাদের পরিণতি আরও করুণ হবে। তাদের পরিণাম জাহান্নামের আগুন। আর চতুষ্পদ জানোয়াররাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। সুতরাং তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও খারাপ।

হে মুমিনগণ! তোমাদের বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে আরো কত শক্তিশালী পৃথিবী ছিল! যদি কেউ পৃথিবীতে তোমাদের পদস্থলন ঘটাতে চায় তাহলে তারা তোমাদের পর আর বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। আমি তাদের কে ধ্বংস করবো। “আমি কি ধ্বংস করি নি পূর্ববর্তীদের? অতপর তাদের অনুগামী করেছি পরবর্তীদের। যেমন ইরানের শাহ, ইরাকের সাদ্দাম, মোল্লা উমর ও তার সঙ্গী বিন লাদেন। ধ্বংসকালে তাদের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসে নি। এরূপে আমি দাজ্জাল বুশ ও তার অনুসারী শাসকদেরকেও ধ্বংস করবো। তাদেরও কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ‘আমি অপরাধীদের সাথে এরূপ আচরণই করে থাকি’।

তোমাদের উভয়ের নিয়তির পার্থক্য হল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর ওরা তো ওদের দুষ্কর্মগুলোকে শোভন করে স্বেচ্ছাচারের অনুসারী, তাদের কোন প্রমাণ নেই। তার ধ্বংস হবে, তাদের ধ্বংসকালে কেউ এগিয়ে আসবে না। তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। আর তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়ই জান্নাত। তোমরা মুত্তাকী, তোমরা যে জান্নাতের অঙ্গীকারাবদ্ধ, তার দৃষ্টান্ত হল তাতে এমন পানির প্রস্রবন প্রবাহিত থাকবে যার পানি কখনও দূষিত হবে না। এমন দুধের নহর থাকবে, যার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হবে না। এমন সুরার নহর থাকবে যা পানকারীদের শুধু সুস্বাদ দান করবে। আর থাকবে পরিশোধিত মধুর নহর। তোমরা এতো সব প্রকার পানীয় পান করেই শুধু দিন কাটাবে? না। সেখানে তোমাদের জন্য সকল প্রকারের ফলফলাদির আয়োজন থাকবে। খাবার থাকবে, ভাত, গম, যব, খেজুর ও আরো অন্যান্য সবের উর্ধে তোমাদের জন্য কি থাকবে জানো? তা হলো তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর ক্ষমা। কিন্তু ত্রুটিগুলো এমন না যে সেগুলো পাপাচার, ফাহেশা ও কবিরার গুনাহ। তোমাদের শত্রু ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আরব-অনারব দাজ্জালের বাহিনীর পরিণাম কি তোমাদের তুল্য? তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামের নাড়িভূড়ী গলানো ফুটন্ত পানি পান করবে।

তোমাদের চারপাশের কিছু লোক এসে তোমার এরকম কুরআন তেলাওয়াত কান পেতে শুনে যাবে। এই সুরা মুহাম্মাদ তেলাওয়াতের মত তেলাওয়াত। পরে তারা ফেরত গিয়ে ওদের দলের গুরুজনদের নিকট সবিস্তার তোমার বক্তব্য বর্ণনা করবে। ওদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এরা কখনও সত্য গ্রহণ করবে না, কারণ তারা কল্পনার অনুসারী। তারা সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু যারা হেদায়াত লাভের জন্য তোমার তেলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে আল্লাহ তাদের হেদায়াত আরও বাড়িয়ে দিবেন। তাদেরকে তাকওয়ায় অলংকৃত করবেন। আর এটাই মহা সাফল্য।

কল্পনার অনুসারী ও ভিন্ন ভিন্ন উম্মাহর ধ্বজাধারীরা কি শেষ ঘন্ট বাজার অপেক্ষা করছে? তাতো ওদের কপালে হঠাৎ করেই বেজে ওঠবে! তার লক্ষণ সমূহ তো সবই একে একে প্রকাশ পেয়েছে। দাজ্জাল বের হয়েছে! পুরো পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানদের সহ বশ করেছে! তাদের ঘাঁটিগুলোতে ধ্বংসের অস্ত্র পারমানবিক বোমা মজুদ করেছে।

হে মুমিনগণ! দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীর আনবিক বোমার বিরুদ্ধে তোমাদের রয়েছে ‘নবিক’ বোমা! জেনে নাও, সেই বোমা হল ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মাজুসী সহ সকল মুস্তাদআফ মানুষের মধ্যে ঐক্যের কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। তবে এটা মুস্তাকবিরদের জন্য নয় কারণ যখন তাদের কে বলা হয় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তখন তারা অহংকার করে। আর যখন কালেমার মধ্যে শির্ক করা হয় তখন তারা তাতে ঈমান আনে।

সুতরাং হে প্রাচ্য প্রতীচ্যের ঈমানদাররা! তোমাদের কর্তব্য হল বিভক্তি, ফেরকাবাজির মাযহাব বানানোর পাপ থেকে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। মুমিন-মুমিনাত, স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে আল্লাহর অঙ্গিকার পালনার্থে তওবা ও পবিত্রতা অর্জনের সময়ের মধ্যেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্রের সম্যক খবরাখবর রাখেন।

তোমরা ঐ সমস্ত মুমিনদের মত হবেনা বা বলবেনা যারা তাদের নবীকে বলেছিল : “কেনো আমাদের পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে সূরা নাযিল হচ্ছেনা? কিন্তু যখন ওদের চাহিদামত আল্লাহর পথে বের হবার (আজকের দাজ্জালদের মুখোমুখি হবার জন্য) ও স্পষ্ট যুদ্ধের আদেশ সম্বলিত সূরা নাযিল হয় তখন (আমি দেখতে পাচ্ছি যে) তোমার রুগ্ন আত্মার সঙ্গীরা তাদের ঈমামের দিকে এমনভাবে তাকাতে যেন মৃত্যুর হাতছানি তারা দেখতে পাচ্ছে। এদের মৃত্যুই শ্রেয়। ইসলামী জামায়াতে এদের কোন দরকার নেই। তারা রুগ্ন, তারা দলের ভেতরে রোগ সংক্রমন ঘটাবে। ভাল হয় তারা যদি পৃথক হয়ে যায় অথবা জিহাদে বের হবার আগেই মৃত্যু বরণ করে।

আনুগত্য ও ন্যায় নিষ্ঠার বাক্য সর্বদা বোধগম্য। সেটা হল “আমরা শুনলাম ও মানলাম” আর অবাধ্যতার বাক্যও বোধগম্য, সেটা হল “আমরা শুনলাম তবে মানলাম না”

আল্লাহর রাস্তায় বের হবার কর্তব্য স্থির হবার পর যদি এই রুগীরা তাদের অঙ্গিকার সত্য প্রমাণ করে, তাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত। হে মুমিনগণ তোমরা দৃঢ় চিন্তের অধিকারী হও। রুগী ও অন্তরে বিদ্রোহ পোষণকারী হয়ো না। তারা সুযোগ সন্ধানী, তারা পলায়ন করতে চায়। আর তোমরা যদি কাজিত স্তরের দৃঢ় চিন্তের অধিকারী না হও এবং এই রুগ্ন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তাহলে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তোমরা আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। (যেমনটি করেছিলো ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও তাদের অনুসারী আরব আব্বাসী-হাশেমীরা ও অন্যান্য অনারবরা।)

এ ভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কি তোমরা আত্মার বাঁধন কর্তন করে রক্তের স্বজনপ্রীতি করে পৃথিবীতে পুনঃ নৈরাজ্য সৃষ্টি করবেনা? এ কাজ যারা করবে, তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়। আল্লাহ এদের দৃষ্টিহীন ও বধির করে দিবেন। যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও তাদের অনুসারী আরব অনারবরা

এরা কি ক্বোরআন অভিনিবেশ সহকারে পড়ে না? না ওদের অন্তরে বোধশক্তি প্রবেশের সকল দুয়ারে তালা কুলানো রয়েছে?

অবশ্যই এভাবে সত্য প্রকাশ হওয়ার পর যারা পিছু হটে, শয়তান তাদের নেপথ্য চালক, সর্বদা তাদের কুমন্ত্রণা দেয়।

এ শ্রেণীর মুহাজিরদের এ দশার কারণ হলো যে এরা নাযিল হওয়া তাওহীদের অহীকে অপছন্দকারী মক্কাবাসীকে বলে এসেছে “আমরা রাসুলের সাথে মক্কা ত্যাগ করলেও কোনো কোনো ব্যাপারে তোমাদের অনুসারী রয়েই যাবো”। আল্লাহ তো এদের গোপন আঁতাতের খোঁজ রাখেন! (এখানে ভাবতে হবে যে এরা কারা ছিলো?)

এদের অপমৃত্যু হবে। এদের মৃত্যু কালে ফেরেশতারা যখন এদের গালে চড় এবং পাছায় লাথী মারবে, তখন কেমন দৃশ্য হবে?

এদের এ পরিণামের কারণ হলো, এরা এমন মানসিকতার অনুসারী ছিলো, যা' আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে। অপরদিকে এরা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ এদের সকল আমল বাতিল করে দিয়েছেন।

এ রুগ্ন আত্মার প্রানীগুলো কি ভেবেছে যে, আল্লাহ এদের অন্তরের বিদ্রোহ রোগকে প্রকাশ না করে ছাড়বেন?

আমি চাইলে, হে রাসূল, অঙ্গুলী উঁচিয়ে তোমাকে তাদের চিহ্ন দেখিয়ে দিতাম। তুমি তাদের চিনে ফেলতে। কিন্তু তা' করলাম না। তুমি একটু লক্ষ্য করলেই তাদের কথার টোনে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ্ এদের সকল কার্যকলাপের খবর রাখেন।

অবশ্যই আমি তোমাদের যাচাই করতেই থাকবো। এর মাধ্যমে আমি তোমার ধৈর্যশীল সংগ্রামীদের বেছে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকবো।

অবশ্যই হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পরও মক্কার যে কাফেররা আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করে রাসূল সঃ-কে পীড়া দিয়েছে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা। বরং তাদের সকল শ্রম পণ্ড হবে।

হে বিশ্বাসীরা সাবধান! তোমরা শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত্য করবে। তার ব্যতিরেক করে তোমাদের আমল বরবাদ করোনা।

এর পরও যারা মক্কার কাফেরদের ন্যায় আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে মৃত্যু বরণ করবে, তাদের মৃত্যু কাফের রূপেই হবে। আল্লাহ্ কস্মিন কালেও তাদের ক্ষমা করবেন না।

অতএব তোমরা নবীর সাথে হিজরতকারীরা কোনো পরিস্থিতিতেই হতদ্যেগ হয়ে মক্কার মুস্তাকবিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করবেনা। পরিনামে তোমরা বিজয়ী হবেই। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের পক্ষে। তিনি কখখনো তোমাদের শ্রম নিষ্ফল হতে দেবেন না।

পার্থিব জীবন তো ক'দিনের! খেলায় খেলায়ই কেটে যায়। কিন্তু এ খেলার জীবনও যদি তোমরা ঈমান ও ত্বাকওয়া ভিত্তিক কাটিয়ে আসো, আল্লাহ্ তোমাদের পুরস্কার দিবেনই। তোমাদের ধন সম্পদের তিনি হিসাবে নিবেন না। কারণ, তোমরা তা' সবই তাঁর পথে ব্যয় করেছো।

তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি ভিন্নতরো জীবন যাপন করো, তা'হলে অবশ্যই হিসাব চাইবেন। তখন সূক্ষ্ম হিসাবে তোমাদের কারচুপি ধরা পড়ে যাবে।

এতোক্ষন যে বক্তব্য পেশ করা হলো, তা' তোমাদেরই বলা হয়েছে। তোমাদেরই ডাকা হচ্ছে তোমাদের সর্বস্ব আল্লাহর পথে নিঃশেষ করতে। এতো সবেবের পরও তোমাদের কেউ সাড়া দিতে কার্পন্য করবে। যে-ই এ কাজটি করবে, সে নিশ্চিত নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই এ কাজটি করবে। কারণ আল্লাহ্ তো সকল অভাব মুক্ত! আর তোমরা? তোমরা তো সব ফকির! এর পরও যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তা'হলে আল্লাহ্ তোমাদের বদলিয়ে অন্য জাতিকে বেছে নিবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না। এ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

এই পত্র পাবার পর যারা এটাকে পড়বে তারপর নতুন করে তওবাকারী হিসেবে বলবে “আমরা শুনলাম ও মানলাম”, তাদের কর্তব্য হলো সম্পূর্ণ সূরা তওবার আলোকে মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। অতঃপর তারা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে এবং তার রিসালতের বার্তা পৌঁছাবে। “তোমরা চারিমাস কাল পৃথিবী পরিভ্রমণ কর” যাদের সামর্থ্য আছে।

আমি এই পত্র লিখছি আজ ১৪২৪ হিজরীর জিলহজ্জের ৭ তারিখে। যাতে এই পত্র মানব জাতির পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল হতে পারে। যারা বলবে “আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না” তাদের প্রতি আমি জবরদস্তিকারী নই। তোমরা তোমাদের স্ব স্ব স্থানে কাজ করতে থাক। আমি আমার কাজ করছি। তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।

হে আল্লাহ! আজ আমি এই চিঠি পৌঁছে দিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আলে সউদ দাজ্জাল বুশের প্রতিনিধি, মুরতাদ, কুকুর, শুকর ও বানররা আপনার গৃহে প্রবেশ করছে! সেই প্রাচীন গৃহ! আগামী কাল সকালে জিলহজ্জের আট তারিখে তাদের হাতে ঝাড়ু সহ তারা বলছে যে তারা কাবা ঘর ধুয়ে পরিষ্কার করতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা বরং কাবাকে মলমুত্র ত্যাগ করে অপবিত্র করতে যাচ্ছে! কেননা তারা নাপাক অপবিত্র। তারা নাপাকির রাষ্ট্রদূত। খাতামুন্নাবিয়্যিন রাসূলের কর্মপদ্ধতির আলোকে সেই চিঠির মাধ্যমে আজান দেওয়া ছাড়া কোন শক্তি বা হাওলা নেই। আপনার শাস্তি তার উপর বর্ষিত হোক সাথে আমারও।

হে রব আমাকে সত্যের প্রবেশ পথে প্রবেশ করাও ও সত্যের নির্গমন পথে নির্গমন করাও। আমার জন্য তোমার পক্ষ থেকে অপরাজেয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করে দাও। আমাকে হিকমত দান কর। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর থেকে আগত সেনাবাহিনীর সাথে আমাকে শামিল করে নাও। আমরা তাদের সাথে হজ্জে ‘মাবরুর’ করবো। আপনার রাসূলের অনুসরণে আরেক বারের মত আমরা যেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারি। যাতে আমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারি নিরাপদে-কেহ মস্তক মুন্ডন করিবে, কেহ কেশ কর্তন করিবে। আমরা ভয় পাবো না। বিজয় অতি নিকটে। হে আল্লাহ! আপনার

শরীয়াত ও সুন্নাহর ঝাড়ু আমাদের হাতে। যাতে আপনার খলীল ও যবীহ ইব্রাহীম ও ইসমাইল আঃ এর অঙ্গীকারের ভিত্তিতে আপনার ঘরকে পরিষ্কার করে পবিত্র করতে পারি যাতে কুরাইশদের দ্বীনে প্রবেশকারী মানবজাতি আবারও চূড়ান্তভাবে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে পারে। আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে মহান আরশের অধিপতি! আমার জন্য ও আমার সঙ্গী মুমিন মুমিনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইমামুদ্দিন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব

আল্লাহর নির্দেশ ও তওফিকে ১৪২৪ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের সাত তারিখ সকালে এই পত্র লেখা শেষ হয়েছে এবং এর প্রতিলিপি দাজ্জালের অনুসারী মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পত্র তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে দলীল স্বরূপ। আমাদের কাজ শুধু পৌঁছে দেওয়া।

রবের অনুগত ও রাসূলদের অনুসারী

ইমামুদ্দিন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব

যোগাযোগ ও আলোচনার জন্য: মোবাইল: ০১৫৫২৩৩১৭৭৯

ই-মেইল: zalzat@yahoo.co.uk

ডাক যোগাযোগ:- ২৪৮/২, দ্বিতীয় কলোনী, মাজার রোড, মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।